গ্রাসে পতিত হইলেও তাহাদিগের ধ্বংস-রাশি হইতে নূতন নগর সকল উৎপন্ন হইয়াছে। রামচন্দ্রের তিরোভাবের অব্যবহিত পরেই কোশল রাজধানী অযোধ্যা সরযূ-গর্ভসাৎ হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার সরযূপকূলে নূতন অযোধ্যার পত্তন হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারকাও তাঁহার তিরোভাবের পর সমুদ্রসাৎ হয়, অধুনা অনতিদূরে নূতন দ্বারকা প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রপ্রস্থের স্থানে নূতন দিল্লী, পাটলীপুত্রের স্থানে পাটনা ইত্যাদি অনেক প্রাচীন নগরের ভস্মের উপর নব নগরের প্রতিষ্ঠা দৃষ্ট হয়। কিন্তু অদ্যাপিও এমন অনেক নগর বিদ্যমান আছে, কালের করাল কবল যাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কাশী, মথুরা, এথেন্স, রোম ও জরুসলাম তাহার সাক্ষী। এই সকল নগর পূর্ব্বসীমা অতিক্রম করে নাই বটে, কিন্তু পরিবর্ত্তনের হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে অব্যাহতি পায় নাই। সপ্তগিরি-সম্বলিত রোম নগর পূর্ব্বতন সীমা অতিক্রম না করিলেও এখন আর রমুলসের রোম নাই। নগবেষ্টিত জরুসলাম আর দ্বিরডের জরুসলাম নহে এবং দিবোদাসের কাশী বরুণা, অসী ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী হইলেও আর পূর্ব্বভাবে অবস্থিত নাই। বোধ হয় ভূমণ্ডলে কাশীর ন্যায় প্রাচীনতম নগর আর দ্বিতীয় নাই, তথাপি প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এখানে প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের বিশেষ কোনও নিদর্শন প্রাপ্ত হন না। স্থানে স্থানে খনন দ্বারা পূর্ব্বকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই সকল ধ্বংসরাশি বিশ্লেষ করিয়া তৎসমকাল নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। মধুদৈত্য বা লবণের প্রতিষ্ঠিত মথুরাও বহুযুগের নগর। ঘটনাবিপর্য্যয়ে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, বিশেষতঃ যবন-উপদ্রবে ইহারও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখনও কংসরাজ্যের চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু শত্রুঘ্নের বা পরবর্ত্তী রাজন্য সকলের কিছু মাত্র নিদর্শন নাই। খনন দ্বারা ইহারও পুরাবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

পাঠিকারা হোমরের বর্ণিত ট্রয় বা ত্রয় নগরের কথা শুনিয়াছেন। ইহা খৃষ্টাব্দের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহার পত্তন-স্থান আবিষ্কার করিবার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া চেষ্টা হইতেছে। কয়েক বৎসর হইল ডাক্তার শ্লিমান্ (Dr. Schlimann) ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্থান খনন করিয়া আশ্চর্য্য রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ত্রয়ের পত্তন নয় বার হইয়াছে অর্থাৎ খনন দ্বারা নয়টী পৃথক্ পৃথক্ স্তর দৃষ্ট হইয়াছে। প্রথম স্তর পুরাবৃত্তের পূর্ব্ব যুগ। ইহার ধ্বংসাবশেষ অত্যন্ত প্রাচীন, তদ্দৃষ্টে কিছুই নির্ণয় করা যায় না। দ্বিতীয় স্তরে দুর্গপ্রাকার ও বৃহৎ বৃহৎ তোরণের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। তৃতীয় স্তর দ্বিতীয় স্তরের ধ্বংসরাশির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাহাতে অপর কোন বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় না। চতুর্থ ও পঞ্চম স্তর তৃতীয়ের অনুরূপ। ষষ্ঠ স্তর অতীব

রহস্তপূর্ণ। ইহাই প্রকৃত হোমর-বর্ণিত ত্রয় নগর। ধ্বংসাবশিষ্ট স্থান সকলের মধ্যে হোমর-বর্ণিত অনেক স্থান নির্ণীত করা যায়। সপ্তম স্তরে ত্রয় ধ্বংস হইলে পিজিসট্রেটসের * বন্ধু আর্কানক্স (Archœanax) তদুপরি যে নূতন পুরী নির্ম্মাণ করেন, তাহার প্রাকারাংশ ও গৃহাবশেষ সকল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। অষ্টম স্তরে গ্রীক গৃহ সকলের চিহ্ন সকল দৃষ্ট হয় এবং নবম স্তরে রোমীয় সভ্যতা ও উন্নতিজ্ঞাপক অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ত্রয় নগরের এ ধ্বংসাবশেষ স্তূপ সকল ব্যতীত আর কিছুই বর্ত্তমান নাই। মুস্যুর সিভালিওর (M. Chevalior) বলেন বর্ত্তমান বোনারবাচি গ্রামই ত্রয়ের ধ্বংসরাশির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা সমুদ্রতীর হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। নগোপরি বন্ধ উড্ধর বৃক্ষশ্রেণী অদ্যাপি ইলিয়নের ভয় দুর্গদ্বার হইতে স্কামান্দারনদের উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইতস্ততঃ মন্দিরাকৃতি স্তূপ সকল সমাধিক্ষেত্র পরিব্যঞ্জক মাত্র। অনেক স্তূপের মূলদেশ শত পদেরও অধিক। সিভালিয়র বলেন, এই সকল ত্রয়-যুদ্ধের বীরদিগের সমাধি। অজাক্স, হেক্তর, অখিলেশ, পেত্রক্লশ ও আর্ন্টিলোকস প্রভৃতি বীরগণ ইহাদেরই মধ্যে মহাশয়নে শয়ান আছেন। ত্রয়যুদ্ধ খৃঃ পূঃ ১৫০০—১০০০ অব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়।

প্রাচীন আসেরিয়ার অন্তঃপাতী বেবিলনিয়া প্রদেশে নিপ্পুর নামে একটী নগর ছিল। ইহা টাইগ্রিস ও ইয়ুফ্রেটীস নদদ্বয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। ইহা বহুকাল কালকবলে নিহিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ইতস্ততঃ অনেক ভগ্নাবশেষ স্তূপ সকল দৃষ্ট হয়। এই সকল স্তূপ খনন করিয়া সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, এই নগরও উপর্য্যুপরি অন্যূন সাতবার ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। উপরিভাগে যে সকল গৃহাদি নির্ম্মিত ছিল, তাহা খৃষ্টীয় ২০০ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। তন্নিম্ন স্তরে খৃঃ পূঃ আড়াই শত বৎসরের ধ্বংসচিহ্ন। তৃতীয় নিম্ন স্তরে রাজা অসুরবন পালের মন্দির-চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে। এই রাজা খৃঃ পূঃ ৬৬৮—৬২৬ অব্দে রাজত্ব করিতেন। তন্নিম্ন চতুর্থ স্তরে খৃঃ পূঃ ১২৫০ অব্দের ধ্বংসরাশি। পঞ্চম স্তর উররের সমকালীন খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দ। তন্নিম্নস্থ ষষ্ঠ স্তরের গৃহচিহ্ন সকল খৃঃ পূঃ ৩৮০০ অব্দের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই স্তরে একটী পুস্তকালয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ইতিমধ্যে ২৫,০০০ লিখিত পদক (tablets) প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার হিল্‌প্রেসট্ (Dr. Hillprecht) অনুমান করেন ন্যূনাধিক দেড় লক্ষ পদক প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। এই পুস্তকালয় ইলামাইট্ বা

* পিজিষ্ট্রেটস্ এথেন্সের রাজা ছিলেন। ব্যাসদেব যেমন বেদ সংগ্রহ করেন, সেইরূপ তিনি হোমরের কাব্য সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করেন।

য়িহুদী আদি পুরুষ এব্রাহামের শত বৎসর পূর্ব্বে ধ্বংস হইয়াছে। সর্ব্বশেষ স্তর ৩১ পাদ ভূনিম্নে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত প্রাচীন নিপ্পুর। তথায় কয়েকটী প্রাচীনতম ভগ্ন দেবমন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কর্ত্তা অনুমান করেন ইহা খৃঃ পূঃ ৬৭ সহস্র বৎসরের হওয়া সম্ভব। মথুরা ও কাশী এইরূপে খনন করিলে আরও প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন আবিষ্কার হওয়া সম্ভব।

স্নেহ।

স্নেহ নামটি বড় মধুর; বড় ভাবুকতা-পূর্ণ। ইহা কবির কল্পনা-কুসুমতরু, ভাবুক-হৃদয় নির্ঝরিণীর স্বর্গীয় স্রোত। কবি! তুমি তোমার অক্লান্ত পক্ষে উড্ডীয়মান হইয়া নক্ষত্রাবলীর ভুবনমোহনরূপে মোহিত হইয়াছ; কখন কখন বন-বিহঙ্গের তানে মুগ্ধ হইয়া উদ্ভ্রান্তচিত্তে বিচরণ করিয়াছ, অস্ফুটন্ত ভাবের মধুর মিলনে তোমার কল্পনা সঙ্গিনীকে কি ভূষিত করিবে না? ধর্ম্মরত পবিত্রচিত্ত সাধু! তুমি ধর্ম্মসাধনার নিমিত্ত কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ, কত পূজা হোম যাগ যজ্ঞ করিয়াছ; একবার কি এই ভাবে মোহিত হইয়া তোমার ধর্ম্মসাধনার চরম উৎকর্ষ লাভ করিবে না?

অই দেখ রোগগ্রস্তা মাতা শরীরের অসহনীয় যন্ত্রণায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বেদাভিষিক্তদেহে স্নেহপুত্তলী কিসে সুখী হইবে, কিসে তাহার নয়নমণি হৃদয়ের ধন সুস্থশরীরে থাকিবে, এই চিন্তায় দিবারাত্র নিমগ্না। এই মা কখন কখন তুহিনাবৃত হিমানীপ্রদেশে প্রফুল্লহৃদয়ে যাবতীয় শীত-বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া প্রাণপ্রতিমার দেহখানি আবরিত করিতেছেন! অবিরত তুষারপাত! ব্যাত্যা-বিতাড়িত প্রচণ্ড শীত! এই প্রচণ্ড দুর্যোগে স্নেহ-তরঙ্গিণীর অতলতল-নিমগ্না মাতা সন্তানরক্ষার্থ স্বীয় হৃদয়খানি উৎসর্গ করিতেছেন!! স্বার্থত্যাগের কি অলন্ত উদাহরণ!! এই কলুষময় সংসারে যদি কাহারও হৃদয়ে স্বর্গীয় জ্যোতির কণামাত্র বিরাজ করে, তবে সে মাতার কোমল হৃদয়ের ঐ নিভৃত কন্দরে। সেই কন্দর হইতে এই স্নেহধারা চিরকালই সমভাবে তটিনীর খরস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া স্বার্থান্ধ অপবিত্র মানবের মোহান্ধ মনে সর্ব্বস্নেহ-পূর্ণাকরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিবে।

ঐ দেখ আর একটি স্নেহ-গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া দুইটি অপূর্ব্ব স্নেহপুত্তলী স্নেহের প্রভা বিকিরণ করিয়া দণ্ডায়মান—ভ্রাতা ভগিনী। এই স্থানে কবি! তোমার কবিত্বের পূর্ণবিকাশ। স্নেহের অনন্ত-ধারা শতমুখে প্রবাহিত হইয়া এক স্থানে মিশিয়াছে। কবি! তুমি তারা-ফুলহৃদয়ের

মিলন দেখিয়া নীরবে প্রেমাশ্রুপাত করিয়াছ, ময়ূরদম্পতীর নৃত্য দেখিয়া হৃদয়ানন্দে আপ্লুত হইয়াছ ; একবার এই স্বর্গীয় স্নেহপট তোমার হৃদয়সমীপে ধারণ করিয়া কল্পনার আর একটি স্বর্গদ্বার উন্মোচন কর। আহা! ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধটি কি মধুর, শৈশবাবধি একত্র আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশনে হৃদয় মধ্যে এক নৈসর্গিক মধুর স্নেহহার গ্রথিত হয়। যিনি এই পুষ্পহার গলদেশে ধারণ করিয়াছেন, যিনি কখনও কাহাকে স্নেহ-দানে স্বর্গের অপূর্ব্ব ছায়া বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, তিনি এই অনন্ত স্নেহভাণ্ডার—ভ্রাতা ভগিনীর অনন্ত স্নেহের পবিত্রতা, নির্ম্মলতা প্রভৃতি যাবতীয় গুণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। সংসারে যদি কিছু সুখ থাকে, যদি কিছুতে পবিত্রতার নির্ম্মল জ্যোতি এই পাপকুহকময় স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ভ্রাতা ভগিনীর হৃদয়ক্ষেত্রে। এই সুবাসিত স্নেহ-কুসুমের গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত, মানব মুগ্ধ, কবিকল্পনা নবরসে আপ্লুত। যতদিন সৃষ্টি থাকিবে, ততদিন এই স্নেহ মোহান্ধ ভোগ-রত সংসারকীটদিগের স্মৃতিপথে অনন্ত প্রেমাধারের অনন্ত স্নেহ-স্মৃতি জাগরিত করিবে।

কুমারবিক্রম মজুমদার।

মহাকবি মধুসূদনের মৃত্যুৎসব।

গত ২৯এ জুন কলিকাতা লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধিক্ষেত্রে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের ৩২ সাম্বৎসরিক উৎসবে শতাধিক নানাজাতীয় নানা-শ্রেণীস্থ লোক মিলিত হইয়া তাঁহার স্মরণার্থ উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। মিরর-সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, মাইকেলের জীবনচরিত-লেখক বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ বক্তৃতা করেন। একটী বিশেষ শুভ লক্ষণ—মুসলমান ভ্রাতারা বাঙ্গালাকে মাতৃভাষা বলিয়া বঙ্গকবির গৌরববর্দ্ধনে দিন দিন অধিক সংখ্যায় সমবেত হইতেছেন। তাঁহাদের একজনের পঠিত একটী কবিতা সাদরে নিম্নে প্রকটিত হইল, ইহার ভাব, ভাষা, ছন্দোবন্ধ সকলই অতি প্রশংসনীয়।

১

এস ভাই হিন্দু, এস মুসলমান,
　ভক্তিপূর্ণহৃদে এস আজি সবে,
কর্ত্তব্য মোদেরে ডাকিছে গম্ভীরে,
　এস ভাই এস এ মহা উৎসবে।
আষাঢ়ের নব জলদ-আহ্বানে
　এস ভ্রাতৃবৃন্দ শ্রীমধু-শ্মশানে,
　　বর্ষিতে শোকাশ্রু আজি ;
　অর্পিতে তাঁহারে ভক্তি-উপহার,
　দেও কবিবৃন্দ বীণায় ঝঙ্কার,
　সমীর এনেছে সৌরভের ভার,
　　ফুটেছে কুসুমরাজি।

সবারি হৃদয়ে বিষাদের স্মৃতি,
সবারি হৃদয়ে ভক্তি-প্রেম-প্রীতি,
সবাই মেতেছে, সবাই জেগেছে
আজি এ মহোৎসবে ;
আকাশে দেবতা বর্ষিছে কুসুম,
বঙ্গকবিদের ভাঙ্গিয়াছে ঘুম,
শোক-গাথা গাহে সবে।
গাইছে কোকিল বিষাদের গান,
ধরেছে পাপিয়া হৃদয়ের তান,
গাইতেছে শ্যামা মাতায়ে পরাণ,
দয়েল কাতর রবে।

২

বঙ্গের অতুল কবি!
ছেড়ে গেছে ধরা হ'ল বহুদিন,
আজো তব শোকে হ'য়ে বিমলিন,
বরষে আসার, সবে অনিবার,
স্মরি তব প্রেম-ছবি।
তোমারি শ্মশানে, মিলি এক প্রাণে,
জাতীয় সমাজ গড়িয়া যতনে,
জাতীয় সঙ্গীত গা'ব একতানে,—
উদিবে নবীন রবি।

৩

তুমিই যতনে এ মৃত ভাষায়
দিয়েছিলে নব-প্রাণ,
তাই কবি-কণ্ঠে বীণার ঝঙ্কারে,
আজিও উঠিছে তান!—
তাই বর্ষে বর্ষে দীন বঙ্গকবি
তোমারি শ্মশানে আসি,
স্মরিয়া তোমারে পূজিছে মায়েরে,
জাগাতে স্বদেশবাসী।

৪

তোমারি চরণে বরষে বরষে
বরষি নয়ন-জল,
তোমারি ভাবেতে বিভোর হইয়া
লভিব নূতন বল!
তোমার ভাষায় গাইব গীতিকা,
গাঁথিব হরষে সুচারু মালিকা,
পরাতে মায়ের গলে ;
হিন্দু-মুসলমান দ্বেষ-হিংসা ভুলি,
এস সবে মিলি করি কোলাকুলি
মায়ের চরণতলে।

৫

হা মধুসূদন!
আমাদের লাগি অকাতরে তুমি
ক'রেছ কত না শ্রম,
কৃতঘ্ন আমরা চিনিনি তোমারে
নিদয় নিঠুর-সম!
আজি ক্ষুণ্ণ প্রাণে তব এ শ্মশানে
এসেছি কাঁদিতে সবে,
জানি না হে তুমি ত্রিদিব হইতে
কি ভাবে মোদেরে লবে।

৬

সদা অনাদরে বিষণ্ণ অন্তরে
যাপিয়াছ ও জীবন,
দারিদ্র্য-পীড়নে নিপীড়িত হ'য়ে
ত্যজিয়াছ এ ভুবন!
অসহায় তব তনয় দুইটি,
ক্ষুধায় কাঁদিল যবে,
দেখিনি আমরা তুলিয়া নয়ন,
এক মুষ্টি অন্ন দিইনি তখন,
ছি! মোরা কৃতঘ্ন ভবে।

৭

হা মধুসূদন!
কে আছে এ বঙ্গে তোমার সমান?—
কবিকুলেশ্বর তুমি মহাপ্রাণ,
স্বভাবের শিশু তুমি;
তব মেঘনাদ সাহিত্য-গগনে
শোভিছে অতুল, সোণার কিরণে
উজলিয়া বঙ্গভূমি।
তব ব্রজাঙ্গনা প্রেমের ঝরণা,
তব তিলোত্তমা চির নিরুপমা,
কি সুধা বরষে প্রাণে!
সে সৌন্দর্য্য-প্রভা জগমনোলোভা,
চরিত মধুর স্বরগের শোভা
কি স্বপ্ন হৃদয়ে আনে!
যে অমৃত-স্রোত সঞ্চারিলে তুমি
এ মৃত ভাষার প্রাণে,
একবিন্দু তার লভি এই কবি
আপনারে ধন্য মানে!

৮

হা মধুসূদন!
তব জন্মভূমি না হ'য়ে এ বঙ্গ
হ'লে অন্য স্থান, হ'ত তীর্থ-অঙ্গ—
হ'ত পূত পুণ্যভূমি!
ধন্য কবি! ধন্য তোমারি শকতি,
শত ধন্য তব স্বদেশ-ভকতি,
মরিয়া অমর তুমি!

৯

তোমার অভাবে আজি বঙ্গমাতা
মৃতপ্রায় অচেতন,
ডাকিলে উঁহারে না দেন উত্তর,
না মেলেন দুনয়ন।
আজি দুঃখমনে উঁহারি চরণে
পড়িব লুটিয়া সজলনয়নে,
কাঁদিব আকুলপ্রাণে;
হৃদয়ের দুঃখ, মরম-বেদনা,
শতবর্ষব্যাপী অশেষ যাতনা,
নাশিব দীপক-তানে।

১০

তোমারি প্রসাদে লভি নব বল
গাইব দীপক গান,
দুঃখিনী মায়ের মৃত জড় দেহে
সঞ্চারিব নবপ্রাণ!
বল দেব! বল বারেক আমায়
হেন দিন কবে হ'বে,
যখন মায়ের অযুত সন্তান
জাগিয়া উঠিবে সবে?
কবে তারা নিজ-অভাব বুঝিবে,
উন্নতির পথে কবে বা ছুটিবে,
ঘুচাতে মায়ের দুখ?
কবে বা ঘুচিবে কোটি কু-আচার,
কবে ঘুচে যাবে স্বার্থ-অন্ধকার?
হিন্দু-মুসলমান হয়ে একপ্রাণ
উজলিবে মার মুখ!

১১

তুমি মহাকবি কর আশীর্ব্বাদ,
ঘুচুক বঙ্গের যত অবসাদ,
ঘুচুক কুয়াসা ঘোর!
ঘুচুক আলস্য, ঘুচুক জড়তা,
ঘুচুক সুষুপ্তি, মোহ দুর্ব্বলতা,
হউক তামসী ভোর!
ভাই ভাই মোরা মিলি প্রাণে প্রাণে,
আসিয়াছি আজ তোমার শ্মশানে

ফেলিতে নয়ন-লোর!
তোমারি শ্মশান হ'ক পীঠস্থান,
উঠুক জাগিয়া হিন্দু-মুসলমান—
দুঃখিনী মায়ের যতেক সন্তান—
পরিয়া একতা-ডোর!
'জয় ভগবান্' ভারত-বিধাতা,
বল ভাই সবে 'জয় বঙ্গমাতা',
'শ্রীমধুসূদন ত্রিদিব-দেবতা'
উঠুক বিজয়-রোর।

কড়েয়া সাহিত্য-সমিতি।
কায়কোবাদ।

মহাত্মা তুলসীদাস।

এলাহাবাদ জেলার অন্তঃপাতী যমুনার উপকূলে রাজাপুর গ্রামে সম্বৎ ১৫৮৩ অব্দে মহাত্মা তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ—সংস্কৃত ভাষায় ও শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার বাল্য-জীবনবৃত্তান্ত বিশেষ জানিবার উপায় নাই। কথিত আছে যৌবনকালে বিবাহ হইয়া অবধি তাঁহার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্তি প্রদর্শন করিতেন, এমন কি ক্ষণমাত্র তাঁহাকে না দেখিলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। বিবাহ অবধি কথনও তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠান নাই। তাঁহার শ্বশুর তজ্জন্য সর্ব্বদা ক্ষোভ করিতেন এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াও কন্যাকে নিজ-ভবনে আনিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে স্ত্রীর নিজের অনুরোধ উপরোধও কোনও কার্য্যের হয় নাই। একদা বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তিনি দূরস্থ হাটে গিয়াছিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার শ্যালক আসিয়া ভগ্নীকে স্বীয় আলয়ে লইয়া যান। তুলসী প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমস্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তদ্গতভাবে বসিয়া দুঃখ ও পরিতাপ করেন। পরিশেষে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিতে কৃতসংকল্প হন। বিষম বর্ষাকাল। গগনমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, যমুনায় বন্যা আসিয়া দুকূল প্লাবিত করিয়াছে, গাঢ় অন্ধকারে পার্শ্বস্থ পদার্থও দৃষ্ট হয় না। তুলসীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। ভিজিয়া ভিজিয়া অন্ধকারে সন্তরণ দ্বারা শববদ্ধ বংশদণ্ড অবলম্বন করিয়া মহানদী যমুনা পার হইলেন এবং বহুকষ্টে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। গৃহের দ্বার বদ্ধ, নিশীথ-সময়, বিশেষতঃ ঈদৃশ দুর্যোগে ডাকিয়া সাড়া পাইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাটীমধ্যে প্রবেশ করিতে সংকল্প করিয়া বাটী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রীর শয়ন-গৃহের পশ্চাৎ দেওয়ালে একটা প্রকাণ্ড কালসর্প ঝড় বৃষ্টি হইতে আশ্রয় লইয়া

রহিয়াছে। তাহার অগ্রদেশ বিবরমধ্যে নিহিত এবং দীর্ঘ পুচ্ছ প্রাচীরদেশে লম্বমান। বিদ্যুদালোকে রজ্জুবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। মোহবিহ্বল তুলসী রজ্জুভ্রমে সর্পপুচ্ছ ধারণ করিয়া প্রাচীরে উঠিলেন এবং লম্ফ দিয়া বাটীর মধ্যে নিপতিত হইয়া স্ত্রীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এই দশা প্রমত্ত বিল্বমঙ্গলেরও ঘটিয়াছিল। চিন্তামণির বিরহ অসহ্য হওয়াতে সেও এইরূপ দুর্য্যোগে ও নিশীথে শবাবলম্বনে নদী পার হইয়া ও সর্পপুচ্ছ ধারণপূর্ব্বক চিন্তামণির কুটীরে প্রবিষ্ট হয়। চিন্তামণি তদবস্থ বিল্বমঙ্গলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া-যেমন তাঁহার নবজীবন লাভের সহায়তা করিয়াছিল, তুলসীপত্নীও স্বামীর ধর্ম্মজীবন লাভের তদ্রূপ সহকারিণী হইয়াছিলেন। হঠাৎ স্বামীকে তদবস্থ দেখিয়া তুলসীপত্নী চমকিয়া উঠিলেন এবং পরিশেষে চিনিতে পারিয়া মিষ্টভৎসনা করিয়া বলিলেন "ছিছি! আমার এই অকিঞ্চিৎকর অস্থিমাংসময় নিরয়-দেহের জন্য আপনার এত আকিঞ্চন? যদি নিস্তারকর্ত্তা প্রভু রামের জন্য এরূপ আগ্রহী হইতেন, তাহা হইলে এতদিনে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন।" স্ত্রীর এই যুক্তিযুক্ত বাক্যে তুলসীর দিব্যজ্ঞান হইল এবং "তুমি ঠিক বলিয়াছ" বলিয়া তৎক্ষণাৎ বৈরাগ্যপূর্ণ ভাবে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পার্থিব অনিত্য প্রেমের উপশান্তি হইল—প্রতিঘাতে নিত্য পূতপ্রেমে হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল। তুলসী ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক হইলেন—তুলসী উদাসীন হইলেন। তিনি শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্ত পদব্রজে গমনপূর্ব্বক একবারে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীরামের প্রতি অচলা ভক্তি লাভের জন্য বিশ্বেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর বরাহক্ষেত্রে গমন করিয়া তথায় মনোমত গুরু লাভ করিতে সক্ষম হন এবং তাঁহার নিকট অধ্যাত্ম রামায়ণ অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন পরে পুনর্ব্বার কাশীধামে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্বমত তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হন এবং মহাত্মা বাল্মীকির ন্যায় রাম-নামে সিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাম-সীতাবিগ্রহ ও মহাবীরের মূর্ত্তি অদ্যাপি এখানে বিদ্যমান আছে। যেখানে রামায়ণ পাঠ হইত, তিনি সেইখানেই গমন করিতেন এবং শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া ভক্তিভাবে গদ্‌গদ হইতেন। সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ সাধারণের জন্য তিনি হিন্দিতে রামায়ণ রচনা করেন। হিন্দুস্থাননিবাসী—বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থ লোকদিগের ইহা অতীব আদরের সামগ্রী।

মহাত্মা তুলসীদাসের আশ্রম ভাদানিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ স্থানটী মণিকর্ণিকা হইতে ন্যূনাধিক এক ক্রোশ দক্ষিণ এবং লোলার্ক কুণ্ডের সন্নিহিত গঙ্গার তীরবর্ত্তী। কাশীর অন্তর্গত হইলেও ইহা তখন বিজনকাননসঙ্কুল ও বন্য জন্তুর আলয় ছিল। সাধু যতিগণ পবিত্র কাশীধামে মলমূত্র

পরিত্যাগ নিষিদ্ধ বলিয়া নগরের প্রান্ত-ভাগে অবস্থিতি করেন এবং অনেকে গঙ্গার অপর পারে গিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করেন। মহাত্মা তুলসীদাসও তদনুশাসনে, প্রত্যহ গঙ্গা পার হইয়া রামনগরে গিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ছিল। ইহার দৈর্ঘ্য সওয়া হস্ত ও প্রস্থ অনধিক এক হস্ত। তদুপরি আরোহণ করিয়া তিনি গঙ্গা পার হইতেন। এই পরিমাণের একখানি জীর্ণ ভগ্ন ক্ষুদ্রতরী ও এক যোড়া খড়ম অদ্যাপি তাঁহার মঠে রক্ষিত আছে। যাত্রী ও দর্শকদিগকে ইহাই তাঁহার ব্যবহৃত নৌকা ও খড়ম বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও পরম ভক্ত ছেত্তি টোডরমল্ পর্ণকুটীরের স্থানে ত্রিতল পাষাণময় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অধুনা পাষাণগৃহের কিয়দংশ গঙ্গাগর্ভসাৎ হওয়াতে তদুত্তরে ইষ্টকময় গৃহাংশ সংযুক্ত করা হইয়াছে৷ এখানে প্রতি বৎসর যথাসময়ে রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার অভিনয় হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে বিলক্ষণ ব্যয়-ব্যসনও হইয়া থাকে। শতাধিক বিদ্যার্থী ছাত্র এখানে অবস্থানপূর্ব্বক নিয়মিত অধ্যয়নাদি করিয়া থাকে। মঠ বা গৃহটী প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর, গঙ্গার অব্যবহিত উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সমধিক সুন্দর ও রমণীয়। গঙ্গার উপরে তুলসী-ঘাটও অতি সুন্দর।

মঠ হইতে ন্যূনাধিক অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে তুলসীর তপোবন। তথায় ইন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত উদ্যানমধ্যে সঙ্কটমোচন মহাবীর-বিগ্রহ। অধুনা পঞ্চায়েৎমণ্ডলী তদুপরি দিব্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রতি শনিবারে ও মঙ্গলবারে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। এখানে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে, তাহার শাখা প্রশাখা ও ঝুরি অনেক দূর বিস্তৃত, ছায়াতলে বসিলে বড়ই স্নিগ্ধ বোধ হয়। সম্প্রতি গুরুপ্রসাদ শুকুল নামে একজন বৃদ্ধ ভক্ত ইহার মূল বাঁধাইয়া দিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং মহাবীরের সম্মুখেও শ্রীরামের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যাত্রিগণ ও সাধারণের সুবিধার জন্য তথায় একটী পুষ্করিণীও খনন করিতেছেন। স্থানটী স্বভাবতঃ মনোহর, তাহার উপর এই সকল কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আরও মনোহর হইয়াছে।

মহর্ষির জন্মদিন।*

১৭ই মে, ১৯০৫।

দূরে থাক্ কোলাহল, বৃথা আড়ম্বর—
বাক্যজাল-বিজড়িত পূজা আয়োজন।
মৌন ভক্তি-ধারা আজ ভেদিয়া অম্বর
করিয়াছে পূর্ণ এই সমাধি-প্রাঙ্গণ।

* হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের সমাধি-প্রাঙ্গণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিস্তম্ভপার্শ্বে বসিয়া লিখিত।

ভ্রান্ত জগতের একি চেষ্টা ভ্রান্তিময়,
চিরজীবিতের মৃত্যু করিতে প্রমাণ—
ভব-নাট্যে কেন হেন মিথ্যা অভিনয়?
মিথ্যা ল'য়ে কে পেয়েছে সত্যের সন্ধান?
নিত্য তব জন্মদিন—নিত্য তব গান
পূর্ণ করে অনন্তের আরতি মঙ্গল,
যে টুকু অপূর্ণ থাকে হে দিব্য মহান্!
সেও তব মহত্বের অযাচিত ফল!
এ বিজনে তব নামে জাগিয়াছে প্রাণ—
শুষ্ক পত্রসম দূরে থাক্ কোলাহল।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রফুল্ল।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে চারিটি স্তর আছে। দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, রজনী ও চন্দ্রশেখরকে প্রথম স্তরের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরাকে দ্বিতীয় স্তরের, রাজসিংহকে তৃতীয় স্তরের এবং আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামকে চতুর্থ স্তরের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

আমরা প্রতিভাশালী ও সূক্ষ্মদর্শী লেখকদিগের উপন্যাসগুলি চিন্তাপূর্ণ অন্তরে পাঠ করিলেই দেখিতে পাই সাধারণতঃ উহা চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ নূতন শিক্ষা প্রবর্তন ও সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে কতকগুলি সামাজিক আদর্শ আসিয়া উপস্থিত হয়, অথচ সেই আদর্শের অনুরূপ কোন চরিত্র কিম্বা কোন ঘটনা সমাজে পরিলক্ষিত হয় না; অথবা কদাচিৎ কোথাও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী লেখকগণ তাঁহাদের বিচিত্র প্রতিভাবলে সেই সকল ছায়া-শরীরী আদর্শেরই কায়া নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারা তাঁহাদের আশ্চর্য্য কল্পনাশক্তিতে উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মধ্যে ঐ সকল আদর্শকে এমন উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট করিয়া তোলেন যে, শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যান, এবং ঐ সকল উপন্যাস বর্ণিত নায়ক নায়িকার আদর্শে সমাজ সংগঠনে প্রবৃত্ত হন।

দ্বিতীয়তঃ সমাজে প্রতিনিয়ত যে সকল দৃশ্য দেখা যাইতেছে, যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইতেছে; শক্তিশালী লেখকেরা তাহাই কাব্য এবং উপন্যাসে মনোজ্ঞ ছবির ন্যায় অঙ্কিত করিয়া তোলেন।

তৃতীয়তঃ অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সকল ঘটনা, চরিত্র ও চিত্রের বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে, প্রতিভাশালী লেখকেরা তাহারই দু একটি ঘটনা, চরিত্র ও চিত্র অবলম্বনপূর্ব্বক কল্পনাকৌশলে ও বর্ণনা-

চাতুর্য্যে এমন অপূর্ব্ব উপন্যাস প্রণয়ন করেন যে, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, যেন তন্মধ্যে অকস্মাৎ কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মায়া-প্রভাবে ইতিহাসের নির্জ্জীব চিত্রগুলিই সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্থ, যে সকল ভাব ও ঘটনা বিপুল সমাজের কোথাও পরিলক্ষিত হয় না, কোনও ব্যক্তির কল্পনায় উদিত হয় না, অথচ সেই সকল অভিনব ভাব ও ঘটনায় কবির কল্পনা উদ্দীপিত এবং হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠে, কবি সেই সকল অভিনব ভাব ও ঘটনাকে আদর্শ করিয়া কাব্য এবং উপন্যাস রচনা করেন। উক্তরূপ কাব্য উপন্যাস আমাদের নিকট কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু কবিরা মনে করেন সমাজ ঐ সকল উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রকে আদর্শ করিয়াই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে; এবং ভবিষ্যতে উক্তরূপ চরিত্র সমাজে বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হইবে।

আমরা উপন্যাসের এই যে চারিটি সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে এই সংজ্ঞা দ্বারা বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, তাঁহার উপন্যাসের চারিটি স্তর আছে; এবং সেই চারিটি স্তরের মধ্যে দেবী চৌধুরাণী চতুর্থ স্তরের অন্তর্গত, কারণ দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের মধ্যে প্রফুল্লের চিত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এমন কি প্রফুল্লকে ত্যাগ করিলে দেবী চৌধুরাণীর কোন মূল্যই থাকে না। অথচ প্রফুল্লের ন্যায় রমণী বাঙ্গলা দেশের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এরূপ চিত্র এক বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্গালীর কল্পনাতেও উদিত হয় নাই। তদ্ভিন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব পাঠ করিলেই দেখা যায়, তিনি শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী—মানবের এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তির বিকাশ ও উন্নতিকেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব বলিয়া মনে করিতেন। তজ্জন্য তাঁহার কল্পিত আদর্শ রমণী প্রফুল্লের চরিত্রে চতুর্ব্বিধ বৃত্তির বিকাশই প্রদর্শন করিয়াছেন। কাজেই প্রফুল্লের চিত্র তাঁহার নূতন সৃষ্টি বলিতে হইবে। তা ছাড়া দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে যে কয়েকটী পুরুষ ও নারীর চিত্র আছে, তন্মধ্যে সাগর, ব্রজেশ্বর, ব্রজেশ্বরের পিতা এবং ভবানীঠাকুরই উল্লেখ-যোগ্য।

ইহাদের মধ্যে সাগর সুন্দরী, সুরসিকা, সুচতুরা ও বুদ্ধিমতী বালিকা, এবং তাহার হৃদয় সরলতা, সহৃদয়তা ও স্নেহ করুণা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিতা বটে; কিন্তু সে সকল সদ্‌গুণ কোনও কাজেই আসে না। সে বড়লোকের একমাত্র মেয়ে; বাপের বাড়ীতেই আমোদ আহ্লাদে দিন কাটায়; কখনো কখনো সখ করিয়া স্বামীর কাছে আসে। কিন্তু বড় লোকের মেয়ে বলিয়া কেহই তাহাকে কাজ কর্ম্ম করিতে বলে না। তবে মানুষের একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকাও দায়, সেইজন্য সে কখনো পান সাজে,

কখনো ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে রূপকথা শোনে, কখনো নয়ন-বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে,—তাহাকে 'কালপেঁচা' বলিয়া গালাগালি করে।

তৎপরে ব্রজেশ্বরের পিতা;—তিনি সেকালের একজন সুচতুর বুদ্ধিমান্ বিষয়ী; প্রয়োজন হইলে পুত্রবধূকে ঝাঁটা মারিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থাও করিতে পারেন; স্বার্থ এবং অর্থের জন্য উপকারী ব্যক্তির অনিষ্ট করা যে কেন অন্যায়, তাহারও কারণ খুঁজিয়া পান না। চিত্রের হিসাবে ব্রজেশ্বরের পিতার চরিত্র উজ্জ্বল এবং পরিস্ফুট; তাঁহার কথা পড়িতে পড়িতে একজন সে কালের সুচতুর বিষয়ীকে যেন জীবন্ত প্রত্যক্ষ করা যায়।

তদ্ভিন্ন ব্রজেশ্বরকে লেখক যতই সাহসী, নির্ভীক ও তেজস্বী বলিয়া বর্ণনা করুন না কেন, এবং তাহার সকল অপরাধ, সকল ত্রুটি পিতৃভক্তির উপর চাপাইয়া দিন না কেন, ব্রজেশ্বর কিছুতেই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না। ভবানীঠাকুরের প্রতিভা আছে, পাণ্ডিত্য আছে, শক্তি আছে,—তিনি পরোপকারী, এ সকলই সত্য; কিন্তু তথাপি তাঁহার চরিত্রকে আদর্শ চরিত্র বলা যাইতে পারে না। গো-বধ করিয়া ব্রাহ্মণকে জুতা দান করিলে দানের ফল অপেক্ষা হত্যার পাতক যে অনেক বেশী, তাহা সূক্ষ্মদর্শী লেখক অতি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেইজন্য তিনি ভবানীঠাকুরকে সহজে নিষ্কৃতি দেন নাই; গ্রন্থকার গ্রন্থের উপসংহারে লিখিয়াছেন "ভবানীঠাকুর" মনে করিল, "আমার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন।" এই ভাবিয়া ভবানীঠাকুর ইংরাজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একরার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজ হুকুম দিল, "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস।" ভবানীঠাকুর প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।"

পাঠকেরা বলিতে পারেন, ইহাতেও ভবানীঠাকুরের মহত্বই বৃদ্ধি হইল। তাহা সত্য। কিন্তু ভবানীঠাকুরের ডাকাতি কাজটা যে গ্রন্থকার সমর্থন করেন না, তাহাও বুঝা গেল। সুতরাং স্বয়ং গ্রন্থকারই যখন ভবানীঠাকুরের সকল কাজ সমর্থন করিতে পারেন না, তখন আমরাই বা তাঁহার চরিত্রকে উন্নত চরিত্র বলিব কিরূপে?

অতএব দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে গ্রন্থকার একমাত্র দেবী চৌধুরাণীর চরিত্রকেই আদর্শ চরিত্র বলিয়া মনে করিয়াছেন। সেই জন্যই গ্রন্থকার গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার সময় লিখিয়াছেন,—এখন এসো প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, "আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্যমাত্র। আমি কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিয়াছি—"

এখন দেখা যাউক প্রফুল্লের চরিত্রে

আদর্শ রমণীর কি কি লক্ষণ বিদ্যমান আছে। অনেকে হয়ত বলিবেন, যে যে ডাকাতির জন্য ভবানীঠাকুরের তুল্য জ্ঞানী ও পরোপকারী ব্যক্তির প্রশংসা করিতে পারা যায় না, সেই ডাকাতির জন্য প্রফুল্লকেও ধর্ম্মশীলা নারী বলা যাইতে পারে না। এ কথার উত্তর স্বয়ং গ্রন্থকারই দিয়াছেন। যখন ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বলিল "মনের মন্দিরের ভিতর সোণার প্রতিমা গড়িয়াছিলাম—আমার সেই প্রফুল্লের এই বৃত্তি।"

প্রফুল্ল বলিল, "কি ডাকাইতি করি ?"

ব্রজেশ্বর। কর না কি ?

প্রফুল্ল বলিল "আমি ডাকাইত নই। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি, আমি কখন ডাকাইতি করি নাই। কখন ডাকাইতির এক কড়া পাই নাই। তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে শিখিতেছিলাম—শিখিতে পারি নাই; তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ—তুমিই একমাত্র আমার দেবতা। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি—আমি ডাকাইত নই।"

প্রফুল্ল যে ডাকাইত নয়, তাহা বুঝা গেল। কিন্তু তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব কি, তাহাই দেখা যাউক। প্রফুল্লের জীবনে একটি প্রশংসার বিষয় এই যে, তাঁহাকে শ্বশুর ত্যাগ করিয়াছেন, স্বামীও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; কোন দিন যে গ্রহণ করিবেন তাহারও আশা নাই; এরূপ অবস্থায় প্রফুল্ল শারীরিক শক্তিতে শক্তিশালিনী, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ও শত সহস্র লোকের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াও একদিনের জন্য স্বামীকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; স্বামীর কথা স্মরণ হইলেই অশ্রুতে তাহার গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া যাইত; স্বামীর ভালবাসার নিকট শাস্ত্রচর্চ্চা, ধনৈশ্বর্য্য, লোকানুরাগ সকলই তুচ্ছ বোধ হইত। প্রফুল্লের এই যে পতি-ভক্তি, ইহা প্রত্যেক রমণীরই অনুকরণ-যোগ্য, এই পাতিব্রত্য ধর্ম্মে প্রফুল্ল যথার্থই রমণীকুলের আদর্শস্থানীয়া।

তদ্ভিন্ন প্রফুল্ল সংসারধর্ম্মপালনেও নারীকুলের আদর্শস্থানীয়া। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল। সংসারের সকলকে সুখী করিল।" কেবল তাহাই নহে। "প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিল, প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল; তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম, অথচ কর্ম্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী।"

কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, পতি-ভক্তিতে এবং সংসারধর্ম্মপালনে প্রফুল্ল যে এক-জন আদর্শ রমণী, তাহা যেন বুঝিতে পারিলাম; তজ্জন্য তাঁহাকে মল্লযুদ্ধ শিখাবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? মহা আড়ম্বরের সহিত বেদ বেদান্ত দর্শন বিজ্ঞান শিখাইবারই বা কি দরকার

হইয়াছিল, নানাপ্রকার কঠোর সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ডাকাইতদিগের রাণী-পদে ব্রতী হইবারই বা কি আবশ্যক ছিল? হিন্দুসমাজের অনেক রমণীই ত আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বামীকে ভালবাসিয়া থাকেন; নিঃস্বার্থভাবে পরিবারের সমস্ত লোকের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন; সে জন্য ত কুস্তি কিম্বা মল্লযুদ্ধ শিক্ষারও প্রয়োজন হয় না; মহা আড়ম্বরের সহিত কৃচ্ছ্রসাধনও আবশ্যক হয় না। তবে সুশৃঙ্খলভাবে গৃহধর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য জ্ঞানালোচনা আবশ্যক বটে। কিন্তু তথাপি প্রত্যেকরই যোগ্যতা ও শক্তি অনুসারে কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হওয়া আবশ্যক। একজন পুরুষ যদি শঙ্করাচার্য্যের মত জ্ঞানী, অর্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা এবং চৈতন্যদেবের ন্যায় ভক্ত হইয়া কলিকাতার কোনও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সাহেবের আপীশের বড় বাবু হইয়া মাসে চারি পাঁচ শত টাকা উপার্জ্জন করেন, এবং পরিবার পরিজনকে সুখে রাখেন, তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করা হয়। কিন্তু গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করা সত্ত্বেও আমাদের যেমন বলিতে ইচ্ছা হয়, লোকটির অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ রণবিদ্যা ও অতুলনীয় ধর্ম্মজ্ঞান বৃথাই গেল,—কোন কাজেই আসিল না;—তেমনি বলিতে ইচ্ছা হয় প্রফুল্লের নানা-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, মল্লযুদ্ধে পারদর্শিতা ও তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভা বৃথাই গেল।

কিন্তু এই অভিযোগেরও একটা উত্তর দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থখানি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, রমণীর যতই শক্তি থাকুক না কেন, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, পতিসেবা, সন্তানপালনই রমণীর পক্ষে স্বাভাবিক; তদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই নারীর নারীধর্ম্ম রক্ষা হয় না, এবং প্রকৃত ধর্ম্ম-পরায়ণা, সুশীলা রমণী তাহাতে আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। প্রফুল্ল যুদ্ধ শিখিলেন, শাস্ত্রালোচনা করিলেন, নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনে সিদ্ধিলাভ করিলেন, ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী এবং শত সহস্র লোকের কর্ত্রী হইলেন;—কিন্তু কই, কিছুতেই ত সুখ পাইলেন না; তাঁহার নারীহৃদয়ের পবিত্র আকাঙ্ক্ষা ত আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইল না! তৎপরে ঐ সকল বর্জ্জন করিয়া যখন স্বামিগৃহে গমন করিলেন, তখন স্বামীকে ভালবাসিয়া, শ্বশুর শ্বশুড়ীর সেবা করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

এই বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। রমণীর পক্ষে যে গৃহধর্ম্ম পালন করাই স্বাভাবিক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ রমণীর পক্ষে বিশেষ বিধিও আছে। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন কি পুরুষের পক্ষেও উচিত নয়? কিন্তু বুদ্ধ চৈতন্য তাহা পালন করেন নাই বলিয়া তাঁহারা অপরাধী নহেন। তাঁহারা অন্য দশ জন লোকের ন্যায়

সংসারী হইয়া বড় জোর যদি পাঁচ জন গ্রাম্য লোকের কিঞ্চিৎ উপকার করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর বেশী কি লাভ হইত? তাহা না করিয়া তাঁহারা সমগ্র জীবন দিয়া যে জগৎকে উন্নত করিয়া গেলেন—মানবের সম্মুখে মানবত্বের যে এক মহান্ আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহাতেই ত সংসারের প্রকৃত কল্যাণ হইল। এইরূপ রমণীদিগের সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, অশোক রাজার কন্যা সঙ্ঘমিত্রা কোনও সচ্চরিত্র-রাজকুমারের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে গ্রথিত হইয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিলে হয় ত কাজটা তাঁহার পক্ষে খুব সহজ এবং স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তিনি সংসারে প্রবেশ না করিয়া যে সন্ন্যাসিনীর বেশে সিংহলে গমন করিলেন,—বৌদ্ধ-ধর্ম্মের করুণা ও মৈত্রী প্রচার করিলেন, ইহাতেই কি জগতের অধিক কল্যাণ সংসাধিত হয় নাই?

এ সংসারে সাধারণ লোকেরাই সাধারণ নিয়মের অধীন; কিন্তু অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ বিশেষ নিয়মের অধীন। ইহার দৃষ্টান্ত এখন এই ভারতবর্ষে পাওয়া দুষ্কর বটে; কিন্তু ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশে কঠিন নহে। কত প্রতিভাশালিনী মনস্বিনী রমণী শৈশবকাল হইতে সুচারুরূপে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্যই শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকেন; কিন্তু পরে যখন শুভদিনে শুভক্ষণে হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিশ্ব-জগতের আহ্বানধ্বনি শুনিতে পান, তখন বলিয়া উঠেন;—

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর!
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর!
কিসেরি বা সুখ, কদিনের প্রাণ?
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান!
অমর মরণ রক্ত চরণ
নাচিছে সগৌরবে!
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

ইহার পর যখন যথার্থই তাঁহারা বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সমগ্র বিশ্বের প্রেমের বন্ধনে আপনাদিগকে বাঁধিয়া ফেলেন; তখন পুরুষই হউন বা নারীই হউন, সে বাঁধন কি কাহারও পক্ষে অশোভন অথবা অস্বাভাবিক হয়?

সেই জন্য বলি বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্লকে যেমন সর্ব্বগুণে ভূষিতা শক্তিসম্পন্না মনস্বিনী নারীরূপে অঙ্কিতা করিয়াছিলেন, তেমনি তাহাকে গৃহস্থালীর সংকীর্ণ সীমার মধ্যে রুদ্ধ না করিয়া যদি বিশ্বের বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে লইয়া আসিতেন; এবং সঙ্ঘমিত্রা প্রভৃতি ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া নারীদিগের ন্যায় প্রফুল্লের দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করাইতেন, তাহা হইলে প্রফুল্লের যুদ্ধশিক্ষা, জ্ঞানালোচনা, কঠোর বৈরাগ্য সকলই সার্থক হইত। নচেৎ গৃহধর্ম্মপালনের জন্য বাঙ্গালী রমণীর মল্লযুদ্ধ শিক্ষা, মহা

আড়ম্বরের সহিত রাণী হইয়া কতকগুলি লোকের উপর কর্তৃত্ব করা কেবল অপ্রয়োজনীয় নহে; অস্বাভাবিক বলিয়াও মনে হয়।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

উত্থান-গাথা।*

ভারত-ভগিনী উঠ জাগ সবে,
কত দিন আর ঘুমাইয়ে রবে?
অলসতা-পূর্ণ জড়প্রাণ লয়ে,
জগতে সবার ঘৃণনীয় হ'য়ে,
কতদিন রবে এমনি ভাবে?
আমাদের ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, স্বামী,
পর পদানত—আজ্ঞা-অনুগামী,
আমরা এমন নিশ্চেষ্ট হইয়া,
সহিতেছি আজো এ সব হেরিয়া,
ভাবি না এ দুঃখ কেমনে যাবে! ১
নারী-জীবনের দায়িত্ব ভুলিয়া,
আমরাও সব আছি ঘুমাইয়া,
আমাদের দোষে ভারত-সন্তান
আছে ঘুমে আজো হারাইয়া জ্ঞান,
ভুলিয়ে দেশের দুর্গতি সব।
যদি তাঁহাদের এ ভুল দেখায়ে,
উত্তেজিত করি' দিতাম জাগায়ে,
তাহোলে কি আজো ভারত-সন্তান,
উঠিত না জাগি হয়ে একপ্রাণ,
তুলিতে স্বদেশে বিজয়-রব? ২
ধিক্ আমাদের জড়তা জীবনে,
এখনো বিরত কর্ত্তব্যসাধনে!
এই ভারতের আর্য্যনারীকুলে,
জন্ম আমাদের, গিয়ে সব ভুলে,
পাশ্চাত্য সভ্যতা নকলে রত!
এবে আমাদের হয়েছে কেবল,
পাশ্চাত্য যা কিছু প্রাণের সম্বল,
পাশ্চাত্য বিলাস-ভূষণে সজ্জিত
হয়ে মানি মনে কতই গর্ব্বিত,
দেখি না দেশের দুর্গতি কত। ৩
সুশিক্ষিত হ'তে পাশ্চাত্য বিদ্যায়,
সঁপিয়াছি মোরা প্রাণ মন কায়,
দেশী রীতি নীতি সুশিক্ষা আচার,
পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভেবেছি অসার—
অসার বুঝেছি দেশী যা আছে।
দ্রৌপদী, জানকী, আত্রেয়ী, সুমিত্রা,
কুন্তী, চিন্তা, আর সাবিত্রী পবিত্রা,
এই সব যত প্রাচীন মহিলা
গুণ-গরিমায় শীর্ষস্থানে ছিলা,
অসভ্য ইঁহারা মোদের কাছে। ৪
বেদ, সাঙ্খ্য, আদি ষড় দরশন,
বেদান্ত পুরাণ শাস্ত্র অগণন,
থাকিতে এ হেন অমূল্য রতন,
উপেক্ষিয়া মোরা সে সব এখন,
শিক্ষার ভিখারী পরের দোরে।
চতুঃষষ্টি বিদ্যা এ দেশে থাকিতে,

---

* "সাধাটি" নবীনা লেখিকার লেখনী-প্রসূত হইলেও বিশেষ আদর ও উৎসাহযোগ্য বিবেচনায় প্রবন্ধমধ্যে গৃহীত হইল। বা, বো, স।

কেন যত্ন পর-বিদ্যা উপার্জ্জিতে ?
বেশী শেখা শুধু স্বামীরে পীড়িতে,
বিলাসের দ্রব্য হুকুম কোরে।৫
সে শিক্ষা তো মোরা শিখেছি এখন,
সে মহতী দীক্ষা করেছি গ্রহণ,
শিখেছি আমরা সংসার ভাঙিতে,
স্বামীরে কলহে উত্তেজনা দিতে,
এত শিখে আজি পতিত মোরা।
এ দেশ এমনি নহে চিরদিন,
সদ্‌গুণ-বর্জ্জিত নারীজাতি হীন ;
বীর-প্রসবিনী ভারত বলিয়া,
পুরাকালে ছিল সুধন্য হইয়া,
পুণ্যের প্রবাহে আছিল পোরা।৬
হেথা জনমিলা কত বীরাঙ্গনা,
কমলা, পদ্মিনী, ক্ষত্রিয়-ললনা,
সংযুক্তা, দেবাল, কর্ম্মদেবী, আর—
কত হিন্দুনারী উচ্চতার সার,
কি না করেছেন স্বদেশ তরে ?
মহা সম্মানের তুঙ্গ শৃঙ্গোপরি
বীর-মাতা নাম আর্য্যনারী ধরি,
ছিলেন আরূঢ়া তাঁহারা সকলে,
বলবতী হয়ে মানসিক বলে,
এ বিশ্ব জগত প্রদীপ্ত করে।৭
পাঠাতেন তাঁরা সানন্দ আননে,
সম্মুখ-সমরে পতিপুত্রগণে,
রণে তাঁরা সবে হলে পরাহত,
মুক্ত অসি করে বীরনারী কত,
মরিতেন রণে অরাতি নাশি।
অন্যো হাসিমুখে ঘোর চিতানলে,
অর্পিতেন তনু সতীত্বের বলে,
সেই সব কথা ভুবনে বিদিত,
ইতিহাসে আজো রয়েছে লিখিত,
তাঁহাদের যত সুকীর্ত্তিরাশি।৮
তাঁদের মনের তেজস্বিতা-বলে
প্রসবিতা তাঁরা বীরসুতদলে,
শিবাজী, প্রতাপ, রাজসিংহ আর—
কত শত বীর, বীর-কুল-সার,
অতুল বিরল ভুবনমাঝ।
সে সব বীরের বীর-গাথা যত,
প্রতি কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনি হত,
আছিলেন তাঁরা বীরদর্প ভরে,
বৈজয়ন্ত সম সুপবিত্র করে
জনমভূমিরে সাধি স্বকাজ।৯
আমরা তো সেই আর্য্যনারীজাতি,
তবে কেন নাই মোদের সে ভাতি ?
আমরা পরের দাসত্বের তরে,
প্রসবি এ হেন সন্তাননিকরে,
দাস-মাতা নামে পাইতে খ্যাতি ?
আমরাও কেন তাঁদের সমান
নারি প্রসবিতে পুত্র বীর্য্যবান্,
কেন নাহি পারি ভারতের নামে,
উত্তেজিত করি জাগাতে সংগ্রামে,
করেছেন যা আর্য্যনারীজাতি ?১০
এই সে ভারত আদর্শের স্থল,
এই সে উন্নত হিমাদ্রি অচল,
সেই রবি শশী তারা অগণন,
অই তো রয়েছে সে নীল গগন,
আজো সে জাহ্নবী বহিছে অই।
পুরাকালে সব ছিল গো যেমন,
এখনো সকলি রয়েছে তেমন,
সেই আর্য্যনারীবংশে জন্ম লয়ে,
উৎসাহবিহীন জড়পিণ্ড হয়ে,

তবে কেন মোরা পড়িয়ে রই ?১১
এস ভারতের যত ভগ্নীগণ!
উদ্দীপনালোকে কর জাগরণ,
পিতা, পতি, পুত্র, ভারত ভ্রাতায়,
স্বদেশহিতার্থে জাগাতে সবায়,
করি দৃঢ়পণ মিলিত হয়ে।
তাহোলে দেশের উন্নতি হইবে,
পরহিত-আশা আবার জাগিবে।
নবীন উদ্যমে এস ভগ্নীগণ!
নীচ বাঞ্ছারাশি করি বিসর্জ্জন।
দেশে শান্তি-স্রোত যাইবে বয়ে।১২
নারীর অসাধ্য কি আছে মহীতে ?
কোন্ কাজ নারী না পারে সাধিতে ?
কত যে বিপুল সাম্রাজ্য স্বাধীন,
হইয়াছে চির পরের অধীন,
নীচ ভাবাপন্ন নারীর তরে ;
আবার কতই পরাধীন জাতি,
মহৎ নারীর উৎসাহেতে মাতি,
অধীন নিগড় সবলে ছিঁড়িয়া,
হ'তেছে উন্নত গৌরবে নাতিয়া,
আপনার দেশ স্বাধীন করে।১৩
প্রাচীন নারীর মহত্ত্বের তরে,
ছিলা আর্য্যগণ ধরা ধন্য করে,
আধুনিক সভ্য উন্নত জাপান,
নারী-উদ্দীপনে এত বলীয়ান্,
বলেন এ কথা পণ্ডিত যত।
জাগ ভারতের যত ভগ্নীগণ!
কেন থাকি আর ঘুমে অচেতন,
অলসতা-পূর্ণ জড় প্রাণ ল'য়ে,
জগতে সবার ঘৃণনীয় হ'য়ে,
কেন পড়ে থাকি সহিয়া এত ?১৪

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র।
২১৪ নং শোভাবাজার রাজবাটী,
কলিকাতা।

স্ত্রীলোকের সখের নাম।

১। ইংলণ্ডেশ্বর ২য় জেম্সের পত্নী মডিনা মেরীর নাম অশ্রুরাণী (Queen of Tears.)

২। কবি লংফেলো দয়াময়ী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নাম দিয়াছেন সেণ্ট ফাইলোমিনা।

৩। বিখ্যাত গায়িকা জেনী লিণ্ডের নাম (Swedish Nightingale) সুইড বুলবুল।

৪। ইংলণ্ডেশ্বর ১ম জেম্সের কন্যা বোহিমিয়ার রাণী এলিজেবেথের নাম (Queen of Hearts) হৃদয়ের রাণী।

৫। কেণ্টের আরল এডমণ্ডের সুন্দরী কন্যা জোহানার নাম (Fair Maid of Kent) কেণ্টের সুন্দরী কুমারী।

৬। ষোড়শ শতাব্দীর এক দৈবজ্ঞ নারী এলিজেবেথ বার্টন "Holy Maid of Kent" কেণ্টের পবিত্র কুমারী নাম পাইয়াছেন।

৭। ফরাসী স্ত্রীকবি লুইলেবের নাম

"The Beautiful Rope-maker" সুন্দর নির্ম্মাত্রী।

৮। নর্ম্মাণ্ডীর ডিউক ১ম রিচার্ডের কন্যা এমার নাম "The Gem of Normandy" নর্ম্মাণ্ডীর রত্ন।

৯। ডিউক্ অব্ মারলবরোর কন্যা আনের নাম "The Little Whig" ছোট হুইগ।

১০। ইংলণ্ডেশ্বর ১ম হেনরীর কন্যা মেটিল্ডার নাম "Lady of England" "ইংলণ্ডের লেডী" এই নাম উইন্‌চেষ্টারের রাজসভা প্রদান করেন।

১১। দেন্মার্করাজ ৩য় ওয়াল্ডিমারের কন্যা মার্গারেটের সামরিক প্রকৃতির জন্য তাঁহার নাম "Semiramis of the North" উত্তরাঞ্চলের বীরাঙ্গনা সেমিরামিস্।

১২। ইংলণ্ডেশ্বর ৪র্থ জর্জের সময় মেরী ডার্বি রবিন্‌সন সৌন্দর্য্য, রসিকতা ও কবিত্বের খ্যাতির জন্য "The English Sapho" ইংলণ্ডীয় সাফো নাম পাইয়াছেন।

১৩। ১৯০৮-৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনের অগষ্টিনা জারাগোজা ফরাসীদের বিরুদ্ধে জারাগোজা নগর ধ্বংস করিয়া "Maid of Saragossa" জারাগোসার বীরাঙ্গনা উপাধি পাইয়াছেন।

১৪। ইংলণ্ডেশ্বরী মেরীর নাম "Bloody Mary" রক্ত-পিপাসু মেরী।

১৫। রাণী এলেজেবেথ অবিবাহিতা থাকাতে তাঁহার নাম "Virgin Queen." কুমারী রাণী।

১৬। ফরাসী বীরাঙ্গনা জোয়ান অব্ আর্কের নাম "Maid of Orleans" অর্লিয়ান্সের বীরাঙ্গনা। ইনি ইংরাজ বিরুদ্ধে ফরাসীর জয় স্থাপন করেন।

সম্রাট অরিলিয়স আণ্টোনাইনসের উপদেশ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১। তুমি যদি আপনার কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত থাক, তাহাহইলে তুমি ঠাণ্ডায় আছ কি গরমে আছ, লোকে তোমার প্রশংসা করিতেছে কি নিন্দা করিতেছে— এ প্রভেদ তোমার গ্রাহ্য হইবে না।

২। অত্যাচারকারীর প্রতিশোধ লইবার উৎকৃষ্ট উপায় এই যে, তাহার মত অত্যাচারী হইও না।

৩। যখন একটী সামাজিক কার্য্যে যাও, তখন ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া সেই একটী বিষয়ে সুখ অনুভব কর এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক।

৪। যদি কোনও কার্য্য সম্পাদন তোমার পক্ষে কঠিন বলিয়া বোধ হয়, ইহা মানবের পক্ষে অসাধ্য মনে করিও না এবং ইহা তোমাদ্বারা সম্পাদিত হইবে না, এমনও মনে করিও না।

৫। আমি যাহা ভাবিতেছি, এবং করিতেছি তাহা ঠিক্ নহে, কেহ যদি ইহা আমার হৃদ্গত করিয়া দিতে পারেন, আমি আনন্দপূর্ব্বক আমার কার্য্যপ্রণালী বদলাইব।

৬। শরীর যতক্ষণ ক্লান্ত হইতেছে না, ততক্ষণ জীবনের কোন কার্য্যে নিরুদ্যম হওয়া আত্মার পক্ষে লজ্জাকর।

৭। তুমি আপনাকে সরল, সাধু, পবিত্র, গম্ভীর, আড়ম্বর-বিবর্জ্জিত, ন্যায়-নিষ্ঠ, ঈশ্বর-উপাসক, দয়ালু, স্নেহশীল এবং সকল সাধু কার্য্যে উদ্যমশীল রাখ, ঈশ্বরকে ভক্তি কর এবং মানবের হিতসাধন কর। জীবন স্বল্পকালস্থায়ী। এই মর্ত্ত্য জীবনের একমাত্র সার্থকতা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং মানবদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার। এণ্টোনাইনসের শিষ্যোচিত সকল কার্য্য কর। স্মরণ কর, যুক্তিসঙ্গত সকল কার্য্যে তিনি কেমন নিষ্ঠাবান্, সর্ব্ববিষয়ে তিনি কেমন প্রশান্তচিত্ত। তাঁহার ঈশ্বরভক্তি, মুখমণ্ডলের শান্তভাব, তাঁহার প্রকৃতির মধুরতা, বৃথা যশোলিপ্সার প্রতি অবজ্ঞা স্মরণ কর। স্মরণ কর লোকদিগের অন্যায় নিন্দার পরিবর্ত্তে প্রতিনিন্দা না করিয়া তিনি কেমন গ্লানি সহ্য করিয়াছেন, তিনি ব্যস্ত হইয়া কোনও কাজ করেন নাই; তিনি পরনিন্দায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি লোকের ব্যবহার ও কার্য্য সকল কেমন ঠিক্ ঠিক্ বিচার করিতেন; তিনি অপর লোককে ভর্ৎসনা করিতেন না অথচ ভীরু, সন্দিগ্ধচিত্ত এবং পণ্ডিতাভিমানী ছিলেন না, তিনি কেমন অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন, এবং পরিশ্রমী ও ধৈর্য্যশালী ছিলেন; তাঁহার বন্ধুতা কেমন দৃঢ় এবং সমভাবাপন্ন ছিল; যাহারা তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিত, তাহাদিগকে স্বাধীনরূপে মত প্রকাশ করিতে দিতেন। যখন কোনও ব্যক্তি উৎকৃষ্টতর কোন মত দেখাইয়া দিত, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি কুসংস্কারাবিষ্ট না হইয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তুমি এই সকল গুণের অনুসরণ কর, তাহা হইলে চরম কালে তাঁহার বিবেক যেমন নির্ম্মল ছিল, তোমারও সেইরূপ থাকিবে।

৮। যিনি বর্ত্তমান বিষয় সকল ভাল করিয়া দেখিয়াছেন, তিনি সকলই দেখিয়াছেন—অনাদিকাল হইতে যাহা ঘটিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত যাহা ঘটিবে, সে সকলই দেখিয়াছেন; কারণ সকল কার্য্যই একসূত্রে বদ্ধ ও এক আকারের বিকাশ মাত্র।

৯। তোমার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই তোমার উপযোগী করিয়া লও এবং যে সকল লোকের মধ্যে তোমার ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাস।

১০। তুমি যদি আপনাকে আনন্দে রাখিতে চাও, তাহা হইলে যাহাদিগের সহিত বাস কর, তাহাদিগের সদ্‌গুণ সকল আলোচনা কর।

১১। কেহ যদি বলপূর্ব্বক তোমার পথে বাধা দেয়, সন্তুষ্ট এবং শান্তচিত্ত হও

এবং সেই বাধাকে অন্য গুণ উপার্জ্জনের উপায় করিয়া লও।

১২। যিনি খ্যাতি ভালবাসেন, তিনি অন্যের কার্য্যকারিতাকে আপনার মঙ্গলার্থ মনে করিয়া থাকেন এবং যিনি সুখ ভাল বাসেন, তিনি আপনার ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা চাহেন; কিন্তু যাঁহার জ্ঞান আছে, তিনি আপনার কার্য্যকে আপনার মঙ্গলের কারণ মনে করেন।

১৩। কোনও বিষয়ে কোনও মন্তব্য পোষণ না করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত এবং আমাদের আত্মাকে বিচলিত হইতে না দেওয়াও আমাদের সাধ্যায়ত্ত; কারণ কোন বাহ্য বস্তুর এমন স্বাভাবিক শক্তি নাই, যাহা আমাদের একটি মত গঠন করিয়া দেয়।

১৪। তুমি যদি আপনার স্বভাবের সুগতির পথে চল, কোনও মানুষ তাহাতে তোমার বাধা দিতে পারে না। বিশ্বপ্রকৃতির গতির বিরুদ্ধে কোনও ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

গৃহকর্ম্ম।

১। নানখাদারী।

তিন ভাগ ময়দা ও এক ভাগ সুজী ঘি দ্বারা বেশ করিয়া ময়ান দিয়া ঘন ক্ষীর দিয়া মাখিতে হইবে। ক্ষীর অল্প দিতে হইবে। ডলিতে ডলিতে বেশ ময়দা মাখার মত হইবে, পরে অনেকক্ষণ দলিয়া চাকী বেলনাতে পুরু করিয়া বেলিয়া বরফির আকারে কাটিতে হইবে, পরে ডুবা ঘিয়ে বেশ বাদামী ধরণে ভাজিয়া নামাইয়া অমনি পেস্তা বাদাম কুচিয়া তাহার মধ্যে বিধাইয়া রাখিতে হইবে। ভাজিবার সময় খুব সাবধানে ভাজিতে হয়, সুজী খুব কম দিতে হয়, নচেৎ ভাঙ্গিয়া যায়।

২। কড়াইসুঁটীর কচুরী।

কড়াইসুঁটীর খোসা ছাড়াইয়া ধনে, জিরে, নূণ ও একটু জল দিয়া থকথকে করিয়া শুকাইয়া নামাইতে হইবে। পরে ময়দা ঘি ময়ান দিয়া বেশ করিয়া মাখিতে হইবে। পরে ছোট ছোট টাকার মত করিয়া তাহা বেলিতে হইবে। পরে একখানা লুচীর উপর ঐ তরকারী রাখিয়া উহার উপর আবার আর একখানা রাখিয়া চারিদিক্ বন্ধ করিয়া আস্তে আস্তে বেলিয়া (তরকারী যেন বাহির হইয়া না পড়ে) ডুবা ঘিয়ে ভাজিয়া গরম গরম খাইতে বেশ ভাল লাগে।

৩। পাটিসাপ্টা।

আতপ চালের গুঁড়া আন্দাজ মত গুড় দিয়া বেশ করিয়া মাখিয়া জল কিম্বা দুধ দিয়া গুলিতে হয়। চিনি দিয়াও হয়। একটা কড়া উনানে চড়াইতে

হইবে, পরে একটু পরিষ্কার ন্যাকড়ায় একটু ঘি মাখিয়া কড়াটা পুঁছিয়া ফেলিতে হইবে। পরে একটা হাতাতে করিয়া খানিকটা গোলা লইয়া তাহাতে ছড়াইয়া দুইটা ন্যাকড়া লইয়া কড়াইয়ের দুই কান ধরিয়া কড়াময় ছড়াইয়া দিতে হইবে। তাহার আগের দিন নারিকেল কুরিয়া গুড় দিয়া আগুনে চড়াইয়া জ্বাল দিয়া রাখিতে হয়, তাহাই সেই ছড়ানো পদার্থের উপর বসাইয়া আস্তে আস্তে একটা ঝিনুক দিয়া জড়াইয়া দিয়া বেশ পানের আকার করিয়া গড়িতে হয়। লবঙ্গ দিয়া বিঁধাইয়াও বানান যায়। গোলার মধ্যে এলাচীর গুঁড়া দিলে বেশ সুগন্ধ হয়।

৪। ময়দার মালপোয়া।

সুবিধামত ময়দা লইয়া দুধ ও জল ও চিনি দিয়া গুলিতে হইবে। খুব ঘন কিম্বা খুব পাতলা যেন না হয়। পরে কড়াতে ঘি দিয়া ঘির গাঁজা মরিলে ছোট হাতা দ্বারা তাহাতে ছোট ছোট লুচীর আকারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ঐ গোলাই একটু চাকিয়া দেখিতে হয়—মিষ্টি হইয়াছে কি না। পরে তাহা একটু বাদামী ধরণের হইলে নামাইতে হয়। সুগন্ধি ইচ্ছামত দিতে হয়।

সু, বা, সেন।

নবীন ভারতী।

মানুষের দৃষ্টি যত উপরে থাকে, তত নীচু; যত নীচে নামে, ততই উঁচু হয়। ফলবান্ একটা গাছে, ফলের প্রতি লোকের চোক পড়ে এবং সে সেই ফলের আস্বাদগ্রহণে ও তাহার রূপগুণবর্ণনে ব্যগ্র হয়। আপনার গাছও ফল না ধরিলে কিছুই নয় এবং ফল হইলে তাহাই গাছের সার বস্তু বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে যেমন পাতা ও ফুল, সেইরূপ ফলটাও গাছের একটা প্রত্যঙ্গ মাত্র। ইহা থাকিলে বা গেলে আদত গাছের কোনও লাভালাভ নাই। ফল হইতে স্কন্ধদেশ গাছের পক্ষে প্রয়োজন, কেননা তদ্ভিন্ন গাছের বৃদ্ধি হয় না। আবার স্কন্ধ অপেক্ষা মূলদেশ বৃক্ষজীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কেননা ইহা ভিন্ন গাছ বাঁচে না। গাছের মূল প্রায় অদৃশ্য, তাহা শিকড় আকারে ভূমির নিম্নে থাকে। লোকে তাহার প্রতি দৃষ্টি করে না এবং তাহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যও নাই। কিন্তু এই মূল সুস্থ থাকিলে বৃক্ষ-দেহ সুস্থ থাকে, ইহা রুগ্ন বা ছিন্ন হইলে সমুদায় বৃক্ষশরীর রুগ্ন হইয়া মরিয়া যায়। মূলই সার, মূল রক্ষা করিলে সকল রক্ষা হয় এবং পত্র পুষ্প ফল—তাহার আবশ্যম্ভাবী কার্য্য—আপনা আপনি সম্পন্ন হয়।

মানুষ বাহ্যক্ষেত্রে যেমন, ধর্ম্মক্ষেত্রেও

সেইরূপ স্থূলদর্শী। ফলের প্রতি আগে দৃষ্টি যায়, মূলে দৃষ্টি নাই। ধর্ম্মের ফল উপরে উপরে অগণ্য—যাগযজ্ঞ, ক্রিয়া-কলাপ, দানধ্যান, বিবিধ সৎকীর্ত্তি ও ধর্ম্মধ্বজা। অপরের ধর্ম্ম বিচার করিতে মানুষ এই সকল গণনা করে, আবার নিজের ধর্ম্মসাধনেও ফলাকাঙ্ক্ষা! "আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।" ভগবানের নিকট ঐহিক সুখ-সৌভাগ্যের প্রার্থনা; না হয়, দেব-লোকে ইন্দ্রত্ব, স্বর্গভোগ, চিরজীবন ও স্থির যৌবনের প্রার্থনা! প্রকৃত ধর্ম্মার্থীরা "ইহা-মুত্র ফল" ইহলোক বা পরলোকের সুখ-বাসনা ধর্ম্মের কণ্টক বলিয়া পরিত্যাগ করেন। ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বপ্রকার বাহ্য-ক্রিয়া ও লক্ষণ যত সুন্দর ও লোকহিতকর হউক, সে সকলকেও তাঁহারা অবান্তর ও মূল্যহীন বলিয়া গণনা করেন। অনেক লোক বাহ্য লক্ষণ ও ক্রিয়াকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া তাহারই প্রভাবে ধার্ম্মিক সাজে সজ্জিত হন এবং জগতের লোকের নিকট ধার্ম্মিকের প্রশংসা-লাভের জন্য লালায়িত হন। ইহা তত কঠিনও নহে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বিবেকীদিগের দৃষ্টি ফলে নয়—মূলে। ধর্ম্মের মূল বিশ্বাস, ভক্তি, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। তাঁহারা যদি দেখেন, তাঁহাদের জীবন-বৃক্ষের মূলে এই সকল ঠিক্ আছে, ফল হউক না হউক, তাহাতে তাঁহাদের আসে যায় না। মানুষের দৃষ্টির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহারা প্রশংসা নিন্দার ধার ধারেন না, কার্য্যের ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত। বহির্দৃষ্টিকে সংযত করিয়া তাঁহারা অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং অন্তরতর অন্তরতম দেবতার স্থির দৃষ্টি অনুভব করেন। বৃক্ষের অবলম্বন শিকড় সকল যেমন মাটীর নীচে, সকল কার্য্যের মূল শক্তি ও প্রবৃত্তি সেইরূপ এই অদৃশ্য অন্তর রাজ্যে। তাঁহারা আত্মাকে জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল করেন, হৃদয়কে নির্ম্মল রাখিবার জন্য যত্ন করেন এবং ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে ঈশ্বরের অনুগত করেন। নিম্নস্তর এই মূলের প্রতি যতই মানুষের দৃষ্টি যায়, ততই গভীর হইতে গভীরতর রূপে আত্মানুসন্ধান হয় এবং মানুষ আপনার প্রকৃতিতে "সত্যং শিবং সুন্দরং" ঈশ্বরের প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া তাহাকে সত্যময় শিবময় ও পুণ্যময় করিতে যত্নশীল হয়। এইরূপ লোক নিজে অমানী হইয়া অন্যের মান বর্দ্ধন করে এবং আপনার জীবন দ্বারা সর্ব্বমূলাধার ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। ইহাদের জীবন-বৃক্ষের স্কন্ধ চরিত্রও সুগঠিত। ইহাঁরা কার্য্য অপেক্ষা চরিত্র এবং চরিত্র অপেক্ষা ঈশ্বর-যোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানেন, সুতরাং ইহাঁদের দৃষ্টি ক্রমে নিম্নে অবতরণ করিয়া আত্মস্থ ও শান্ত হয়।

নূতন সংবাদ।

১। রুশীয়দিগের যে সকল জাহাজ ডুবিয়াছিল, একে একে তাহাদের উদ্ধার করিয়া জাপানীরা আপনাদের নৌবল বৃদ্ধি করিতেছে।

২। অনেক রুস সম্ভ্রান্ত লোক একত্র হইয়া মস্কো নগরে এক কংগ্রেস স্থাপন করিয়াছেন, রাজ্যের আমূল সংস্কারসাধন তাহাদের উদ্দেশ্য।

৩। নিউ ইয়র্কের ভাসার কলেজ বি এ শ্রেণীতে ২০০ বালিকা। এখানে একটী আশ্চর্য্য প্রথা—বিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক উৎসব-দিনে সকলের একত্র ভোজ হয় এবং তখন রেজিষ্টারী ডাকা হয়। যাহাদের বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে "দোষী" এবং যাহাদের বিবাহ সম্বন্ধ হয় নাই, তাহাদিগকে "নির্দ্দোষী" বলিয়া উত্তর দিতে হয়।

৪। সম্প্রতি কলিকাতার "বঙ্গসমাজ-সংস্কার সভা" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন তাহার সভাপতি।

৫। যুবরাজ দিল্লী দর্শন করিবেন, তদুপলক্ষে ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৮টী পুষ্করিণী ও ৩২৫টী কূপ খনন করা হইতেছে।

৬। যুবরাজের অভ্যর্থনার্থ খয়েরপুরের রাজা ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তথায় রাজপদার্পণ হইবে না।

৭। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পূর্ণিয়ার উকীল বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর জেলা বোর্ড হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৮। মিলিনাল নামক এক সাহেব আয়র্লণ্ডে স্বর্ণখনি আবিষ্কার করিয়াছেন।

৯। শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা ভারতীয় ছাত্রদিগের জন্য লণ্ডনে এক আশ্রম তৈয়ার করিয়াছেন, গত ১লা জুলাই হাণ্ডিম্যান সাহেব ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

১০। ভারত-হিতৈষিণী কুমারী ম্যানিঙের পীড়ার সংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। জগদীশ্বর তাঁহাকে নিরাময় করুন্।

১১। ভারত গবর্ণমেণ্ট অশ্বারোহিণী ধাত্রীর ব্যবস্থা করিতেছেন। উচ্চশ্রেণীর মহিলারা ৩ বৎসর হাঁসপাতালে শিক্ষা পাইয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। অশ্বের জন্য প্রত্যেকে মাসিক ৩০৲ টাকা পাইবেন এবং বিনা ভাড়ায় যথায় প্রয়োজন, যাইতে পারিবেন।

১২। অষ্ট্রিয়ার হায়টন টিউরন্ নামক এক ব্যক্তি নিজকণ্ঠে নিজের অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীত গাইয়াছেন। ফনোগ্রাফে তাঁহার গান বাঁধিয়া রাখিয়া যান, তাঁহার নিদেশ-মতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে তাহা গীত হয়।

১৩। যুবরাজপত্নী বোম্বাই পদার্পণ করিলে কিরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা হইবে,

তজ্জন্য বোম্বায়ের হিন্দু ও পারসী রমণীরা এক কমিটী গঠন করিয়াছেন।

১৪। গুজরাটে ভয়ানক ঝড় ও বন্যায় ১০ হাজার লোক গৃহশূন্য, কতকগুলি গতায়ু হইয়াছে।

১৫। মান্দ্রাজে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত।

১৬। কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য ৮।৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। গবর্ণমেণ্ট ৫০ হাজার টাকা দিবেন। পাট রপ্তানীর মাসুলে ৫০ লক্ষ, ইনকম ট্যাক্সে ২ লক্ষ, গৃহস্বামীদের উপর গৃহট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া প্রায় ২॥ লক্ষ, রেলওয়ে যাত্রীদের হইতে ২॥ লক্ষ, তদ্ভিন্ন কড়ী কাষ্ঠ, জ্বালানী কাষ্ঠ প্রভৃতির উপর ট্যাক্স বসাইয়া বাকী টাকার উপায় হইবে।

১৭। বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদ-সভা উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের প্রত্যেক বিশিষ্ট স্থানে হইতেছে এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থান হইতে প্রতিনিধি কলিকাতা টাউন হল সভায় প্রেরিত হইতেছে।

১৮। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ শাখা রেলওয়ে খুলিবার কথা।

১৯। লর্ড কর্জন আমাশয় পীড়াক্রান্ত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর-কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

২০। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্মৃতিফণ্ডে ডাক্তার আর এল দত্ত হাজার টাকা দিয়াছেন। আরও অনেকে চাঁদা দিতেছেন। ছোট লাট স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। প্রভাতী উপন্যাস, শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। লেখিকা পুস্তকখানিতে কল্পনার বৈচিত্র্য, ভাষার লালিত্য এবং চরিত্র-চিত্রাঙ্কনের দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পদ্যের ন্যায় গদ্য রচনাতেও তিনি প্রশংসার্হ।

২। বৌদ্ধ পত্রিকা—চট্টগ্রামের কয়েকটী বাঙ্গালী বৌদ্ধ মাতৃভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের উন্নতিকল্পে এই পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের শুভ উদ্দেশ্য সফল হউক। কয়েকটী বৃদ্ধ ভিক্ষুর ধর্ম্মোৎসাহের বিবরণ পাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

৩। কপালিনী—শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রণীত। বামাবোধিনীর সুবিজ্ঞ প্রাচীন লেখক স্বর্গীয় কালীময় ঘটক যে "ছিন্নমস্তা" উপন্যাস লেখেন, তাহাই তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত। পুস্তক পাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার লেখা যেরূপ প্রাঞ্জল এবং কবিত্ব ও রসিকতাপূর্ণ, তেমনি সুনীতির পরিপোষক। পতিভক্তি ও পত্ন্যনুরাগের সুন্দর দৃষ্টান্ত ইহাতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা পাঠিকাগণ আমোদের সহিত সদুপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

বামারচনা।

জোছ্‌নাবতী।

জোছ্‌না আমার!
স্বরগ সুষমামাখা পারিজাত ফুল,
স্নেহের প্রতিমাখানি আশার মুকুল।
উষার অরুণ প্রায়,
তোরি মুখ শোভা পায়,
সরযূর কোলে যেন কমলের ফুল,
শারদ শশাঙ্ক মরি! ও মুখের তুল।
কি বলিব তোর কথা জোছনা আমার!
ভুলে যাই সব হেরি মু'খানি তোমার!
আধ-ভাঙ্গা কথা বলি,
সুকোমল হাত তুলি,
ডাক যবে "আয় চাঁদ কপালে আমার"
কত সুধা ঝরে বালা! ও মুখে তোমার!
আকাশের নীল কোলে রোহিণী যেমন
আপন সৌন্দর্য্য-সুধা করে বরিষণ,
অথবা কাননকোলে
নব পারিজাত ফুলে
অথবা নীরদকোলে দামিনী যেমন,
মাতার হৃদয়ে বালা হাসিছ তেমন।
আমি কি বলিব তোরে ফুল্ল ফুলহার,
বিনিময় কিসে হবে হাসির তোমার?
গালে মুখে ভরা হাসি,
আমি বড় ভালবাসি,
আমি বড় ভালবাসি জোছনা আমার।
বিভল পরাণে তাই,
তোরি মুখে চেয়ে রই
চেয়ে দেখি হাসিমাখা কুসুম বাহার।
নন্দনের পারিজাত জোছ্‌না আমার।

তোমার জ্যেঠাইমা
শ্রীমতী প্রভামুখী দেবী, তেওথা।

খুকু।

আয় খুকি, সোণামুখী
স্নেহের কোলে,
ছিলি তুই বেলী যুঁই
ফুটিয়া ডালে।
গাথা তোর সুখে ভোর
ছিলরে অলি,
কেন আজ ধরা মাঝ
কুসুমকলি!
আদরের সোহাগের
সোণার লতা,
চির সুখে মার বুকে
থাকরে গাঁথা।
জগতের উপকারে—
ঢালিও প্রাণ,
বিশ্বধাম গাক্ তব
করুণা গান।

তোমার খুড়িমা শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন।

দুঃখিনীর অশ্রু।

কোথা যাও, ফিরে চাও, বাবাগো আমার!
কারে দিয়ে যাও তব সংসারের ভার?
ছেড়ে সব সাধ, আশা,
ভুলে স্নেহ-ভালবাসা
নিঠুর হইলে আজ কেন এত হায়!
সন্ন্যাসীর বেশে পিতা যাইছ কোথায়?
তুচ্ছ করি রাজ্যপাট,
ফেলিয়া হাকিমি ঠাট
ভূষিত করিলে অঙ্গ-গঙ্গা মৃত্তিকায়;
হরি-রাম নাম হ'ল ভূষণ তাহায়।
তোমার এ সাজ দেখে বুক ফেটে যায়।
অকালে বৈরাগি-বেশে কোথা যাও হায়!
বৃদ্ধা মাতা আছে ঘরে,
বলগো কেমন ক'রে
কার মুখ চাহি রবে জননী তোমার?
তোমা বিনা 'মা' বলিতে নাহি যে গো তাঁর।
বাবা! বাবা! কোথা যাও?
ফিরে এস, মাথা খাও!
বিধবা দুঃখিনী আমি তনয়া তোমার,
কারে দিয়ে যাও বাবা! দুখিনীর ভার?
এত যে গো স্নেহ ক'রে
পালন করিলে মোরে,
বহিতে কি এ অনন্ত যাতনার ভার?
সহিতে এ জ্বালা বাবা! পারিনে যে আর!
ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রিয়,
দাতা, ধীর, জিতেন্দ্রিয়,
এ ধরার যত গুণ ছিল তা তোমায়;
তোমা লাগি আজি সবে করে হায়!
হায়!
সংসার শ্মশান আর—
সবি মোর একাকার,
সব দিছি বিসর্জ্জন জ্বলন্ত চিতায়।
তবু দেহে আছে প্রাণ কি কঠিন হায়!
কোথা পিতা—কোথা পতি?
এ কি সংসারের গতি?
ভিখারিণী আজ আমি দাঁড়াব কোথায়?
কে ডাকিবে আর মোরে স্নেহমমতায়?
নিঠুর আষাঢ় মাস!
কি করিলি সর্ব্বনাশ!
ভাসাইলি একেবারে একটি সংসার;
দুঃখিনীর ভাঙা হৃদি ভাঙ্গিলি আবার।
বাবা গো! সকল ফেলে,
যাইছ স্বরগে চ'লে
রত্ন-সিংহাসন তব রয়েছে তথায়।
জগদীশ কোলে তুলে লবেন তোমায়।
এ দুঃখিনী কোথা যাবে
কোথা গিয়ে শান্তি পাবে,
কোথা আর আছে তার জুড়াবার ঠাঁই?
বাবা বিনা আমার যে আর কেহ নাই।

অভাগিনী চারুশীলা।
কলিকাতা—২৭এ আষাঢ়।

কে তুমি ?

কে তুমি শ্বেতবসনা, করুণা-রূপিণী ?
প্রতিভাছটায় মগ্ন এ ভুবনখানি।
তব ও মধুর রশ্মি অন্তরাল হ'তে
আলোকিত করে বঙ্গ প্রতি হৃদিপথে।
পিকবধূ পায় লাজ শুনি তব গীতি,
তারে তারে বাঁধা তান উথলয়ে প্রীতি।
কেহ বলে বীণাপাণি কমল-আসনা,
কবিতার সরোবরে আছগো মগনা।
তরঙ্গে তরঙ্গে নিত্য উঠিছে উচ্ছ্বাস,
ভাসিছে কুসুমগুচ্ছ শোভার বিকাশ।
"কনক" "কুসুমাঞ্জলি" "সুপ্রিয়প্রসঙ্গ"
তরুণ অরুণ রেখা ফুটাইল বঙ্গ।
অভিমন্যু গাথা গাহি শোকতীর্থজলে,
আপনি পবিত্র হয়ে জগতে ভাসালে।
কবিকুলে জন্ম তব, মাধুরী কাননে
ফুটেছিল এক দিন বিচিত্র কমনে
"বীর-ব্রজাঙ্গনা মেঘনাদ তিলোত্তমা।"
অমিত্র অক্ষরে রস-ধারা অনুপমা।
সে অমৃত তরুতলে তোমার নিবাস,
লহরে লহরে সুধা হইছে প্রকাশ।
কিন্তু হায়! এত শোভা কৃষ্ণ মেঘে ঢাকা,
অমানিশি আবরিছে জ্যোৎস্নাময়ী রাকা।
হিমালয় বক্ষ ভেদি বহে মন্দাকিনী
নাশিয়া কলুষ রাশি পাখালে ধরণী।
তব অন্তঃশীলা নীরে সিক্ত কাব্যমালা,
স্নেহাম্বুসাগরে খেলা বিধু ছায়া আলা।
শিখাতে প্রেমের গীতি ও হৃদয় কুঞ্জে,
অবিরাম ও বাঁশরী বিষাদিয়া গুঞ্জে।
দূর শত দূর হতে বীণাধ্বনি পাই,
নয়নে মিটেনা আশা, শ্রবণ জুড়াই।
নির্জনে কল্পনাপটে ও মুরতি আঁকি,
দিয়াছি গো রাঙ্গা জবা অর্ঘ্যসম রাখি।
ফুটে না গোলাপ বেলা মল্লিকা মালতী,
ছুটে না সুরভি বায় উথলিয়া প্রীতি।
প্রবাসের দূর প্রান্তে বন পথ মাঝে
প্রকৃতি আপনি ফুটে বনচারিসাজে।
রক্তিম বরণ রূপে কানন-রঞ্জন,
নম্র শোভা, দীন কান্তি, সঙ্কুচিত মন।
লবে কি ও কম করে তুলিয়া যতনে
এনেছি বহিয়া সখি! তোমার কারণে।

শ্রীমনোজবা-রচয়িত্রী।

মনের ব্যথা।

এসেছি শ্বশুরালয়ে
　　পুণ্য পূত দেব-গেহ,
শ্বশুর শাশুড়ী আর
　　দেবর ননদ-স্নেহ
সকলই এখানেতে
　　রহিয়াছে বিদ্যমান,
সকলেই সমভাবে
　　করে মোরে স্নেহদান।

ভগিনীর সম স্নেহ
    করে সদা দিদি* মোরে,
সকলে আমারে হেথা
    বেঁধেছে স্নেহের ডোরে।
কিন্তু হায়! তথাপিও
    প্রাণ সদা কাঁদে কেন?
মরমে জ্বলিছে সদা
    ধূ ধূ ধূ আগুন যেন।
ছোট ছোট ভাই বোন
    কচি কুসুমের মত,
মনে পড়ে সেই মুখ
    বসে বসে ভাবি কত।
তাহাদের কথা গুলি
    এখনো বাজিছে কানে,
সে মধুর হাস্যধ্বনি
    সদা মুখরিত প্রাণে।
সে দিন হ'য়েছে ছোট
    সোণার ভাইটী মম,
আদর করিয়া তারে
    ডাকি আমি "অনুপম।"
সে এখন হাসে খেলে
    হাত পা নাড়িয়ে কত,
মার পত্রে এ সংবাদ
    জানি আমি অবিরত।
স্নেহের প্রতিমা হায়!
    এ জগতে বোন ভাই,
প্রাণ সদা কাঁদে মোর
    তাদের ছাড়িয়া তাই।

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন,
নোয়াখালী।

* বড় মা।

আশীর্ব্বাদ।

ফুলের কলিকা সমা তুই
    দিন দিন উঠিস ফুটিয়া,
সুবাস ছড়াও নিশি দিবা
    বিশ্ববাসী মানবে মোহিয়া।
পর-উপকার মহাব্রতে
    দীক্ষিতা হও মা তুমি আজ
উৎসর্গিয়া এ তুচ্ছ জীবন
    সাধিবে মা জগতের কাজ?
মাতার হৃদয়ে তুমি মাগো
    শোভহ হীরক রত্নসম,
চরিত্রের উজ্জ্বল প্রভায়
    মনপ্রাণ বিমোহিত মম।
স্নেহের পুতুলী তুমি মোর,
    নিশি দিন রাখিব হৃদয়ে
চুমিব কোমল গণ্ডে তব—
    স্নেহ-চক্ষে দেখিব চাহিয়ে।

তোমার খুড়ী মা, নোয়াখালী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 505-6. Sept., Oct. 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫০৫-৬ সংখ্যা।	ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩১২।	২য় ভাগ। ৮ম কল্প।

বামাবোধিনীর ত্রিচত্বারিংশ জন্মোৎসব।

পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বরের কৃপায় বামাবোধিনী ৪২ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৪৩ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে এবং ক্রমে ৫০ বর্ষের নিকটবর্ত্তিনী হইতেছে। এই ক্ষুদ্র পত্রিকার পক্ষে ইহা সামান্য সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা নয়। করুণাময় বিধাতা ইহাকে আরও আয়ুষ্মতী করুন। বামাবোধিনী বামাকুলের সেবায় ইহার জীবন অবসান করিয়া ইহার যে মনসাধ অপূর্ণ আছে, তাহা পূর্ণ করুক। বামাহিতৈষী মহোদয় ও মহোদয়াগণ এই শুভ নববর্ষে ইহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, ইহা যেন নবোদ্যম ও নবোৎসাহের সহিত আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়া স্ত্রী-জাতির হিতোন্নতির কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়তা করিতে সমর্থ হয়। গ্রাহক গ্রাহিকাদিগকে যথাযোগ্য সাদর অভিবাদনপূর্ব্বক আমরা স্বকার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হই।

শুভময় সিদ্ধিদাতা শুভাশীষ দানে
নবশক্তি দেও বামাবোধিনীর প্রাণে।
কৃপায় তোমার প্রভু—কৃপায় তোমার,
বেয়াল্লিশ বর্ষ আজি হইল যে পার।
এ দীর্ঘ জীবন-পথে বিঘ্ন বাধা কত,
পদে পদে চূর্ণ তুমি করেছ নিয়ত।
দুর্ব্বলের বল—তুমি অজ্ঞানের জ্ঞান,
লুকাইয়া করিয়াছ সহায়তা দান।
যে অভাব যখন হয়েছে উপনীত,
অপূর্ব্ব বিধানে করিয়াছ অপহৃত।
তাই প্রাণে আশা এত—বুকে এত বল,
আলোকে আঁধার পথ করিছে উজ্জ্বল।
তুমি যার আছ, তার কি ভয় ভাবনা?
মরণে জীবন নব করিবে যোজনা।
সুখে দুঃখে সমভাবে স্তব গুণ গাই,
তোমার সেবায় চির-জীবন কাটাই।
যখন যেরূপে ইচ্ছা রাখ দয়াময়।
এ জীব[illegible] তব ইচ্ছা পূর্ণ যেন হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুবরাজ-দম্পতী—ইঁহাদিগের অভ্যর্থনার্থ ভারতের ইংরাজ রাজ্য ও দেশীয় রাজ্যের সর্ব্বত্র মহা আয়োজন হইতেছে। ইঁহারাও দীর্ঘপ্রবাসের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি ইঁহারা নিরাপদে ভারতে পদার্পণ করুন এবং প্রজাপুঞ্জের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া ভারতের কল্যাণের সু-ব্যবস্থা করুন্।

বঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ সভা—গত ৭ই আগষ্ট টাউন হলে এই বিরাট সভায় ১০।১২ হাজার লোক সমবেত হন, তন্মধ্যে ৮০০ জন মফঃস্বলের ভিন্ন ভিন্ন জেলার প্রতিনিধি। এমন দৃশ্য আর কখনও দেখা যায় নাই। ৪।৫ হাজার ছাত্র সুসজ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপস্থিত। দোকান পসার বন্ধ। টাউনহলে উপর ও নিম্নতলে স্থানাভাবে গড়ের মাঠেও সভা ও বক্তৃতা হয়। মূল সভার সভাপতি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর। বক্তা এ চৌধুরী, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু নলিনবিহারী সরকার প্রভৃতি। ইঁহারা একদিকে আইনানুমত প্রজার ন্যায় গবর্ণমেণ্টে আপিল করিতেছেন, আর একদিকে স্বদেশজাত দ্রব্যব্যবহারের প্রসার-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গকে অটুট রাখিতে হইলে সকল বঙ্গসন্তান মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য একপ্রাণ হইয়া স্বার্থ বিসর্জ্জন ও প্রাণপণে প্রস্তুত হউন।

ছাত্রবৃত্তি—এ বৎসরের পরীক্ষার ফলে ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী হৈমবতী চক্রবর্ত্তী ১ম শ্রেণীর জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি মাসিক ১৬৲ টাকা পাইয়াছেন।

সৎকার্য্য—বরিসাল জলাবাড়ীর জমীদার বাবু তারকনাথ রায়চৌধুরীর পত্নী শ্রীমতী মহামায়া স্বীয় পিত্রালয় বানরীপাড়া গ্রামে ৪০০০ টাকা ব্যয়ে এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে অনেক দান ও দরিদ্র-ভোজাদি দিয়াছেন। সর্ব্বসমেত ২০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পল্লীগ্রামে উত্তম পুষ্করিণীর বড় অভাব। জলদানের ন্যায় পুণ্য কার্য্যে এখনকার লোকের মতি গতি খুব কম। মহামায়া এ জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

শ্রমজীবিনী কার্য্যালয়—ভূপালের বেগম স্বরাজ্যের দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগকে স্বপোষণক্ষম করিবার অভিপ্রায়ে এই কার্য্যালয় খুলিয়াছেন। ইহার সঙ্গে কতকগুলি ছাত্রবৃত্তিরও ব্যবস্থা করিয়াছেন।—কলিকাতার অনাথবন্ধু সমিতি ক্ষুদ্রাকারে এই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তাহা বন্ধ হইয়াছে।

স্ত্রী-কেরাণী—ইয়োরোপের নানা-দেশে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিসে অনেক রমণী কেরাণীগিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। জর্ম্মণিতে সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক। তথায় স্ত্রী-কেরাণীর সংখ্যা দুই লক্ষ বেয়াল্লিশ হাজার; গ্রেট ব্রিটেনে এক লক্ষ চুরাশি হাজার; রুশিয়াতে ৬০ হাজার; অষ্ট্রিয়াতে পঞ্চাশ হাজার; ফ্রান্সে আঠারো হাজার মাত্র। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে ষাট হাজার স্ত্রী-কেরাণী নিযুক্ত হইয়াছেন শুনা যায়। ইঁহারা অবশ্য দেশীয় নহেন, ইয়ুরোপীয় বা ইউরেসীয়। দেশীয় বিদুষীরা কেন অগ্রসর হন না? জাপানেও স্ত্রী-কেরাণীর সংখ্যা ষাট হাজার হইবে।

ছোট লাটের ভ্রমণ—যে মালদহ ডিষ্ট্রিক্ট ছোট লাটের এলাকা-বহির্ভূত হইতে চলিয়াছে, তিনি তথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লোকে যত বিলাপধ্বনি করিতে লাগিল, ছোট লাট ততই সান্ত্বনা-বাক্যে বলিলেন "তোমরা বুঝিতেছ না, তোমাদের মঙ্গল হইবে।" বঙ্গ বঙ্গই থাকিবে, ছোট লাটই আরও ছোট হইতেছেন!

বাঙ্গালিগায়িকা—৺হরিহর সান্যালের কন্যা ম্যাডাম বান্নার্জ্জি সম্প্রতি লণ্ডনে ইটালীয়, জর্ম্মণ ও ইংরাজি ভাষায় সঙ্গীত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মোহিত করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতশক্তি অসাধারণ।

বিধবাবিবাহ আইন-স্মৃতি—২৫এ জুলাই এই আইন লিপিবদ্ধ হয়, এজন্য গত বৎসর বোম্বাইয়ে ইহার স্মরণোৎসব হইয়াছিল। এ বৎসরও সেইরূপ হইয়াছে। অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। জষ্টিস্ চন্দ্রভায়কর সভাপতির কার্য্য করেন। উপস্থিত ২৭ জন মহিলার মধ্যে কাশীবাই বক্তৃতা করেন।

গোখলের সম্মান—আবার দুই বৎসরের জন্য ইনি ভারত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন। বিলাত যাওয়া বোধ হয় বন্ধ হইল!

বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সভা—গত ১৩ই শ্রাবণ কলিকাতার নানাস্থানে এবং মফঃস্বলে স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ সভা হইয়া গিয়াছে।

বেথুন স্মৃতি-সভা—গত ১২ই আগষ্ট বেথুন কলেজে বেথুনের স্মৃতি-সভা হয়, অনেক ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। জষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন এবং বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বেথুনের মহত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

ইণ্ডিয়া কাউনসিল—বিলাতে আমাদের ষ্টেট্ সেক্রটারি সার জন ব্রডারিক ইহার সভাপতি। ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এক এক জন অধ্যক্ষ আছেন এবং সভ্যসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ দশজন। রাজস্ব-বিভাগে ফিন্‌লে ও লী নামক বণিকদ্বয়; বাণিজ্য-বিভাগে সার জেমস্ মেকে; আইন-বিভাগে সার জন এজ; সামরিক বিভাগে সার জে গর্ডন ও সার আলেকজাণ্ডার ব্যাডকক। ভারতের বিভিন্ন প্রেসিডেন্সীর প্রতিনিধি স্বরূপ এক এক জন আছেন যথা, পঞ্জাব—সার ডেনিস ফিট্‌জপেট্রিক,মান্দ্রাজ—সার ফিলিপ হচিন্স বোম্বাই—সার উইলিয়ম লী ও

ব্রহ্ম ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত—সার হিউজ বার্ন্সে্‌দ্‌। সার ষ্টিওয়ার্ট বেলি বঙ্গের প্রতিনিধি ছিলেন; তাঁহার স্থান এখন শূন্য।

অদ্ভুত বৃক্ষ—ব্রহ্মদেশে এক নূতন বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা বট বৃক্ষের ন্যায়, কিন্তু অন্য বৃক্ষ হইতে উদ্ভূত। ইহা দেখিতে স্বর্ণবর্ণ এবং ইহার ছাল কাটিয়া লইলে ভিতরে সোণার রং দেখা যায়। ইহা এক বাহুপ্রমাণ, আরও বাড়িতেছে। ইহার অগ্রভাগ হইতে নির্ম্মল জল স্রোতোবেগে বহিতেছে, হাজার হাজার লোক ব্যবহার করিয়াও শেষ করিতে পারে নাই। ব্রহ্মবাসীরা বলে ইহা সর্ব্বরোগঘ্ন।

অমলা।

(৫০২-৩ সংখ্যা—৪৫ পৃষ্ঠার পর)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লভিলা আশ্রয় দোঁহে শান্তি-নিকেতনে।

ভৈরবী নদীর উত্তর উপকূলে বসুন্দিয়া গ্রাম। এ স্থানে ভদ্রলোকের বাস অতি অল্প; কিন্তু ইহা পল্লীগ্রামের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ব্যবসাস্থল; সিন্দিয়া রেলষ্টেশন হইতে একটী পাকা রাস্তা গ্রামটীর মধ্য দিয়া গমন করায় ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে। বসুন্দিয়ার হাট বিখ্যাত; হাটটী পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা। হাটের ছোট ছোট গৃহগুলি করগেটেড আয়রণের ছাদবিশিষ্ট; সমগ্র স্থানটী ইষ্টক দিয়া বাঁধান। সাধারণতঃ এখানে কাপড়, মনোহারী দ্রব্য, মসলা ও মিষ্টান্নের দোকান সপ্তাহের সকল বারেই খোলা থাকে; কিন্তু শনি ও মঙ্গলবারে শাকসবজী ও মৎস্য প্রভৃতি গৃহস্থের আবশ্যক প্রায় সমস্ত দ্রব্যই বিক্রয় হয়। শীতকালে খেজুরে গুড় যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। শনি ও মঙ্গলবারে এই হাটে বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যার মধ্যে যে কোন সময়ে হউক এক ঘণ্টা কাল উপস্থিত থাকিলেই তত্রত্য লোকের আচার ব্যবহার অনেকটা পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। অনেক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ সরকারী, বে-সরকারী কর্ম্মচারীকে শাক, আলু, বেগুন প্রভৃতি হাটে খরিদ করিয়া স্বহস্তে বহনপূর্ব্বক বাটী ফিরিয়া যাইতে দেখিলে অকপটচিত্তে তাঁহাদের উদারতা ও বাহ্যাড়ম্বরশূন্যতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ইহা ভিন্ন আরও দুই কারণে গ্রামটী বিখ্যাত;—পোষ্ট অফিস ও ইংরাজী বিদ্যালয়। পোষ্ট অফিসের গৃহটী যেমন হওয়া উচিত, তেমন নয়;—ছেঁচা বাঁশের বেড়া দেওয়া মাত্র; তাহাও নানা স্থানে ভগ্ন ও চারি পার্শ্বে জঙ্গলে পরিপূর্ণ; দেখিলে মনে হয় যেন পোষ্ট অফিসের

বামাবোধিনীর অভ্যর্থনা।



ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনারল ও রাজ-প্রতিনিধি

লর্ড মিণ্টো।

(নবেম্বর—১৯০৫)

ভারতের দুঃসময়ে হইলে উদয়,
এস এস সমাদরে করি অভ্যর্থনা ;
ঘুচাও দেশের যত বিষাদ বেদনা,
সবে মিলি গাই সুখে জয় মিণ্টো জয়।

শতবর্ষ গত পিতামহ মহোদয়
সুনাম লভিলা করি এ রাজ্য শাসন ;
তাঁর মত রাজধর্ম্ম করিয়া পালন,
ঈশ্বর-কৃপায় লভ সুযশ অক্ষয়।

কর্ত্তারা অতিশয় দরিদ্র! এখানে নানা সময়ে নানা মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়; কখনও বা শান্তশিষ্ট বশিষ্ঠ মুনির পাদস্পর্শে স্থানটী প্রকৃতই শান্তিস্থলে পরিণত হয়, আবার কখনও বা বিশ্বামিত্রের আবির্ভাবে অধিবাসিগণকে বড়ই জ্বালাতন হইতে হয়। ইংরাজী বিদ্যালয়টী বহুদিবস হইল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে মাইনর পর্য্যন্ত পড়া হইয়া থাকে; বাসুড়ী, বসুন্দিয়া ও জঙ্গলবাধালের কয়েক জন ভদ্রমহোদয়ের যত্নে সামান্য পাঠশালা হইতে ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এই স্কুলের বর্ত্তমান হেডমাষ্টার বাবু বিধুভূষণ ঘোষ তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইনিই এই স্কুলের প্রথমাবস্থা হইতে শিক্ষকতা করিতেছেন। ইঁহার যত্নে, পরিশ্রমে ও তত্ত্বাবধানে এই স্কুলে প্রতি বৎসরই আশাতীত ফল লাভ হইয়া থাকে।

এই স্কুলের নিকট বসুন্দিয়া হাট ও পোষ্ট অফিস। শনিবার বেলা আটটা কি নয়টা বাজিয়াছে, এমত সময় অমিয় ও অমলা আসিয়া বসুন্দিয়ায় পৌছিলেন। তাঁহারা বসুন্দিয়া হাটের নাম শুনিয়াছেন, কিন্তু কখনও চক্ষে দেখেন নাই। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা স্কুলের সীমার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। স্কুল-ঘর দেখিয়া ভাবিলেন এই বুঝি হাট; সুতরাং স্কুল-ঘরের দাওয়ায় উপবিষ্ট হইয়া উভয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

"বৌদিদি! হাটে এখনও লোক আসেনি কেন?"

"এখনও হাটের বেলা হয়নি।"

"এখন কি করবে ভেবেছ?"

"যে কাজের জন্য বেরিয়েছি তাই ক'রব —যার জন্য প্রাণত্যাগ করিনি, তারই অন্বেষণ ক'রব।"

"এখানে থেকে কি হবে?"

"এখানে বেশী দিন থাকা হবে না; যে কোন গতিকে হ'ক কলিকাতা যেতে হবে; তবে বিদেশ বিভূম যেতে হলে সব যায়গার সন্ধান লওয়া আবশ্যক; আজতো এখানে থাকা যাক্, তারপর যেমন হয় করা যাবে।"

ক্রমে বেলা দশ বাজিল; স্কুলের ছাত্রেরা ক্রমে আসিয়া পৌছিতে লাগিল দেখিয়া অমলা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা ভ্রমে পতিতা হইয়াছেন এবং ছাত্রদিগের নিকট হাটের পথ অবগত হইয়া হাট অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা সাড়ে দশটা বাজিল; যথা-সময়ে বিধু বাবু স্কুলে হাজির হইলেন। জনৈক ছাত্র কহিল "মাষ্টার মশায়, আপনি মজুর খুঁজছিলেন, আজ দুটো বেশ শক্ত মজুর এইখানে অনেকক্ষণ বসেছিল।"

বিধু বাবু—ছেলে মানুষ নয় তো?

ছাত্র—আজ্ঞে না; একজনের বয়স ১৭।১৮ হবে, আর একজন ১৪।১৫, খুব শক্ত ব'লে বোধ হয়।

"এখন তারা কোথায়?"

"হাটের দিকে গেছে।"

তাদের একটু বসিয়ে আমাকে "

দিলেই পারতে;—স্কুল-ঘরগুলো বেশ করে লেপে নেব মনে করেছিলুম;—কত কাজ ছিল, ফুল গাছের গোড়াগুলো খুঁড়িয়ে নেওয়া হতো।"

"তারা এখনও হাটে আছে।"

"গিয়ে দেখে আস্‌তে পার—আর যদি থাকে, তাদিগে একবারে সঙ্গে নিয়ে আসবে;—বলবে যে মাষ্টার মশায় ডাকৃছেন।"

তাহাই হইল—তৎক্ষণাৎ একটী বালক দৌড়িয়া গিয়া হাট হইতে অমিয় ও অমলাকে ডাকিয়া আনিল।

মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "তোরা ঘর লেপ্‌তে পারিস্‌?"

অম। আজ্ঞে পারি।

"কত ক'রে রোজ নিবি বল্‌।"

"কাজ করি, তারপর খুসি হ'য়ে যা দেন তাই নেব।"

"কতক্ষণ হ'তে কাজ করবি?"

"সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।"

"খাওয়া দাওয়া করবি কখন্‌?"

"আমরা দিনের বেলা খাই না—সন্ধ্যার পর গা হাত ধুয়ে একবারে রেঁধে বেড়ে খাই।"

"আচ্ছা তোরা তবে এখন কাজ কর্‌—সন্ধ্যার সময় মজুরি দেব; তোদের কাজের অভাব কি? খাটতে পারলে এই বন্দোবস্তেই তোদের ৪।৬ মাস কেটে যাবে।"

"কোথাকার ঘর লেপ্‌তে হবে?"

"এই স্কুল-ঘর—আজ শনিবার আছে, দেড়টার সময় ছুটী হয়ে যাবে; তা তোরা ততক্ষণ ঐ পূর্ব্ব দিকের ঘরটায় কাজ কর, তার পর সব আয়োজন কর্‌তে কর্‌তেই ১২টা বেজে যাবে, তা হলেই আজ সকাল করে স্কুলের ছুটী দিয়ে দেব।"

"আচ্ছা মশায়, তবে সব যোগাড় করে দিন্‌।"

"তোরা একটু বস্‌, সব ঠিক্‌ করে দিচ্ছি।"

"তোদের বাসা হয়েছে কোথা?"

"যার ঘরে কাজ করবো, তারই ঘরে বাসা।"

"তা বেশ, তোরা ইচ্ছা করলে আমার বার বাড়ীতে একটী ঘর আছে, সেখানে থাকৃতে পারিস্‌—তোদের কোনও কষ্ট হবে না।"

"মশায় আমাদের খাওয়া হ'ক বা না হ'ক, থাকবার যায়গা একটু ঘেরা ঘোরা হ'লে বড় ভাল হয়। আমরা বিদেশ বিভূম বড় যাই টাই না, আমাদের ফাঁকা যায়গায় থাকৃতে বড় ভয় করে।"

"না, আমার সে বেশ ঘর—তোদের ভয়ের কোনও কারণ নাই—বেশ সুখে থাকবি; আমার বাড়ীতে থাকবি যখন তখন, আর তোদের চিন্তা কি?"

"আজ্ঞে মশায় তাই হলেই হলো—তবে কোথা কি আছে এনে দিতে বলুন।"

বিধু বাবুর আজ্ঞামতে স্কুলের দপ্তরী অমিয় ও অমলাকে সঙ্গে লইয়া বিধু বাবুর বাসা হইতে ঘর লেপিবার আবশ্যক জিনিষ পত্র আনিতে গমন করিল।

এতক্ষণে আমরা অমিয় ও অমলাকে নিরাপদ স্থানে রাখিতে পারিলাম। বিধু বাবুর শান্তিকুঞ্জে যখন তাঁহারা স্থান পাইলেন, তখন আর আমাদের চিন্তার কোনও কারণ নাই।

এখন আসুন,—

কে বিধবা কে সধবা দেখি অন্বেষিয়া।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কে পারে নাশিতে তায় বিধি রাখে যায়?

১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে সিপাহি বিদ্রোহের পর চিরস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষ শাসনের ভার নিজ-হস্তে গ্রহণ করেন, তখন সকলেরই প্রাণে যেন নূতন আশার সঞ্চার হইল। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন, দেওয়ানী ও ফৌজদারি কার্য্যবিধি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ভারতবাসীর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল;—সকলের মনে আশা হইল যে, চুরী, ডাকাতী, নরহত্যা প্রভৃতি দেশ হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়া যাইবে; লোকে নিরাপদে দেশবিদেশে গমনাগমন করিতে পারিবে।

কিন্তু জঠর-জ্বালার নিকট আইনের বল খাটে না। অভাব না হইলে মনুষ্য কখনও চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে না। ভারতবাসীর অভাব পূরণ হইবার নহে,—বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। যে ভারতবাসীর শতকরা ৯০ জন কৃষিজীবী;—যে ভারতবাসীর বার্ষিক আয় লোক প্রতি কুড়ি টাকার অধিক নয়;—যে ভারতবাসীর দুরবস্থা দেখিয়া হিউম (A. O. Hume) সাহেব 'তাহাদিগের গলদেশে কলসী বন্ধন করিয়া নদীজলে নিমজ্জন শ্রেয়ঃ' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন;—যে ভারতবাসীর দুরবস্থা দেখিয়া ১৮৭৯ সালে জন্ ব্রাইট তাহাদিগকে ইংলণ্ডবাসীর সহিত তুলনা করিয়া বলেন যে, 'ইংলণ্ডের অতি দরিদ্র ব্যক্তিও ভারতবাসীর দারিদ্র্যের বিষয় কল্পনা করিতে পারে না';—যে ভারতবাসীর সপরিবারে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থা ও জরাজীর্ণ বসন পরিধান দেখিয়া ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে মিষ্টার মার্শম্যান ওজস্বিনী ভাষায় তাহাদিগের দুরবস্থা লিপিবদ্ধ করেন;—যে ভারতবাসীর আর্ত্তনাদে স্যার চার্লস্ ইলিয়টেরও হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল;—যে দরিদ্র ভারতবাসীর উপর ইংরাজ বাহাদুরের বিচারে প্রজার মঙ্গলের জন্য নূতন নূতন দুঃসহ করভার অর্পিত হইতেছে;—যে ভারতবাসীর জমিদারের কর্ম্মচারিগণের কল্যাণে হিসাবানা, পার্ব্বণি, মাথুট প্রভৃতিতে প্রকৃতিগণ অহরহ উৎপীড়িত হইতেছে;—সে ভারতবাসীর দেশ যদি দুর্ভিক্ষের চিরসহচর না হয়,—সেখানে যদি দস্যু তস্করের উপদ্রবে প্রজাগণের পথ পর্য্যটন বিপদসঙ্কুল না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে?

১৮৬১ সালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষের পর ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যায়

ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গবর্ণমেণ্ট সময়োচিত প্রতীকার না করায় দেশের ছয় আনা রকম লোক খাদ্যাভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। ইহার পরেই ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; এই দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে না পাইতে পুনরায় ১৮৭৬ সালে দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। এই সময় লোকের জীবন ও অর্থ রক্ষা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। রত্নপ্রসূ ভারতবর্ষ শ্মশান-ভূমে পরিণত হইল; অন্নাভাবে মৃতজননীর স্তনে দুগ্ধ না পাইয়া অজ্ঞান শিশুসন্তান কখনও চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছে, কখনও বা ক্রোধে মাতৃবক্ষে চপেটাঘাত করিতেছে, কখনও বা অসহ্য উদরজ্বালায় দংষ্ট্রাঘাতে মাতৃস্তন ক্ষতবিক্ষত করিয়া শোষণ করিতেছে, অবশেষে ক্ষুধায় কাতর ও বিষে জর্জ্জরিত হইয়া স্নেহময়ী জননীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া তাঁহার শিশু তাঁহারই অন্বেষণে ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে। দেশ যেন জনশূন্য; যাহারা জীবিত, তাহাদেরও মুখে বাক্য নাই; হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি নাই। যাঁহারা ধনবান্, তাঁহাদিগেরও মনে দিবারাত্রি দুশ্চিন্তা;—দস্যুতস্করের আশঙ্কায় সকলে যেন জড়সড় হইয়াছে। কেবল দস্যুভয় নয়; শৃগাল কুকুরের ভয়ে গৃহের বাহির হইতে কেহই সাহসী হয় না। বাহিরে যাইবার বিশেষ আবশ্যক হইলে অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া ১০।২০ জন লোক দল বাঁধিয়া বাহির হইতে হয়। চারিদিকে যেন হাট বসিয়া গিয়াছে; হাটের খরিদদার শৃগাল কুক্কুর, বিক্রেতা দুর্ভিক্ষ; বিক্রয়-দ্রব্য নরমাংস; পচামাংস খাইয়া তৃপ্তিলাভ হইতেছে না বলিয়া খরিদদারগণ টাট্‌কা মাংসের জন্য জীবিত মনুষ্যকে লইয়া টানা-টানি করিতেছে। তখন সবলের রাজ্য; যাহার শারীরিক বল অধিক, সেই বল-পূর্ব্বক দুর্ব্বলের মুখের অন্ন কাড়িয়া খাইতেছে। এই দুর্ভিক্ষে কলিকাতা বর্দ্ধমান হুগলী মেদিনীপুর বাঁকুড়া প্রভৃতি সকল স্থানেই দস্যুর উপদ্রবে বিদেশগমন প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

দুর্ভিক্ষ হইলে কি হয়, খাজনা তো দেওয়া চাই! সুতরাং সকলকেই করের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস উপস্থিত; কালেক্টরীতে সংক্রান্তির সূর্য্যাস্তমধ্যে খাজনা দাখিল করিতে না পারিলে জমিদারী নিলাম হইয়া যাইবে; সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক অর্থ-সংগ্রহ করিয়া জমিদারগণ কালেক্টরীতে দাখিল করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

২৯ শে জ্যৈষ্ঠ; সূর্য্য প্রায় অস্তমিত; এমন সময় একটী গো-শকট ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে মেদিনীপুরের সন্নিহিত গোপনন্দিনীর তলায় আসিয়া পৌঁছিল। গোপ একটী ক্ষুদ্র পাহাড়,—মেদিনীপুরের দুই মাইল আন্দাজ পশ্চিমে অবস্থিত; এখানে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ অদ্যাবধি বর্ত্তমান; শুনিতে পাওয়া যায় যে ইহা মহারাষ্ট্রীয়দিগের দুর্গ ছিল। এই অট্টালিকা মৃত্তিকা হইতে অতি উচ্চে

অবস্থিত ; ইষ্টকের পরিবর্ত্তে ইহা ঝামা পাথরে নির্ম্মিত ; এই স্থান অতি মনোরম, কিন্তু অল্প অল্প জঙ্গলাবৃত ; মেদিনীপুরের মধ্যে ইহা একটী দেখিবার উপযুক্ত স্থান বটে ; এই স্থানে ক্ষণকাল উপবেশন করিলে মনে অনেক অতীত বিষয় পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই গোপ পাহাড়ের তলদেশে একটী হিন্দুদেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই দেবীর নাম গোপনন্দিনী ; মন্দির বটবৃক্ষতলে অবস্থিত ; রাখাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতিদিন ইহার পূজা হইয়া থাকে।

দেবীমন্দির দেখিয়া শকট আসিয়া বটবৃক্ষতলে দাঁড়াইল। শকটচালক ব্যতীত আরও তিন জন বলিষ্ঠ বরকন্দাজ শকটের রক্ষকরূপে আসিয়াছিল ; শকটের মধ্যে কেবল মাত্র একটী সুন্দর বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ। যুবকের নিকট একটী মাত্র ছোট কাষ্ঠসিন্দুক ; তিনি নিজে জমিদারীর টাকা দাখিল করিতে মেদিনীপুর কালেক্টরীতে যাইতেছিলেন। কাপড় চোপড়, টাকা কড়ি সমস্তই সিন্দুকের মধ্যে ছিল। যুবক শকট হইতে অবতরণ করিয়া দেবীর সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং চারিটি পয়সা দেবীমন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। বরকন্দাজগণও এই অবকাশে এক ছিলিম তামাকু সাজিয়া তৃপ্তিসহকারে ধূমপান করিতে লাগিল ; এমন সময় সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন।

আর কালবিলম্ব যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া যুবক শকটারোহণ করিলেন ও দ্রুতগতি শকট চালাইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। শকট বৃক্ষতল ছাড়াইয়া পাকা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল ; এমত কালে হৈ হৈ শব্দে ২৫। ৩০ জন দস্যু আসিয়া তাহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল। বরকন্দাজগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল ; প্রমাদ বুঝিয়া যুবক শকট হইতে অবতরণ করিয়া দস্যুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে দস্যুগণ জয়লাভ করিল ; যুবক, বরকন্দাজ ও শকটচালককে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়া সমস্ত অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক দস্যুগণ প্রস্থান করিল।

ঈশ্বরের কি অপার মহিমা ! কখন যে কাহাকে কি ভাবে নিয়োজিত করেন, তাহা মনুষ্যের দুরধিগম্য। মনুষ্যেরা কি ভ্রান্ত ! যখন তাঁহারা কোন একটী কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করেন, তখন মনে করেন যে, তাঁহাদেরই বুদ্ধিপ্রভাবে উহা সংসাধিত হইল। ঈশ্বরের অনুগ্রহ না থাকিলে কোনও আশ্চর্য্য বিষয়ই জগতে প্রচারিত হইত না। ঈশ্বর স্বহস্তে না করিয়া আমাদিগের দ্বারা কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করাইয়া লন। তিনি পথপ্রদর্শক, আমরা পর্য্যটক মাত্র ; তিনি সূত্রধর, আমরা অস্ত্রযন্ত্রাদি মাত্র। যখন যে কার্য্য সমাধান আবশ্যক হয়, তখনই তিনি তদুপযুক্ত অস্ত্র ব্যবহার করেন। আজি ৪।৫টী মনুষ্য দস্যুহস্তে আহত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় ধরাশায়ী ; তাহাদিগের উদ্ধার সাধনার্থ উপযুক্ত লোক আবশ্যক। ঈশ্বরের অভিলাষ অবশ্য পূর্ণ হইবে।

দস্যুগণ প্রস্থান করিবার পর ক্ষণকাল মধ্যেই টমসন নামক জনৈক সাহেব অনুচরবর্গসহ মেদিনীপুর হইতে সেই পথ দিয়া অশ্বারোহণে গমন করিতেছিলেন। গোপনন্দিনীর নিকট আগমন করিলে, গোঁ গোঁ শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সাহেব অনুচরবর্গকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন; এবং আলোকের সাহায্যে সেই স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। টমসন সাহেব ঘটনা বেশ বুঝিতে পারিলেন; এবং সকলকে সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে বলিলেন; কারণ, দস্যুকে বিশ্বাস নাই, তাহারা তাহাদিগকেও আক্রমণ করিতে পারে।

সাহেবের আজ্ঞামতে তাঁহার অনুচরবর্গ শব্দ লক্ষ্য করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। বহু চেষ্টার পর তাহারা একটী মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সাহেবের নিকট উপস্থিত করিল এবং অন্য ৩।৪ জন মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে বলিয়া জ্ঞাপন করিল। সাহেবের ও তাঁহার অনুচরবর্গের যত্নে যুবক একটু সুস্থ হইলেন, সকলেই তাঁহার জীবনের আশা করিতে লাগিল। সাহেব যুবককে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

এই যুবকের নাম সুধীর; ইনিই হতভাগিনী অমিয়ের স্বামী।

"সুধীরে লইয়া সাথে হৃষ্ট টমসন্
বর্দ্ধমান হাঁসপাতালে করিলা স্থাপন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

সতী-পঞ্চক।*

দ্বিতীয় স্তবক।

১। পতিব্রতা।

ইনি কৌশিক-পত্নী, মহাসাধ্বী; ইহাঁর সতীত্ববলে মৃত পতিও জীবিত হইয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠান নগরে কৌশিক নামে এক পাপাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি তাঁহারই পত্নী। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ বশতঃ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। কিন্তু পতিব্রতা

---

* সতীশতক গ্রন্থ-প্রকাশিত প্রথম পাঁচটী সতীর বৃত্তান্ত সঙ্কলনপূর্ব্বক "সতীপঞ্চক" নামে একটী প্রবন্ধ বামাবোধিনীতে মুদ্রিত করাতে গ্রন্থকর্ত্রী পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হইতে আর ৫টী সতীর বিবরণ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া তৎপ্রকাশের অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থও খণ্ড খণ্ড আকারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থকর্ত্রীর এ সৌজন্য, উদারতা ও সহৃদয়তায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার বহু যত্ন পরিশ্রমের আহৃত ফল সাধারণের নিকট সাদরে অর্পণ করিতেছি। পৌরাণিক উপাখ্যানের ঘটনা ও বর্ণনার সত্যাসত্য বিচার না করিয়া ইহার ভাবার্থ গ্রহণ করেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনা। বা, বো, স।

সেই কুষ্ঠরোগী স্বামীর চরণে তৈলমর্দ্দন, অঙ্গ সংবাহন, স্নান, গ্রাসাচ্ছাদন, শ্লেষ্মা মূত্র পুরীষ ও রক্তপ্রবাহ পরিক্ষালন, নির্জ্জনে হিতকথা ও প্রিয়সম্ভাষণাদি দ্বারা দেব-নির্ব্বিশেষে তাঁহার পূজা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পতি নিতান্ত রুগ্ন, কোপন-স্বভাব ও নিষ্ঠুর বলিয়া বিনীতা পত্নী দ্বারা নিরন্তর পূজিত হইয়াও তাঁহাকে সর্ব্বদা ভর্ৎসনা করিতেন। পতির চলিবার শক্তি ছিল না, তথাপি পাপপ্রবৃত্তি প্রবল ছিল। একদা পত্নীকে আদেশ করিলেন আমি যে এক পরম রূপবতী বারনারীকে দেখিয়াছি, সে যে রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে বাস করে, তুমি আমাকে সেইখানে লইয়া চল। হে ধর্ম্মজ্ঞে! সেই আমার হৃদয়মাঝারে বর্ত্তমান রহিয়াছে, অতএব আমাকে তাহার নিকট সত্বর লইয়া চল। আমি প্রাতঃকালে সেই সুরূপা অবলাকে দেখিয়াছি; এক্ষণে রাত্রি হইয়াছে, তথাপি আমার হৃদয় হইতে তাহার ছবি অন্তর্হিত হইতেছে না। যদি সেই ভুবনমোহিনী তরুণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বালিকার সহিত সম্মিলন না হয়, তবে দেখিবে যে নিশ্চয়ই আমার প্রাণত্যাগ হইবে। দেখ অনেক লোক তাহার প্রার্থী, আমার আবার দারিদ্র্য ও চলিবার শক্তি নাই, সুতরাং আমার পক্ষে বিষম সঙ্কট হইতেছে। পতিব্রতা স্বামীর এইরূপ কাতরবাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎকার্য্য-সাধনে বদ্ধ-পরিকর হইলেন এবং ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিলেন। পরে স্বামীকে স্বীয় স্কন্ধে আরোপণ করিয়া মৃদুমন্দ-গতিতে যাইতে লাগিলেন। একে রাত্রি-কাল, তাহাতে আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সুতরাং সেই স্বামীর প্রিয়কারিণী সৎকুলসম্ভূতা মহাভাগা দ্বিজাঙ্গনা চঞ্চল বিদ্যুৎ আলোকে ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প দর্শন করিয়া রাজপথের দিকে যাইতে লাগিলেন। তখন মাণ্ডব্য মুনি চোর না হইয়াও চোরসন্দেহে শূল-প্রোথিত হইয়া পথিমধ্যে অন্ধকারে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। হঠাৎ সেই পত্নী-স্কন্ধ-সমারূঢ় কৌশিক ব্রাহ্মণের পদ সঞ্চালিত হইয়া মুনিবর মাণ্ডব্যের শরীর স্পর্শ করিল, পদাঘাতে ঋষিবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "যে ব্যক্তি পদচালনা করিয়া আমাকে অধিকতর ব্যথিত করিল, সূর্য্যোদয় হইলেই সেই ক্রূর পাপাত্মা নরাধম অসহ্য যন্ত্রণা ভোগে প্রাণত্যাগ করিবে।" অনন্তর পতিপরায়ণা পতিব্রতা মুনিবরের এই নিদারুণ শাপ স্মরণ করত অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কহিলেন "সূর্য্য আর উদিত হইবে না।" তদনন্তর সেই পতিশোকাকুলা ব্রাহ্মণ-পত্নীর আদেশে সূর্য্যদেবের অনুদয়ে রাত্রিই রহিল। এইরূপে বহু দিন পরিমাণে রাত্রি অতীত হইলে দেবতারা ভয় পাইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন সূর্য্যোদয় ভিন্ন জগতের রক্ষার আর উপায় নাই, এক্ষণে কি প্রকারে সৃষ্টি রক্ষা হয়। ব্রহ্মা বলিলেন "তেজ দ্বারা তেজঃ ও তপ দ্বারা তপের বিনাশ হয়। পতিব্রতার সতীত্বমাহাত্ম্যে দিবাকর উদি-

হইতেছেন না। সূর্য্যোদয়ের অভাবে তোমাদিগের ও মর্ত্ত্যগণের অত্যন্ত হানি হইতেছে, অতএব যদি তোমরা সূর্য্যোদয়ের অভিলাষ কর, তবে একমাত্র পতিব্রতা তপস্বিনী অত্রিপত্নী অনসূয়াকে প্রসন্ন কর।" অনন্তর অনসূয়া দেবগণ কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া কহিলেন "তোমাদের অভিলষিত বিষয় বল।" দেবতারা কহিলেন 'পূর্ব্বের ন্যায় দিবা রাত্রি হইতে থাকুক।' অনসূয়া কহিলেন "পতিব্রতার কথা মিথ্যা হইবার নহে। যাহা হউক যাহাতে পুনরায় অহোরাত্রের সংস্থাপন হয় এবং সেই সাধ্বীরও স্বামি-বিনাশ সংঘটন না হয়, সেইরূপে পুনরায় দিবসের সৃষ্টি করিব।" অনসূয়া এই বলিয়া সেই সতীর আলয়ে গমন করিলেন। তৎপরে পতিব্রতাকে নানাবিধ বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, "কল্যাণি! তুমি তো স্বামীর মুখদর্শনে আহ্লাদিত হইতেছ এবং সকল দেবতা হইতে স্বামীকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছ! দেখ, আমিও কেবল পতি-শুশ্রূষা দ্বারাই মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমার সমস্ত অভিলষিত বিষয় সিদ্ধিহেতু বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধক সকল তিরোহিত হইয়াছে। হে সাধ্বি! পুরুষগণ সর্ব্বদা পঞ্চপ্রকার ঋণ শোধ করিবে:— স্বীয় বর্ণের ধর্ম্মানুসারে ধনসঞ্চয় করিয়া সঞ্চিত অর্থ উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করিবে। আর সর্ব্বদা সত্য, সরলতা, তপঃ, দান ও দয়াপর হইবে এবং প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে অনুরাগসহ দ্বেষবিবর্জ্জিত শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া সকলের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিবে। পতিব্রতে! পুরুষগণ এইরূপ মহাক্লেশে স্বজাতি-বিহিত লোক সকল প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে প্রাজাপত্যাদি লোক সকলেও গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সাধ্বী স্ত্রীগণ একমাত্র পতিসেবা দ্বারাই পুরুষের বহুকষ্টার্জ্জিত ঐ পুণ্য সকলের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে যজ্ঞ বা উপবাসের কোনও পৃথক্ বিধান নাই, কেবলমাত্র স্বামি-শুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম, কারণ স্বামীই স্ত্রীলোকের পরম গতি। দেখ পুরুষেরা দেবতা, অতিথি বা পিতৃগণের প্রতি সৎক্রিয়া অনুসারে যে পূজাদি প্রদান করেন, অনন্য-মানসা-নারী কেবল পতিশুশ্রূষা দ্বারাই তাহার অর্দ্ধাংশ ভোগ করিয়া থাকেন।"

পতিব্রতা দেবী অনসূয়ার বাক্য শ্রবণে সমাদরসহকারে তাঁহার প্রতি পূজা করিয়া বলিতে লাগিলেন "হে স্বভাব-শুভদায়িনি! অদ্য আমি ধন্যা ও অনুগৃহীতা হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে দেবগণও আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আপনি আজ আমার স্বামিভক্তির সংবর্দ্ধন করিলেন। আমি জানি যে নারীদিগের পতির তুল্য আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি প্রসন্ন থাকিলেই ইহলোক ও পরলোকে মহোপকার সাধিত হয়। হে যশস্বিনি দেবি! একমাত্র পতির প্রসাদেই নারীগণ ইহলোকে ও পরলোকে পরম সুখ ভোগ করে, কারণ ভর্ত্তাই রমণীদিগের এক

মাত্র দেবতা। হে শুভে! হে মাননীয়ে! আপনি যখন আমার আলয়ে আগমন করিয়াছেন, তখন আমাকে অথবা আমার স্বামীকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন্! যথাসাধ্য আপনার বাক্য প্রতিপালিত হইবে।” অনসূয়া কহিলেন, “সাধ্বি! তোমার বাক্যানুসারে দিবা রজনী অপাস্ত হওয়ায় সৎক্রিয়া সকল বিনষ্ট হইয়াছে—জগৎ ধ্বংসের উপক্রম হইয়াছে। সেই জন্যই দেবগণ আমার নিকট পূর্ব্বের ন্যায় দিনযামিনী সংস্থাপন প্রার্থনা করায় আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। হে তপস্বিনি! দিনের অভাবে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইতেছে, এই মহৎ আপদ হইতে যদি জগৎকে রক্ষা করিতে তোমার ইচ্ছা হয়, তবে হে সাধ্বি, তুমি সর্ব্বজীবের প্রতি প্রসন্ন হও, সূর্য্যদেব পূর্ব্বের ন্যায় উদিত হউন্।” পতিব্রতা কহিলেন, “মাণ্ডব্য মুনি অত্যন্ত ক্রোধভরে আমার স্বামীকে এইরূপ শাপ দিয়াছেন, ‘সূর্য্য উদিত হইলেই তোমার প্রাণত্যাগ হইবে’।” অনসূয়া কহিলেন, “যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমি তোমার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিব, এবং তিনি নব কলেবর প্রাপ্ত হইবেন। হে বরবর্ণিনি! পতিব্রতা রমণীর মহিমা সর্ব্বতোভাবে আমার আরাধনীয়া, সুতরাং আমি তোমার সম্মাননা করি।” পতিব্রতা ‘তথাস্তু’ বলিলে সূর্য্যদেব উদিত হইয়া জগৎকে নবজীবন প্রদান ও কৌশিকের প্রাণ হরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ যেমনি প্রাণ ত্যাগ করিয়া ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন, অমনি তৎপত্নী পতিব্রতা মহাশোকে চীৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনসূয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, “ভদ্রে, পতিগতপ্রাণে! তুমি বিষণ্ণা বা ব্যাকুলা হইও না, পতিব্রতা বিধবা হইতে পারে না। আমি পতিসেবা দ্বারা যে তপোবল লাভ করিয়াছি, অচিরেই তাহা তোমার নয়নগোচর হইবে। রূপ, শীল, বুদ্ধি, বাক্য ও মধুরতা প্রভৃতি সদ্গুণ দ্বারা কখনও কোনও পরপুরুষকে যদি স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যবলে আজ এই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত যুবা হইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করতঃ পত্নীর সহিত শত বর্ষ জীবিত থাকুন। আমি যদি অন্য দেবতাকে স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই সত্য দ্বারাই এই ব্রাহ্মণ নিরাময় হইয়া পুনর্ব্বার জীবিত হউন। কায়মনোবাক্যে যদি স্বামীরই আরাধনায় আমার উদ্যম থাকে, তবে এই দ্বিজবর জীবিত হউন্।” তদনন্তর দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত হইয়া যুব-কলেবরে অজর অমরের ন্যায় দেহপ্রভায় স্বীয় নিকেতন উজ্জ্বল করতঃ সমুত্থিত হইলেন। তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। অনসূয়া বিদায় লইলেন, পতিব্রতাও নীরোগ তরুণ স্বামী লাভ করিয়া মনের সুখে তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

২। সুশোভনা।

পূর্ব্বকালে মঙ্কন নামক এক ব্রাহ্মণের আকথ নামে এক পুত্র ছিল। সেই আকথের পত্নীই সাধুশীলা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-রূপা দয়াবতী সাধ্বী সুশোভনা। আকথ মুনি পিতৃবর্জ্জিত হইয়া পত্নীসহ অতি দরিদ্রভাবে পঞ্চাহ পরে ষষ্ঠ দিনে ভোজন করিতেন, কিন্তু তিনি পরম ধার্ম্মিক ও করুণাসমন্বিত ছিলেন।

একদা তিনি পঞ্চাহ উপবাসের পর ষষ্ঠাহে ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমত সময় একজন সন্ন্যাসী তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন এবং মধুর বাক্যে কহিলেন "হে বিপ্র! আমি এক মাস উপবাসী আছি, অদ্য ভোজনের জন্য তোমার আলয়ে আসিলাম, যদি তোমার দানের উপযুক্ত আহার্য্য থাকে ভালই, নচেৎ অন্যের গৃহে যাইয়া ক্ষুধা শান্তি করি।"

আকথ যতির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন "হে দ্বিজেন্দ্র! পঞ্চ দিবসের পর অদ্য ষষ্ঠ দিবসে আমার গৃহে আহার্য্য আসিয়াছে, অতএব আর কোনও চিন্তা নাই, আমি অবশ্যই ভবদীয় পাদপদ্ম প্রক্ষালনপূর্ব্বক সৎকার করিব।"

যোগী আকথের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অনুমোদন করিয়া তদ্‌গৃহে ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলেন। আকথ তাঁহার পাদপদ্ম ধৌত করিলেন। পত্নী সুশোভনাও আহ্লাদসহকারে বনজাত শাক মূলাদি পাক করিয়া প্রস্তুত অন্ন কদলী-পত্রে পরিবেশিত ও ঘৃতযুক্ত করিলেন। যোগী অতি আদরে অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্তই ভক্ষণ করিলেন, কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

সন্ন্যাসীকে ভোজনে সুপ্রীত দেখিয়া তপস্বী আকথ সস্ত্রীক পরমানন্দিত হই-লেন। যতিবর ভোজনান্তে যথেচ্ছ গমন করিলেন। তৎপরে সুশোভনা ও তৎ-স্বামী নিরাহারে সানন্দে জপ ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সেই আকথ সাধুশীলা পত্নীর সহিত কপোতবৃত্তি অব-লম্বন করিলেন। পঞ্চাহ অতীত হইলে জনৈক দিগম্বর চক্ষু কর্ণ ও পদবিহীন কৃশাঙ্গ, ক্ষতনখ, তেজস্বী, সর্ব্বশাস্ত্রপার-দর্শী দ্বিজ সাম বেদগান করিতে করিতে তাঁহাদের গৃহে আগমন করিলেন। তদ্দর্শনে আকথ সুশোভনাকে কহিলেন, "প্রিয়ে! এই যে বিকৃতাঙ্গ ব্রাহ্মণ আমাদের গৃহে আগমন করিতেছেন, ইঁহাকে আমাদিগের অদ্যকার আহার্য্য অন্নের অর্দ্ধাংশ প্রদান কর। অপরার্দ্ধ তোমার নিজের নিমিত্ত রক্ষা কর; কারণ আমার বোধ হইতেছে যে, অদ্যকার দিন তোমার উপবাসে গত হইলে পুনঃ ষষ্ঠাহ পর্য্যন্ত আহারাভাবে তোমার জীবনাভাব হইবে। তুমি অতি সুকোমলা, এরূপ সুদীর্ঘ উপবাস বহনে অক্ষমা।" সাধ্বী সুশো-ভনা কহিলেন "বিধাতৃকর্ত্তৃক ললাটে লিখিত আয়ুঃ উপবাস দ্বারা ক্ষয় বা আহার দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ব্রাহ্মণকে এই অন্ন দান করিলে আমার কিছুই

শারীরিক কষ্ট হইবে না, প্রত্যুত অপার মানসিক আনন্দ লাভ হইবে।” আকথ কহিলেন “যখন চিরায়ুঃ যক্ষেরও মস্তক মৃত্যু কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়াছিল, তখন স্বল্পায়ুঃ মনুষ্যের কথা কি? তুমি এই মত পরিত্যাগ করিয়া ভোজন কর, নতুবা তোমার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে, ব্রাহ্মণকে আমার ভাগের অন্নদান করিব।”

সুশোভনা কহিলেন “দেব, আপনি অভুক্ত থাকিলে আমি কিপ্রকারে আহার করিব? আমার কি অগ্রে ভোজন করা উচিত? আপনিও আজ ত্রয়োদশ দিন আমার ন্যায় উপবাসী আছেন, তবে আমাকে এমত অনুরোধ করিতেছেন কেন? আমি আর একটী কথা বলি তাহা শ্রবণ করুন। অন্নই মূল, দেহধারী প্রাণীদিগের প্রত্যক্ষ প্রাণস্বরূপ, তদ্ধেতু পণ্ডিতগণ অন্নদাতাকে প্রাণদাতা কহিয়া থাকেন। প্রাণিগণ অন্ন হইতে উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহা হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু আর নাই এবং উহার দানে মহা পুণ্য হইয়া থাকে। বায়ুচালিত অশ্বথ-পত্রাগ্র-সংলগ্ন বারিবিন্দুবৎ ক্ষণপতনশীল জীবন প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান না করিলে জীবনকে ব্যর্থ করা হয়। ধর্ম্মই পরলোকের সহায় হন। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণ, ধনসম্পত্তি ও যৌবন ইহকালে মহোপকার সাধনে সমর্থ, কিন্তু পরলোকে সাহায্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক মরণকেও ধর্ম্মকার্য্য বলা যায়। অতএব অতিথি-বঞ্চনাপূর্ব্বক অন্নভোজন দ্বারা আমাদের ফল কি? ধর্ম্মাত্মা আথক সাধ্বী ভার্য্যা সুশোভনার এবম্বিধ সারগর্ভ বাক্য শ্রবণে উভয়ে মিলিয়া হৃষ্টচিত্তে সমস্ত অন্ন ব্রাহ্মণ অতিথিকে দান করিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণ অতিথিকে ভগবান্ শঙ্করস্বরূপ ভাবিয়া তাঁহার জানু, জঙ্ঘা, গুল্ফ ও পদতল প্রক্ষালন করিয়া গৃহাঙ্গনে আনয়নপূর্ব্বক পাদসন্ধি উন্মোচন করত তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইলেন এবং সম্যক্ অর্চ্চনাপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে ভোজন করাইলেন। তদনন্তর বিকলাঙ্গ দ্বিজ শিবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কহিলেন “আমি তোমাদিগকে বর দিবার জন্যই আগমন করিয়াছি, তোমরা উভয়ে ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।” তখন আকথ ও তৎপত্নী সুশোভনা নিরতিশয় হৃষ্টচিত্তে বিভুপাদে প্রণিপাতপূর্ব্বক তৎপদ-ভক্তিরূপ বরই প্রার্থনা করিলেন, এবং ঐ পুণ্যবলেই শিবলোক প্রাপ্ত হইলেন।

৩। মনোরমা।

ইনি সপ্তদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীজয়ী মহাত্মা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সাধ্বী পত্নী। ইনি অতিশয় বিদ্যাবতী, যোগজ্ঞা, পতিসেবাপরায়ণা, বুদ্ধিমতী ও মনোহারিণী ছিলেন। মনোরমা স্বামীকে পুরুষশ্রেষ্ঠ পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত জানিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বহির্বাটীতে রাজ-সমীপে আগমনপূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। রাজা

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজসভামধ্যে মনোরমাকে সন্দর্শন করতঃ প্রফুল্লনয়নে প্রসন্নবদনে তাঁহাকে কহিলেন, "প্রিয়ে! আমি জমদগ্নিকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলাম। তৎপুত্র পরশুরাম ভ্রাতৃগণসহ যুদ্ধার্থে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইয়া আমাকে আহ্বান করিতেছেন। তিনি ভবানীপতির নিকট অব্যর্থ অস্ত্র পাইয়া একবিংশ বার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্যা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে আমার বামাঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে এবং গত রাত্রিতে অশুভফলপ্রদ স্বপ্নও দেখিয়াছি। আমি যে সব বিষয় স্বপ্নে দেখিয়াছি তাহা পূর্ব্বে কখনও চিন্তা করি নাই, অথবা আমার পিত্ত বা বাতিক কিংবা কফ জন্য পীড়াদিও ছিল না। প্রিয়ে, এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তাহা বল।" স্বামীর এবম্বিধ বাক্যশ্রবণে তৎপত্নী মনোরমা উত্তপ্ত-হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে গদ্‌গদ স্বরে রাজাকে বলিতে লাগিলেন "হে মহারাজ! হে সুন্দরাগ্রগণ্য! হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! হে প্রাণপতে! আপনি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়, আপনি আমার শুভকর বাক্য শ্রবণ করুন্। পরশুরাম নারায়ণের অংশ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি অতি বলিষ্ঠ এবং জগদীশ্বর হইতে অস্ত্রাদি লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি ধরাকে একবিংশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ-বাসনা পরিত্যাগ করুন। আপনি পাপা-চারী রাবণকে জয় করিয়া আপনাকে বলবান্ বোধ করিতেছেন। রাবণকে আপনি নিজশক্তিতে জয় করেন নাই। সে পাপাত্মা নিজ পাপদ্বারা পরাজিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম রক্ষা করে না, জগতে কেহই তাহার রক্ষাকর্ত্তা হয় না, সে অধার্ম্মিক মূর্খ আপনা আপনিই বিনষ্ট হয়, সে পাপী জীবিত থাকিলেও মৃত-তুল্য। অন্তর্যামী পরমাত্মা প্রতিক্ষণ লোকের শুভাশুভ কর্ম্ম দর্শন করিতেছেন, অজ্ঞান লোকে তাহা জানিতে পারে না। হে মহারাজ! পুত্র ভার্য্যা প্রভৃতি পরিজন-বর্গ এবং ঐশ্বর্য্য সমস্ত জলবুদ্‌বুদের ন্যায় অচিরস্থায়ী। ইহাদিগের বিনাশ অখণ্ড-নীয়। এ সংসার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্ব্বদা ধর্ম্ম-চিন্তা ও ভক্তিপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া থাকেন। নাথ! সেই ভগবান্ দত্তাত্রেয় মুনির জ্ঞানোপদেশ কি বিস্মৃত হইয়াছেন? তাহা না হইলে বিপ্রহিংসাতে কিরূপে আপনার মন গেল? আপনি উপবাসী থাকিয়া জমদগ্নির আশ্রমে যাইয়া তাঁহার আতিথ্যে শান্তি লাভ করতঃ ভোজনান্তে সেই নির্দ্দোষ আশ্রয়দাতা বিপ্রকে হত্যা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি গুরুজন ও দেব-গণের অনিষ্ট করে, তাহার প্রতি অভীষ্ট-দেব রুষ্ট হন্, বিপদ তাহার নিকটবর্ত্তী হয়। হে মহারাজ! সেই দত্তাত্রেয় মুনিকে স্মরণ করুন্। গুরুভক্তিই সকল বিপদ্ বিনষ্ট করে। রাজন্! ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কিঙ্কর, আপনি যুদ্ধবাসনা ত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণপুত্র পরশুরামের শরণাপন্ন

হউন্! সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দেবতার মত শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইলে আপনার অসম্মান না হইয়া মহৎ কীর্ত্তি লাভ হইবে, সুতরাং জামদগ্নির শরণাপন্ন হউন্।" মহাপতিব্রতা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বামীর মুখপদ্ম দর্শন করিতে করিতে বারংবার রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার বলিলেন "মহারাজ! আপনি স্নান করুন, আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ অভিলষিত দ্রব্য ভোজন করাইব; রাজন্! আপনার এই সুন্দর শরীরে আমি উৎকৃষ্ট চন্দন, অগুরু, মৃগনাভি, কুঙ্কুম এবং আবীর এই সকল গন্ধ-দ্রব্য অনুলেপন করিয়া দিব। হে নাথ! কিছুকাল সজ্জীকৃত শয্যোপরি বিশ্রাম করুন্, আপনাকে এ জন্মের মত দর্শন করিয়া লই। হে নরপতি! পতিব্রতা নারীগণের পতির প্রতি পুত্র হইতে শতগুণ স্নেহ হয়, ইহা ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং বেদশাস্ত্রে নিরূপণ করিয়াছেন।" মহারাজ মনোরমার বাক্যান্তে কহিলেন "হে প্রিয়ে! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। আমি তোমার সমস্ত বাক্যই শ্রবণ করিয়াছি। শোকার্ত্ত মনুষ্যের বাক্য সভামধ্যে গণ্য হয় না। হে সুন্দরি! সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক, লোকের সহিত বিবাদ এবং লোভ এ সকল মনুষ্যের শুভাশুভ কর্ম্মের ভোগ-কালে উপস্থিত হয়। কালই লোককে কখন রাজ্য প্রদান করিতেছে, কখন মৃত্যুঘটনায় পাতিত করিতেছে; কালই আবার লোকের জন্মপরিগ্রহণ করাইতেছে, জগৎ সৃষ্টি ও বিলোপ করিতেছে; কালই জগৎ প্রতিপালন করিতেছে। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানই লোকসমূহের অদৃষ্ট-শুভাশুভ-ফলদাতা। সেই ভগবানের আজ্ঞায় এ সংসার একবার প্রকাশিত ও একবার লুপ্ত হইতেছে—মনুষ্যের স্বেচ্ছায় কিছুই হয় না। অতএব হে প্রিয়ে, নিবৃত্ত হও। আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরশুরাম রূপ হুতাশনে পড়িতেছি, ইহা মনে করিও না; আমি জানি পরশুরাম নারায়ণের অংশ হইতে উৎপন্ন। তিনি একবিংশতিবার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিবেন, তাহাও জানিয়াছি। হে সুব্রতে! কখনই পরশুরামের প্রতিজ্ঞা বিফল হইবে না। আমি তাঁহার নিকট পরাজয় প্রাপ্ত হইব, ইহাও আমি সম্যক্‌রূপে অবগত আছি, জানিবে। আমি সমস্ত ভবিষ্যৎ কার্য্য জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু কি নিমিত্ত কাপুরুষের ন্যায় পরশুরামের নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিব? প্রিয়ে! তাহা কখনই হইবে না। এ ধরাধামে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি হইতে মৃত্যুলাভ শ্রেয়স্কর জানিবে।" নৃপবর এইরূপ বলিয়া রণ-গমনে উদ্যত হইলেন; বাদকগণকে রণবাদ্য বাজাইতে আদেশ করিলেন। এককোটি নরপতি, ত্রিলক্ষ প্রধান ভূপাল, মহাবলপরাক্রান্ত লক্ষ অক্ষৌহিণী-পরিমিত সৈন্য, অশ্বহস্তী ও অসংখ্য পদাতিকসহ রণ-গমনে উদ্যত হইলেন।

রাজা স্বয়ং বর্ম্মধারণপূর্ব্বক অক্ষয় বাণ-যুক্ত ধনুক হস্তে লইয়া রণগমনোন্মুখ হইয়াছেন, ইহা দর্শন করতঃ সতী-প্রধানা মনোরমা স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদনন্তর নিজ স্বামীকে বহু অনুনয় বিনয়েও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে অসমর্থা হওয়াতে সতী ক্রীড়া-গারে প্রবেশ করতঃ কার্ত্তবীর্য্য মহা-রাজকে ক্ষণকাল শয্যোপরি বসাইয়া তাঁহার মুখপদ্ম দর্শন করিতে লাগিলেন। মনোরমা স্বামীর প্রমুখাৎ যাহা যাহা শ্রবণ করিলেন, তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ কার্য্য সমস্ত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিণাম অমঙ্গলজনক ইহাও নিশ্চিত-রূপে বুঝিলেন। তখন তিনি পুত্রগণ, জ্ঞাতিবর্গ এবং স্বীয় কিঙ্করগণকে সম্মুখে আনিয়া শ্রীহরিপাদপদ্ম স্মরণ ও সংসারকে অসার জ্ঞান করতঃ যোগাবলম্বনপূর্ব্বক নিজ শরীরস্থ ষট্‌চক্র ভেদ করিলেন। পরে মস্তকোপরি প্রাণবায়ুকে উত্থাপিত করিয়া বুদ্‌বুদ্‌ সদৃশ বিষয় হইতে আকর্ষণ-পূর্ব্বক স্বীয় চঞ্চলচিত্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদলপদ্ম মধ্যে স্থাপন ও নিষ্কল পরমব্রহ্মের জ্ঞানরজ্জু দ্বারা বন্ধন করত ত্রিবিধ কর্ম্ম সমূলে সন্ন্যাস করিলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি স্বামীর অগ্রেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার দৃষ্টি নিষ্কাম ভাবে স্বামীতে বদ্ধ এবং তাঁহার বাহুদ্বয় প্রাণাধিক প্রিয়তম পতির কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া আছে। পত্নীকে মৃত দেখিয়া রাজা বহু শোক ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে দৈববাণী দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে গমন করিয়া রাজাও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলেন। সাধ্বী মনোরমার সহিত সম্মিলনে উভয়ে পরমানন্দে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

৪। বেদবতী।

ইনি চিরকুমারী মহাজ্ঞান-শীলা এবং ধার্ম্মিকা ছিলেন। ইনি মহাত্মা কুশধ্বজের ঔরসে মালবতীর গর্ভে লক্ষ্মীর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই উত্তমজ্ঞানসম্পন্না হইয়া সূতিকা-গৃহেই বেদ পাঠ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই মনীষিগণ ইঁহার নাম বেদবতী রাখিয়াছিলেন। ইনি সম্রাট্‌-কন্যা হইয়াও জাত মাত্রেই স্নান করতঃ তপস্যার জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন।

এই বালিকা তপস্বিনী এক মন্বন্তর কাল পুষ্করতীর্থে উগ্র তপস্যা করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছু মাত্র ক্লেশ হইল না; বরং নিরাহারে নবযৌবন-সম্পন্ন হইয়া তাঁহার শরীর পুষ্ট ও জ্যোতির্ম্ময়ী কান্তিবিশিষ্ট হইল। একদা তিনি দৈববাণী শুনিতে পাইলেন "হে সুন্দরী! তুমি জন্মান্তরে জগদীশ্বর হরিকে পতি পাইবে, সেই ব্রহ্মাদির দুরারাধ্য পতি লাভ করিয়া সুখে অবস্থান করিবে।" এইরূপ দৈববাণী শ্রুত হইয়া পুনর্ব্বার অত্যধিক উত্তম সহকারে গন্ধমাদনে অতি নির্জ্জনে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

কুশধ্বজ-কন্যা বেদবতী গন্ধমাদনে বহু কাল তপস্যা করত সেই স্থান নিরাপদ মনে করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহার সম্মুখে মায়াবী লঙ্কেশ্বর রাবণ দণ্ডায়মান। তাঁহাকে অতিথি-জ্ঞানে পাদ্যঅর্ঘ্য দ্বারা সৎকার করত সুস্বাদু ফল মূল ও সুশীতল জল প্রদান করিলেন। পাপিষ্ঠ রাক্ষস তাহা ভোজন করিয়া তাঁহার সমীপে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি! তুমি কে? কাহার কন্যা?" বেদবতী নিরুত্তরা হইয়াছিলেন। মূঢ়মতি রাবণ সেই মনোহারিণী, শরৎকালীন পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল-বদনা সুহাসিনী সুদর্শনা বেদবতীকে দর্শন করত হতজ্ঞান হইল। তৎপরে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইল। তখন সতী বেদবতী সুতীক্ষ্ণ ক্রোধময়ী দৃষ্টিতে তাহাকে স্তম্ভিত করিলেন। পামরের হস্ত, পদ, মুখ প্রভৃতি সমস্তই জড়ীভূত হইল—সে আর নড়িতে চড়িতে পারিল না। পাপিষ্ঠ তখন সেই সুপবিত্রা পদ্মাংশসম্ভূতা পদ্মলোচনা সতী বেদবতীকে মনে মনে স্তব করিতে লাগিল। দেবী বেদবতী তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করিলেন, এবং বলিলেন "তুমি এই আমার জন্য সবান্ধবে বিনষ্ট হইবে।" সতী এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া ঘন ঘন কম্পিতা হইতে লাগিলেন। একটু স্থির হইয়া বলিলেন "তুমি যখন আমার শরীর স্পর্শ করিয়াছ, তখন এ অপবিত্র দেহ ত্যাগ করিব, তাহা দর্শন কর।" এই বলিয়া মহাজ্ঞানশীলা ধর্ম্মপরায়ণা যোগজ্ঞা বেদবতী যোগবলে প্রাণবায়ু নিরোধ করিলেন এবং জ্যোতির্ম্ময় আভায় বনস্থল প্রোজ্জ্বল করিয়া দিব্যলোকে চলিয়া গেলেন। রাবণ তাঁহার মৃতদেহ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিল এবং "আহা! কি অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম, হায়! আমি কি অন্যায় কাজই করিলাম" এই প্রকার নানারূপ বিলাপ পরিতাপ করিতে করিতে নিজ-আলয়ে গমন করিল। এই মহাসাধ্বী বেদবতীই কালান্তরে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

৫। কালিন্দী।

ইনি সগরের জননী, অযোধ্যাধিপতি মহাত্মা অসিতের সাধ্বী পত্নী। মহারাজ ভরত-পুত্র অসিত, শশবিন্দু ও হৈহয় প্রভৃতি নৃপতিগণসহ যুদ্ধে অল্প সৈন্য-বলপ্রযুক্ত পরাস্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হইলে, এই পতিব্রতা সতী তাঁহার অনুগামিনী হন। রাজা হিমালয় প্রদেশে তুষারাবৃত ভীষণ অরণ্যে তপস্যায় নিযুক্ত হইলে তিনিও শারীরিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসিনী সন্ন্যাসিনীর ন্যায় একাগ্রচিত্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মহারাজ অসিত কালক্রমে লোকান্তর-গত হইলে ইনি গর্ভবতী থাকাতে মহর্ষি চ্যবনের আদেশে প্রাণত্যাগ করেন নাই। একদা ইহাঁর সপত্নী গর্ভ বিনষ্ট করিবার মানসে ইহাঁকে গরল মিশ্রিত খাদ্য প্রদান

করেন। তখন সাধ্বী-বিধবা নিরাশ্রয়া কালিন্দী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। তদনন্তর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শোকভরে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দেবতুল্য তেজঃসম্পন্ন ভৃগু-নন্দন মহাত্মা চ্যবনসমীপে গমনপূর্ব্বক ভূ-পতিতা হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করেন। সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি সেই পুত্রার্থিনীর মনোভাব পরিজ্ঞাত হইয়া বলিলেন "মহাভাগে! তোমার গর্ভ নষ্ট হইবে না, তোমার গর্ভে মহাতেজস্বী, মহাবলশালী, ভুবনবিজয়ী, মহাবীর্য্যসম্পন্ন শ্রীমান্ পুত্র জীবিত আছে; অচিরকালমধ্যে তোমার সেই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবে। কমল-লোচনে! তুমি আর শোক করিও না।" তদনন্তর সেই পতিব্রতা বিধবা রাজপত্নী মুনিকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। কালক্রমে মুনিবর যখন রাজভবনে উপস্থিত হন, তখন রাণী এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। তাঁহার গর্ভ বিনষ্ট করিবার জন্য সপত্নী যে গরল বা গর দিয়াছিল, তাঁহার পুত্র সেই গরের সহিত উৎপন্ন হওয়ায় মহাত্মা চ্যবন ঐ নবজাত শিশুকে "সগর" নামে আখ্যাত করেন। এই সগর সমস্ত পৃথিবী শাসন করেন এবং তাঁহার ষষ্ঠীসহস্র একটী পুত্র হয়। এই সগর-পুত্রগণই পৃথিবীর চারি-দিকের চারি সাগর খনন করেন। মহা-সতী কালিন্দী সপত্নী বিষপ্রদান করিলেও তাঁহাকে কোন প্রকার অভিসম্পাত করেন নাই। তাঁহার ঔদার্য্য, ধৈর্য্য এবং ধর্ম্মভাবের তুলনা নাই। তাহা সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বকালীন নারীর অনুকরণীয়।

শ্রীনির্ম্মলাবালা।

বর্ষায় পদ্মা।*

অয়ি পদ্মে! একি হায় একি তোর মতি!
একি ঘোর অট্টহাসি,
উগ্রচণ্ডা মুক্তকেশী,
একি ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবী মূরতি!
চরণ-দাপটে যে রে,
ধরা টলমল করে,
ভীষণ তাণ্ডব নৃত্যে গরাসিতে ক্ষিতি,
ঘোর গরজনে আজি,
আবার চলেছ বুঝি,
তাই এ রুদ্রাণী-বেশ এ উন্মাদ গতি!
একি সর্ব্বনাশী ক্রোধ আসুরী শকতি! ১
শ্যামল সুন্দর কত গ্রাম সুশোভন!
নয়নরঞ্জন কত,
সুখময়ী পল্লী শত,
কত সৌধ অট্টালিকা আনন্দ-ভবন!
দরিদ্রের মহামূল্য,
প্রাণের শোণিততুল্য,
সবুজ শস্তের ক্ষেত কুটীর প্রাঙ্গণ।

* পদ্মা পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ নদী। এই ভয়ঙ্কর নদী উক্ত অঞ্চলের কত দেশ ও কত গ্রাম ভাঙ্গিয়া যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সবি তোর কুক্ষিগত,
হয়েছে জন্মের মত,
মিটাইতে তোর ক্ষুধা গিয়াছে সে ধন।
তোর মত নিরদয়া,
কঠিন পাষাণ-হিয়া,
হেন সর্ব্বগ্রাসী তৃষা তোমার মতন,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে দেখিনি কখন! ২
তবুও অনন্ত আশা মিটিল না হায়!
আবার তাই গো হেরি
গভীর গর্জ্জন করি,
নিতে যাস্ রসাতলে কাহারে কোথায়!
কি ঘোর আতঙ্কভরে,
পরাণ কেমন করে,
যাস্‌নে যাস্‌নে তুই ফিরে আয় আয়!
কাঁদাইতে বিশ্ববাসী,
ওই খল খল হাসি,
হাসিয়া অমন করে এ ঘোর নিশায়,
যাস্‌নে মিনতি তোরে, আয় ফিরে আয়।৩
ভরা ভাদরের জল কাণায় কাণায়—
নাহি কূল—নাহি তীর,
ধূ ধূ করে সিন্ধুনীর,
প্রাঙ্গণে মাঠেতে এক স্রোত বয়ে যায়।
সাদা ধবধবে জলে,
সবুজ শিরটি তুলে,
ডুবিয়া অতল তলে ধান গাছ চায়।
লতা পাতা থরে থরে,
ভাসিছে সলিলপরে,
কুমুদী তাহারি সাথে ভাসাইয়া কায়,
আধেক নয়ন খুলে,
মৃদু বায়ে দুলে দুলে,
চেয়ে যেন কার পানে মহা উতলায়।

ছোট বড় ঢেউগুলি,
নাচিয়া নাচিয়া দুলি,
কি জানি কাহার আশে চলেছে কোথায়;
ছুটিছে জলের স্রোত হেথায় হোথায়। ৪
চারিদিকে জল-ঘেরা গৃহস্থের বাড়ি!
ছোট বড় দ্বীপগুলি,
যেন রে আধেক হেলি,
ভাসিছে মুখটি তুলি জলের উপরি।
কাহার ঘরের বেড়া,
হইয়াছে আধ-পড়া,
কার স্রোতে ভেসে গে'ছে হরি, হরি, হরি!
উপরে চালটি শুধু,
দাঁড়ায়ে রয়েছে ধু, ধু,
ঘরের ভিতরে জল আছাড়িয়া পড়ি
চলিয়াছে কুল কুল,
দেখে হয় দিক ভুল,
উঠানে দাঁড়ায়ে গাভী বালকের সারি,
সভয়ে রয়েছে চেয়ে,
দাঁড়ি মাঝি গান গেয়ে,
চলেছে তাহারি পাশে ভাসাইয়া তরি।
ও পারেতে গ্রাম্য বধূ,
মু'খানি তুলিয়া শুধু,
আকণ্ঠ ডুবায়ে জলে ঘোমটা ভিতরি,
কলসী ভাসায়ে দিয়া কি দেখিছে মরি!৫
বিদায় নিতেছে সন্ধ্যা আকুল হিয়ায়;
ধীরে ধীরে রাঙ্গা রবি,
যেন রে সোণার ছবি,
ঢলিয়া পড়িছে ওই আকাশের গায়।
সারা দিবসের পরে,
বকগুলি ডানা ঝেড়ে,
সার গেঁথে মেঘপাশে চলেছে কোথায়!

মাছরাঙ্গা মহাসুখে,
ছুটিছে আহার-সুখে,
গ্রীবাটি বাঁকায়ে হংসী নীড় পানে ধায়।৬
জ্বলিল সাঁঝের বাতি,
দেবতার সন্ধ্যারতি,
ধূপের পবিত্র বাস ভাসিয়া বেড়ায়।
আমি রে এ দ্বীপে বসি,
হেরি সারা দিবা নিশি,
পরাণ-পাগল-করা—এই বরষায়।
দেখি এ জলের রাশ,
কেবলি রে লাগে ত্রাস,
আজি কত দিন পরে আসিয়ে হেথায়।
কোন সে অজানা দেশে,
প্রাণ যেতে চায় ভেসে,
অয়ি পদ্মে! আজ মোরে দাও গো বিদায়,
কি জানি আবার কবে আসিব হেথায়।৭

আবেগ-রচয়িত্রী।

নবীন ভারতী।

মেওয়া গাছ রোপণ করিতে গেলে প্রথমে মাটীর পাট ভাল করিয়া করিতে হয়। মাটীতে কঙ্কর, কাঁটা, খোঁচা প্রভৃতি থাকিলে বীজের অঙ্কুরই হইবে না। যদি হয়, অঙ্কুরেই তাহা বিনষ্ট হয়। কাঁটা খোঁচা বাছিয়া ভাল মাটীতে গাছ পুতিয়া জলসেচন করিতে করিতে তাহার অঙ্কুর হয়। এই অবস্থায় অনেক শত্রু। কীট সকল তাহার কচি মূল দংশন করিতে পারে, পতঙ্গ সকল তাহার কোমল পত্রের রস শোষণ করিয়া তাহাকে মারিতে পারে। অঙ্কুর যখন দলে দলে বিকশিত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তখন জীব জন্তু সকল মাড়াইয়া নষ্ট করিতে পারে। ছোট গাছটী ছাগলে মুড়ায়, বড় গাছটী গো মহিষে খাইয়া ফেলে। এইজন্ত তাহার চারিদিক্ বেরিয়া কাঁটার বেড়া দিতে হয়। তখনও গাছের উপযুক্ত ছায়া ও আতপ চাই, তবে তাহা শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে। গাছ যখন বড় হইয়া ছাগল গরুর মুখ ছাড়াইয়া উঠে, তখন তাহার জীবন অনেকটা নিরাপদ হয়। কিন্তু তখনও তাহার তত্ত্বাবধান করা চাই। গাছের গোড়ার মাটী নরম রাখিতে হয়, পিপড়া, শামুক, কীট প্রভৃতি মূলে বা শাখায় ধরিলে ছাড়াইয়া দিতে হয়। ঝড় বৃষ্টির উৎপাতে তাহার গুঁড়ি বা শাখার ক্ষতি হইলে ঠেকা দিতে হয়। যখন গাছটী নিরাপদে সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হইয়া এক একটী মুকুল ধারণ করে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হয়, মালীর হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া ফলের আশা করে। তখনও ঝড়, কোয়াসা, শীলাবৃষ্টিতে মুকুল বিনষ্ট হইতে পারে। সকল আপদ কাটাইয়া যখন

একটী মেওয়া ফলে, তখন কি আনন্দ! সেই মেওয়া পাকিলে মালী স্বয়ং ভোজন করে, অপরকে খাওয়ায়। অপূর্ব্ব আস্বাদনে কত সুখ—কত তৃপ্তি! আবার সেই এক ফলের বীজ হইতে বৃক্ষ হইয়া আরও কত মেওয়া ফলে!

ধর্ম্মসম্বন্ধেও এইরূপ। ধর্ম্মের বীজ অর্থাৎ উপদেশ যে যে ভূমিতে ছড়াইলে হয় না। যে মনে অহঙ্কার, কপটতা ও অশ্রদ্ধা আছে, তাহাতে ধর্ম্মোপদেশ কোন কার্য্যকর হয় না। মনের এই সকল কাঁটা খোঁচা দূর করিয়া তাহাতে সরলতা, বিনয়, শ্রদ্ধার সঞ্চার করিতে হইবে, তবে তাহাতে ধর্ম্মের অঙ্কুর হইবে। যত্ন ও সাধন জল নিয়ত সেচন করা আবশ্যক। ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইলে তাহা বিনষ্ট করিবার জন্ত ছোট বড় অনেক শত্রু আসিয়া জুটে। অন্তরের শত্রু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এবং বাহিরের শত্রু—নিন্দা, ভৎর্সনা, তাড়না, উৎপীড়ন এবং রোগ শোক ও বিপদের নানা প্রকার পরীক্ষা। সংযমের বেড়া দিয়া ধর্ম্ম-তরুকে ঘেরিতে হয় এবং ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও ঈশ্বরনির্ভর দ্বারা সকল পরীক্ষা অতিক্রম করিতে হয়। সাধনের জল সেচন এবং ব্রহ্মকৃপার প্রতি দৃষ্টি সর্ব্বদাই আবশ্যক। অনুকূল যাহা তাহার গ্রহণ এবং প্রতিকূল যাহা তাহার বর্জন চাই। সাধুসঙ্গ, সৎশাস্ত্র ও সদ্‌গুরুর উপদেশের সাহায্য লইতে হয় এবং কুসঙ্গ, কুতর্ক, কুকথা ও কদাচার বিষবৎ বর্জনীয়। সৌভাগ্যক্রমে ধর্ম্মতরু বর্দ্ধিত হইয়া যখন ঈশ্বর-বিশ্বাসে বদ্ধমূল এবং ঈশ্বর-ভক্তিতে সরস হয়, তখন তাহার এক একটী মুকুল ও ফুল কত শোভা ও সৌরভ বিস্তার করে। রিপু সকল প্রবল হইয়া ইহাদেরও বিনাশসাধন করিয়া থাকে। কিন্তু সকল বিপদ কাটিয়া গিয়া যখন ধর্ম্মতরুর এক একটী মেওয়া ফলে, তখন সাধকের সকল পরিশ্রম সার্থক হয়। এই মেওয়ার অমৃত পান করিয়া সে নিজে ধন্য হয় এবং জগৎকে পরিবেশন করিয়া সকল নর-নারীকে অপূর্ব্ব সুখে সুখী করে। এই মেওয়ার বীজ হইতে আবার কত মেওয়া গাছ উৎপন্ন হইয়া মানব-সংসারকে অমৃতময় করিয়া দেয়।

"আল্লাহু আকবর।"

(রাত্রি ৪টায় লিখিত)

১

কে তুমি নিশীথকালে, "আল্লাহু আক্‌বর" বলে,
ডাকিছ মধুর তানে, জগত-পিতায়?
ডাক ডাক প্রাণ খুলে, ডাক দুই বাহু তুলে,
"আল্লাহু আকবর" বলে, ডাক পুনরায়।

২

তব স্বর সুধাসম, পশিয়া শ্রবণে মম,

অমৃত সিঞ্চিল যেন প্রাণের ভিতর;
হয়োনা উৎসাহহীন, ডাক তাঁয় নিশি দিন,
হবে সর্ব্ব পাপক্ষয় পবিত্র অন্তর।

৩

চিত্তশুদ্ধি নাহি যার, সকলি বিফল তার,
দান ধ্যান জপ পূজা, বৃথা পরিশ্রম;
প্রেম ভকতিতে গলে, "আল্লাহ্ আক্‌বর" বলে,
নিষ্কাম হইয়া ডাক, যাবে স্বর্গধাম।

৪

ভেদাভেদ পরিহরি, গলা ধরাধরি করি,
হিন্দু ম্লেচ্ছ উভে এস ডাকি অনিবার;
তব সঙ্গ পাই যদি, পবিত্র হইবে হৃদি,
আমারো নির্ব্বাণ-পথ হইবে প্রসার।

৫

পাছে সঙ্গী হই তব, তাই কি হলে নীরব
তিনবার মাত্র ডাকি, "আল্লাহ আকবর"?
দুঃসহ নরক-ত্রাসে, বাচি গললগ্নবাসে,
ডাক সাধু, ডাক ডাক আর একবার।

৬

শুনি তব নামধ্বনি, পরব্রহ্ম চিন্তামণি,—
বৈকুণ্ঠে দাঁড়ায়ে শুভ কর প্রসারিয়া;
চল ভাই সঙ্গে লয়ে, অন্ধে পথ দেখাইয়ে,
পুষ্পসহ কীট যথা, যাই উতরিয়া।

ক, চ, হা।

বড়লাটের পরিবর্ত্তে বড়লাট।

লর্ড কর্জন ৫ বৎসর প্রবল প্রতাপে ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিয়া বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের এত প্রিয় হন যে, তাঁহারা তাঁহার শাসনকাল আরও দুই বৎসর বাড়াইয়া দেন। দুঃখের বিষয় এক বৎসর গত হইতে না হইতে তিনি কার্য্য পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে গত ২০এ আগষ্ট লর্ড মিণ্টো রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। লর্ড কর্জন নানাকারণে ভারতবাসীদের অপ্রিয়, আবার ইংলণ্ডের স্বজনদিগেরও অপ্রিয় হইয়া স্বদেশ গমন করিতেছেন। তাঁহার পুনর্যাত্রা বড়ই বিষাদকর।

লর্ড কর্জন বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের কেন অপ্রিয় হইলেন? এই কর্ত্তৃপক্ষ ভারত-সামরিক বিভাগের একটী নূতন ব্যবস্থা করেন, সম্ভবতঃ বর্ত্তমান প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনার তাহার মন্ত্রণাদাতা। ইহাতে বড়লাটের ক্ষমতার কিছু খর্ব্বতা হইয়াছে, সুতরাং ইহা তাঁহার মনঃপুত হয় নাই। গত জুন মাসে এ জন্য তিনি পদত্যাগে উদ্যত ছিলেন। কিন্তু বিলাতী গবর্ণ-মেণ্ট তাঁহার মতানুসারে ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করাতে তিনি তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন। তৎপরে সামরিক ভাণ্ডারাধ্যক্ষ-পদে তিনি ভারতীয় একজন সেনাপতিকে মনোনীত করিয়া তাঁহার নিয়োগ জন্য

অনুরোধ করেন। এ পদে লোক নিয়োগ করিবার অধিকার ষ্টেট সেক্রেটারীর। তিনি বড়লাটের মনোনীত লোক পছন্দ করেননা এবং কিচেনারের সহিত পরামর্শ করিয়া অন্য লোক মনোনীত করিতে বলেন। ইহাতেই বড়লাট আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া রাগে ক্ষোভে পদত্যাগের প্রার্থনা করেন। তাঁহাকে পুনর্ব্বিবেচনার জন্য বার বার অনুরোধ করা হয়। তিনি কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়াতে রাজা এডওয়ার্ড তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্থানে লর্ড মিণ্টোকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি অক্টোবরের শেষে যাত্রা করিয়া নবেম্বরে ভারতে আসিবেন। লর্ড কর্জন তত দিন অপেক্ষা না করিলে মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড আম্প্‌থিল পুনরায় রাজপ্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব করিবেন। অত্যন্ত অভিমানে লর্ড কর্জনের এই দশা ঘটিল। ষ্টেট সেক্রেটারী শেষে প্রকাশ করিয়াছেন, লর্ড কর্জনের নিয়োগাবধি তাঁহার অনুরোধ বরাবর রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন —এমন কি বঙ্গবিভাগেও সম্মতি দিয়াছেন—আর কত করিবেন? লর্ড কর্জন কিন্তু তাঁহার অনুরোধ-প্রত্যাখ্যান অসহ্যবোধে পদত্যাগ করিলেন!

লর্ড কর্জন অসাধারণ ক্ষমতাবান্ ও গুণবান্ পুরুষ। তাঁহার কৃত সৎকার্য্য ও উপকারের জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বিনিময়ের স্থিরতা, লবণ-করহ্রাস, ইন্‌কম্‌ট্যাক্স দায় হইতে ১০০০ টাকার ন্যূন আয়ের লোকদিগকে অব্যাহতি দান, রেলওয়ে বোর্ড স্থাপনপূর্ব্বক রেলওয়ে কার্য্যপ্রণালী সংস্কার এবং ৩য় শ্রেণীর ভাড়া কমান, ভারতের প্রাচীন স্থপতি-কীর্ত্তি এবং মৃত মহাত্মাদের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থাপন, রাজকীয় পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ, দুর্ভিক্ষ দমন, ইংরাজ অত্যাচার শাসন এবং আফ্রিকাতে ইংরাজ সৈন্যরক্ষার ব্যয়ভার হইতে ভারতের পরিত্রাণ, ইত্যাদি সুকীর্ত্তির জন্য লর্ড কর্জন স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তিব্বৎ শান্তি অভিযান, বিশ্ববিদ্যালয় আইন, মিউনিসিপাল স্বায়ত্ত-শাসন উৎসেদন, কনভোকেসন বক্তৃতা, গুপ্তপ্রেস বিধি, প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা-স্থানে অনুগ্রহ-বিধি এবং বঙ্গচ্ছেদব্যবস্থা প্রভৃতির ন্যায় যে সকল অপকীর্ত্তির জন্য তিনি সমুদায় ভারতবাসীর অপ্রিয় হইয়াছেন, তাহা তাঁহার শাসন-ইতিহাসের চিরকলঙ্ক হইয়া থাকিবে। তিনি বাঙ্গালী জাতিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাদের যে মহানিষ্ট সাধন করিলেন, তাহার ক্ষতিপূরণ কি সম্ভব? তবে তাঁহার দৌরাত্মহেতু সমগ্র বাঙ্গালীর মধ্যে একটী অভূতপূর্ব্ব জাতীয় প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে, ইহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।

লর্ড কর্জনের স্থানে যিনি ভারতে প্রধান শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি :—

"আরল মিণ্টোর পূরা নাম—গিল্‌বার্ট

জন্ মরে কিনিনমণ্ড এলিয়ট, জি-সি-এম-জি, ডি এল, জে-পি। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি মিণ্টোর তৃতীয় আরলের পুত্র; ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিরূপে "আরল অব মিণ্টো" উপাধি প্রাপ্ত হন। কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়ন সমাধা করিয়া তিনি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটস্ গার্ডস্ দলে প্রবেশ করেন এবং তিন বৎসরের মধ্যে লেফ্‌টেনাণ্ট পদে উন্নীত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল ব্রিগেডিয়ার জেনারালরূপে দক্ষিণ স্কটলণ্ডের পদাতিক সেনাদলের অধিনায়কত্ব করেন। তিনি অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ ও অন্যান্য সামরিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সামরিক বিভাগে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে তুর্কী সেনাদলের সহিত রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে যে আফগান যুদ্ধ হয়, তাহাতেও তিনি লিপ্ত ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কেপ কলোনীতে জেনারেল লর্ড রবার্টসের প্রাইভেট সেক্রেটারির কার্য্য করেন এবং ১৮৮৩—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কানাডার তৎকালীন গবর্ণর জেনারাল লর্ড ল্যান্সডাউনের মিলিটারি সেক্রেটারি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার উত্তর পশ্চিমাংশের বিদ্রোহ প্রমশনার্থ যে সেনাদল প্রেরিত হইয়াছিল, লর্ড মিণ্টো চিফ ষ্টাফ অফিসাররূপে সেই সেনাদলের সহিত গমন করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আরল অব্ আবার্দ্দিনের স্থানে তিনি কানাডার শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি এম, জি এবং তৎপরে জি, সি, এম, জি কে, সি, উপাধি প্রাপ্ত হন। পর বৎসর এপ্রিল মাসে কিংসটনস্থ কুইনস্ ইউনিভার্সিটী তাঁহাকে এল এল ডি উপাধিতে ভূষিত করেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর। লর্ড ডফারিণ ব্যতীত এত পরিণত বয়সে আর কেহ ভারতে বড়লাটের কার্য্য করিতে আসেন নাই।

আমরা আশা করি ইনি পরিণত বুদ্ধিতে প্রজার হিতার্থে রাজ্যশাসন করিবেন এবং আন্তরিক অশান্তি-পীড়িত ভারতে শান্তি স্থাপনে সমর্থ হইবেন।

চিন-সংস্কারক কনফিউসস।

প্রাচ্য খণ্ডে যীশুখ্রীষ্ট, ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব, আরবে মহম্মদ এবং পারস্যে জোরোয়াষ্টার প্রভৃতির ন্যায় চীন মহাদেশে সংস্কারক কন্‌ফিউসাস সুমহৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইনি ৫৫০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে উত্তর পূর্ব্ব চীনের লু নামক

প্রদেশে বর্ত্তমান শ্যানটাং নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। মহম্মদের ন্যায় অতি শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তদীয় জননী চিং এবং পিতামহ সুপণ্ডিত কুঙ্গ্‌সি তাঁহার নৈতিক ও সাধারণ বিদ্যা সম্বন্ধীয় উন্নতিকল্পে অশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধ্যবসায় ও অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে কনফিউসস অত্যল্প কাল মধ্যে বিবিধ জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে বিবাহ করেন। তাঁহার এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে সন্‌সি নামক এক মহাজ্ঞানী পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

কনফিউসস ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে লু-রাজ্যে সাধারণ সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, তাহার নাম "কন" এবং চিন ভাষায় ফিউসস অর্থে প্রভু বলে; সুতরাং কন সম্প্রদায়ের প্রভু বলিয়া তাঁহার নাম কনফিউসস হইয়াছে। যৎকালে তিনি লু-রাজ্যে সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন চীন সাম্রাজ্য এক সম্রাটের অধীনস্থ হয় নাই, নয়টী বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যদিও লুরাজ ও তাঁহার অধীনস্থ অমাত্য ও প্রজাবর্গ কনফিউসসকে মহাজ্ঞানী বোধে সাতিশয় ভক্তি করিতেন, তথাপি তিনি অন্যান্য ধর্ম্মসংস্কারকের ন্যায় পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত হন—এমন কি অবশেষে সমাজচ্যুত হইয়া স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি উদাসীনের ন্যায় দেশে দেশে পরিভ্রমণ করতঃ স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিতে বিমুখ হন নাই। অধিকন্ত ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের মধ্য দিয়া মানব-জীবনের সার কার্য্য করিতে অর্থাৎ মানব জাতিকে জ্ঞান ও আনন্দের পথে আনিতে অনবরত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

চীন দেশের নৈতিক অবস্থা যখন অতীব শোচনীয়, তৎকালেই কনফিউসসের অভ্যুদয় হয়। প্রকৃতপক্ষে সত্য ও ন্যায়ের মূলসূত্র তখন ছিন্ন ছিল। ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ বিপথগামী হইয়া তখন অধর্ম্মজনক কার্য্যকলাপে তৎপর হইয়াছিলেন। রাজ্য-লোলুপ মন্ত্রিসমাজ গুপ্ত ষড়যন্ত্র দ্বারা নৃপতি সকলের শিরশ্ছেদনোৎসুক। কুলাঙ্গার পুত্রাধমগণ পিতৃরক্তে ধরা কলঙ্কিত করিতেছিল। এই দুর্দ্দিনে চীন দেশের সংস্কার সাধনার্থে কনফিউসস কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইউরোপীয় ধর্ম্ম-গগন যখন ঘোর তমোরাশিসমাচ্ছন্ন, আমেরিকা মহাদেশের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যখন লোকচিন্তার বিষয়াতীত, তখন এই মহাত্মা প্রতীচ্য-ভূমিতে যে ধর্ম্মবীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অত্যল্পকাল মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষের ন্যায় দিগন্তপ্রসারী শাখা প্রশাখা বিস্তীর্ণ করিয়া অদ্যাপি পূর্ব্ব দেশসমূহে স্বর্গীয় শান্তিচ্ছায়া দান করিতেছে। কনফিউসসের অসামান্য ন্যায়পরতা ও অপরিসীম গুণরাশি দর্শনে লু-রাজ তাঁহাকে

তাঁহার পিতার পদে অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রিত্বে অভিষিক্ত করেন। কনফিউসসের শাসনে প্রবঞ্চক কর্ম্মচারী সকল পদচ্যুত হইতে লাগিল। যাহা কিছু অনুপযুক্ত ও পাপময়, তাহা সংস্কৃত হইতে লাগিল। এই সময়ে চীনে অধর্ম্ম এরূপ ভয়ঙ্কর আকারে প্রবল হইয়াছিল যে, দুর্নীতিদমনের জন্য তিনি লু-রাজ হইতে অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়া অতি কঠোর ভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, দুর্ব্বৃত্ত অত্যাচারিগণ কুমন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করে। তদনন্তর কনফিউসস প্রায় ২০ বৎসর দেশভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন দেশের রীতি নীতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, তিনি স্বদেশের সংস্কারোদ্দেশে প্রতীচ্য খণ্ডের বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া ইউরোপ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা কয়েকবার তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। এই বিংশতি বর্ষ লোকশিক্ষা প্রচার করিবার পর যখন শত শত লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন আর কেহ তাঁহার শত্রুতা করিতে প্রয়াস পায় নাই।

যে চীন জাতি খ্রীষ্ট জন্মের ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে রাজশোণিত ও পিতৃরক্তে পূর্ব্বপুরুষগণের তর্পণ করিতে আদৌ দ্বিধা বোধ করে নাই, তাহারা কনফিউসসের ধর্ম্মনীতিবলে বলীয়ান্ হইয়া চীনের এই অধঃপতন দিনেও রাজপূজা ও পিতৃপূজা ধর্ম্মজীবনের প্রধান অঙ্গ করিয়া ভূমণ্ডলে সর্ব্বপ্রধান রাজভক্ত ও পিতৃভক্ত জাতি বলিয়া কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কনফিউসসের ধর্ম্মনীতি চীনবাসীদিগের চরিত্রগঠনের ও সমাজনীতি-সংস্থাপনের মূল ভিত্তি স্বরূপ বলিতে হইবে। তাঁহার প্রকৃত শিষ্য প্রায় তিন সহস্র ছিল। কনফিউসস ৬৯ বৎসর বয়সে পরিব্রাজকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এক শান্তিময় উপত্যকা-ভূমিতে দশজন প্রিয় ভক্তের সহিত কালযাপন করেন। তাঁহাদের সাহায্যে তিনি পৌরাণিক ধর্ম্মনীতিপুস্তকসমূহের সংগ্রহে ও টীকা টিপ্পনি প্রণয়নে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। এই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ সকল ২৩ শত বৎসরাধিককাল জ্ঞান কল্যাণের প্রস্রবণ হইয়া পৃথিবীর একতৃতীয়াংশ অধিবাসীর উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রমে কনফিউসস সেই শান্তিময় নিকেতনে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তদবধি তিনি দেবসম্মানে পূজিত হইতেছেন এবং তাঁহার সম্মাননার জন্য তাঁহার মরদেহের উপর একটী সুবিশাল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। লোকে অদ্যাপি মহাতীর্থস্থান জ্ঞান করিয়া তথায় যাতায়াত করে। তাঁহার পৌত্র জি-সাই প্রণীত "ধর্ম্মসমন্বয়" এবং তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য স্তাংসিন-সংগৃহীত "মহাবিদ্যা" নামক

গ্রন্থদ্বয়ে আর "লুংযু" নামক সংহিতায় কনফিউসসের সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি বিবৃত আছে। প্রতীচ্যের ধর্ম্মগুরু গৌতম বুদ্ধ, যোরোয়াষ্টার, মুশা বা মহাম্মদাদির তুলনায় তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। কেননা তিনি ভ্রমেও আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ কি দৈবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। তিনি বিনীতভাবে সতত্তই প্রকাশ করিতেন যে, তিনি কেবল সত্যের অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার আদৌ পক্ষপাত কি অহঙ্কার ছিল না। কনফিউসসের মতে মানব প্রথমে পবিত্র ও সুখী ছিল, তদনন্তর দুষ্কর্ম্মফলে অপবিত্র ও দুঃখী হইয়াছে, কিন্তু সৎকর্ম্ম দ্বারা সেই প্রনষ্ট পবিত্রতা ও শান্তিসুখ পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে। তিনি বলেন—"মানব স্বভাবতঃ পবিত্র—সুখ-অন্বেষণই ইহার পরিবর্ত্তনের কারণ।"

সাহিত্যসেবা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সাধুতা এবং প্রভুভক্তি এই চারি বিষয়েই কনফিউসস শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বিস্তৃত চীন সাম্রাজ্যের প্রত্যেক নগরে তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত মন্দির লক্ষিত হয়। চীনবাসী প্রত্যেক নর নারী—এমন কি সম্রাট পর্য্যন্ত তথায় পূজার্চ্চনা করিতে বাধ্য। মন্দিরমধ্যে গন্ধদ্রব্য ও চন্দনাদি জ্বলিত হয়; ফল, ফুল ও মদিরা বেদিকার উপর নৈবেদ্যরূপে সজ্জিত হয়, আর ধর্ম্মপুস্তক হইতে তাঁহার প্রশংসাসূচক শ্লোক ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক আবৃত্তি করা হয়।" "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" ও "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" এই সুনীতি শিক্ষা প্রদানই কনফিউসসের প্রকৃত ধর্ম্মমত বলিতে হইবে।

মহারাজর্ষি ত্রৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী।

বঙ্গবিভাগ নাটকের এক অঙ্ক।

মন্ত্রী—(হাতে ম্যাপ লইয়া) বঙ্গদেশ কি ভারি! বঙ্গদেশ কি ভারি!" দীর্ঘে প্রায় ৭০০, প্রস্থে ৬০০ মাইল, আর ইহাতে ৮ কোটি লোকের বাস! যদিও ইহাতে পাহাড় পর্ব্বত বেশী নাই, তথাপি কি ভারি! এই রাজ্য শাসন করিতে করিতে কত শাসনকর্ত্তা রুগ্ন ও ভগ্নদেহ হইয়াছেন, শেষে একজন মরিয়াই গেলেন!

বঙ্গভূমি—আপনি কি বলিতেছেন? আমার উপর কত নদী ও সাগরতরঙ্গ যুগ যুগান্ত বহিয়া বহিয়া আমার ভূমি ধুইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাতে কি ক্রমে আমি হাল্কা না হইয়া ভারি হইতেছি? আর দুর্ভিক্ষে, প্লেগে ও নানা উপদ্রবে বর্ষে বর্ষে কত লক্ষ লক্ষ সন্তান মারা যাইতেছে, আমার লোকসংখ্যা দেখিয়া কি হিংসা হয়? আমার ছোট লাট হালিডে, বিডন্ প্রভৃতি চাকরি

শেষ করিয়া পেন্‌সন লইয়া ৩০।৩৫ বৎসর সুখসচ্ছন্দভোগের পর সে দিন মরিয়াছেন, দৈবক্রমে উডবরন্ মারা গিয়াছেন বলিয়া আমার শাসনকার্য্য কি এমনি দুষ্কর ও মারাত্মক হইয়া উঠিল?

মন্ত্রী—না, তোমার কোন ক্ষতি করা আমার ইচ্ছা নয়; আমি তামাসা করিয়া তোমার গুরুত্ব ওজন করিতে করিতে ঐ কথা বলিতেছিলাম। আচ্ছা, তোমার অঙ্গ হইতে যদি ঢাকা ও চট্টগ্রামকে ছাড়াইয়া লইয়া আসামের সহিত যোগ করা যায়, আর মান্দ্রাজ হইতে গাঞ্জাম প্রদেশ তোমার সহিত যুড়িয়া দেওয়া যায়, তাহাতে আপত্তি কি?

বঙ্গ—আমি যেমন আছি তাই ভাল, আর যোড়া গাঁথার দরকার কি? আসামকে আমার শরীর হইতে ত কাটিয়া লইয়াছ, তা এখন ইহাকে একটা বড় প্রদেশ করা কি রাজপুরুষদের অভিপ্রেত?

মন্ত্রী—তা তত নয়, তবে জান আমি ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, একভাষা-ভাষীদিগকে একত্র দেখিতে ভালবাসি। আর নদী পর্ব্বত এই সকল দেশের স্বাভাবিক সীমা; প্রদেশ সকলও এই সীমা দ্বারা বদ্ধ হইলে সুসঙ্গত হয়। গাঞ্জাম প্রদেশের লোকেরা উড়িয়া-ভাষী, উড়িষ্যা বিভাগের সহিত এইজন্য ইহাকে মিলিত করিতে চাই। আর পদ্মা একটা দুরন্ত বড় নদী, তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন ও অস্থির করিয়াছে; ইহাকে তোমার সীমার বাহিরে রাখিতে চাই। তা হলে তুমি একটু সচ্ছল হবে এব আসাম প্রদেশটা সমুদয় ঢাকা বিভাগ লইয়া উপযুক্ত আকারে গঠিত হইবে।

বঙ্গ—তুমি না ভাষাতত্ত্বজ্ঞ এবং এক ভাষাভাষীদিগকে একত্রে রাখিতে চাও? তবে বাঙ্গালাভাষীদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবে কেন?

মন্ত্রী—না, না, শাসনের সুবিধার জন্য বলিতেছি, আর আসামটাও বড় সড় হইয়া মানুষের মত হয়।

নেপথ্যে—শাসনের সুবিধার জন্য বলিতেছি।

বঙ্গ—আচ্ছা, একটা কাজ করনা কেন? আমার অঙ্গ হইতে বেহার বা উড়িষ্যা সরাইয়া লইয়া সমুদয় বঙ্গভাষীদিগকে এক হইয়া থাকিতে দাও না? তাহাতে আমার তত দুঃখ হইবে না।

মন্ত্রী—এ ভাবিবার কথা বটে, তবে এ বড় প্রশ্ন, আমি ইহার উত্তর দিতে পারি না। আমার উপরওয়ালা কর্ত্তারা আছেন, তাঁদের কাছে বলিব।

বঙ্গ—আমার ভাঙ্গা কপাল, তোমার তামাসেতেও ভয় পাই। ইহার ভিতর আমার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের যেন কোন ভয়ানক বড় যন্ত্র আছে বোধ হয়। আচ্ছা কাঙ্গালিনীর একটা কথা ভাবিবে কি? আমার ভগিনী মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এক এক বড় প্রদেশ, এক এক লাট সাহেব দ্বারা শাসিত হয়, আমার জন্য ছোট লাটের ব্যবস্থা কত দিন থাকিবে? আমি যদি আকারে ও লোকসংখ্যায় বড় হইয়া থাকি, আমাকে এক জন পূরা লাটের

হাতে সমর্পণ করিলেই ত সকল গোল চুকিয়া যায়।

মন্ত্রী—আপনার মন এত সন্দিগ্ধ কেন? বঙ্গভূমির সহিত আমাদের গাঢ় মিত্রতা, আমরা ইহাকে বড় ভাল বাসি এবং কেবলই ইহার কল্যাণ চাই। যে প্রস্তাব তুলিয়াছি, তাহাও কেবল এই কল্যাণোদ্দেশে, তোমার মন বুঝিবার জন্যই কেরেকারে কিছু বলিলাম। শেষে যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহাও একটা বড় প্রশ্ন, তাহার উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নয়, উপরওয়ালাদের সহিত পরামর্শ করিব।

বড়লাট—মন্ত্রিবর! আমাদের শুভ প্রস্তাব বঙ্গভূমি কি ভাবে গ্রহণ করিল? ভিতরের কথা সব ত খুলিয়া বল নাই?

মন্ত্রী—বাঙ্গালিরা বড় সন্দিগ্ধমনা, তাহাদিগকে বোঝান সহজ নহে। কথা না পাড়িতে পাড়িতে আমার কথা লইয়া অসথা আন্দোলন তুলিয়াছে, আপনার কাছে কত দরখাস্ত আসিবে দেখিবেন। এদের মধ্যে বলয়ে লিখয়ে অনেক আছে।

বড়লাট—তুমি বাঙ্গালিচরিত্র বুঝ নাই, অধিকাংশ বিশেষতঃ আমাদের কৃষি প্রজালোক নিরীহ ভাল মানুষ। তাহারা সরকারকে 'মা বাপ' বলিয়া জানে। সরকার যা করেন, তাই তাদের মঙ্গলের জন্য মনে করে। জন কয়েক বিলাত-ফেরত ইংরাজীওয়ালা হৈ চৈয়ে বাঙ্গালি আছে, তারা দেশহিতৈষী সেজে সভা সমিতি করে, গলাবাজি করে। তাদের গোলমাল কিছুই নয়, প্রমাণ করিব। তাদের দরখাস্ত কে গ্রাহ্য করে? আমার সব ঠিক্ করা আছে এবং ষ্টেট সেক্রেটারি আমার হাতের লোক। আমি যা ঠিক্ করিব, তার অন্যথা কে করে?

বঙ্গ—(দরখাস্ত লইয়া করযোড়ে) হুজুর বড় লাট, ভারতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। বঙ্গ দ্বিধা করিবেন না। বাঙ্গালি ভাইভাইদিগকে ঠাঁই ঠাঁই করিয়া ক্লেশ দিবেন না।

বড়লাট—আমি জানি এ সব মিছা আন্দোলন। ভারতের লোকমণ্ডলী নিরীহ বোবা জীব, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কখনই আন্দোলন করিতে পারে না। বঙ্গ আশ্বস্ত হও, তোমার মঙ্গলের জন্য বহুদিন হইতে চিন্তা ও আয়োজন করিতেছি, আমি তোমার জন্য ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক মফঃস্বলে ভ্রমণ করিয়া সারজমিনে সকল দেখিব ও শুনিব—আমার মন এখন সাদা কাগজের মত, যেমন ছাপ পড়িবে, সেই অনুসারে কাজ করিবে জানিবে।

বঙ্গ—হুজুর, আমারও প্রার্থনা তাই, সব দেখে শুনে সুবিচার করুন।

বড়লাট মফঃস্বলে—(জনান্তিকে তাই ত অসম্ভব সম্ভব করেছে দেখছি) প্রকাশ্যে হে প্রজাবৃন্দ! তোমরা কেন মিছে গোলযোগ করিতেছ? কলিকাতার বাবুভায়ারা তোমাদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে, তাদের কথায় কিছুমাত্র বিশ্বাস করিও না। গবর্ণমেণ্ট যা করিতেছেন, তাহাতেই তোমাদের মঙ্গল হইবে এই বিশ্বাস মনে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাক।

প্রজা—হুজুর! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কই? আমাদের যে দেশ—মাতৃভূমি, জমি জমা, পরিবার আত্মীয় স্বজন, ভাগা ভাগি কাটাকাটি করিবেন না।

বড়লাট—নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া যেখানে যাই ঐ এক কথা "বঙ্গ দ্বিধা করিবেন না," "আমাদিগকে ছাড়াছাড়ি করিবেন না," এ সব শেখানি কথা, ইহাতে আমি ভুলি না। কত আন্দোলন করিবে করুক, কত দরখাস্ত করিবে করুক, কিছুতেই কিছু হবে না। বঙ্গদেশটাকে আরো মনের মত ভাগ করিতে হইবে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিং, বরিশাল, পাবনা বগুড়া, রংপুর রাজসাহি দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, আসামের সহিত যোগ করিলে বেশ একটা বড় প্রদেশ হইবে, তার উপর এক জন ছোট লাট বসাইব। ছোট লাট কি বল?

ছোটলাট—আপনি যা ব্যবস্থা করিয়াছেন, বড়ই ভাল হইয়াছে। আমার মাথার বোঝা যত কমাইবেন, ততইত আমার সুবিধা। আরো কয়েকটী জেলা বাঙ্গালা হইতে সরাইয়া লউন, তাতেও আমার আপত্তি নাই। সুশাসনের খাতির সর্ব্বোপরি।

বড়লাট—তুমি আমার মনের ভাব বেশ বোঝ এবং বঙ্গের আর একজন প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু। দেখ আমরা বঙ্গদেশে জন্মি নাই, বঙ্গভাষা শিখি নাই, বাঙ্গালিদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি অভ্যাস করি নাই, বঙ্গদেশে বাড়ী ঘর এবং জমিদারিও করিব না; তথাপি বাঙ্গালিদিগের হিত আমরা যেমন বুঝি, তাঁহারা নিজে তেমন বোঝে না। বোঝে না এইজন্য আমাদের দুঃখ।

ছোটলাট—আমাদের বিদ্যাপ্রভাব, বুদ্ধিপ্রভাব, ধর্ম্মপ্রভাব, নীতিপ্রভাব এবং সর্ব্বোপরি সহানুভূতিপ্রভাব কত বড় জিনিষ, এদেশের লোকের তা সম্ভবে না। এদের দশা দেখে বাস্তবিক কেবল দুঃখ হয়। যাহা হউক এখনকার অবোধ লোকেরা বুঝিল না, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু ষ্টেট্ সেক্রেটারি এ প্ল্যান ত উলটাইয়া দিবেন না?

বড়লাট—তাঁহার নিকট অকাট্য যুক্তিসহ আমাদের অভিপ্রায় জানাইয়াছি। আর গণ্ডগোলে কর্ণপাত না করেন বলিয়া দিয়াছি। আমাদের প্ল্যান নিশ্চয়ই মঞ্জুর হইবে এবং বঙ্গদেশে দুইজন ছোট লাট বসাইয়া তবে আমি এ দেশ ত্যাগ করিব।

মন্ত্রী—টেলিগ্রাম পাইলাম বঙ্গবিভাগ ষ্টেট্সেক্রেটারির মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালিরা কেমন ঠকিয়াছে! কোথায় কি হইতেছে নিগূঢ় সংবাদ কিছুই পায় নাই। মনে ভাবিতেছিল বিলাত পর্য্যন্ত গিয়া আন্দোলন করিবে, সে গুড়ে বালি। সব ঠিক্ ঠাক হইয়া গিয়াছে।

ছোটলাট—কি আনন্দ কি আনন্দ, বঙ্গের বড় সৌভাগ্য। আমি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সব লোককে বুঝাইয়া গোলমাল থামাইয়া আসিব।

বড়লাট—"শুভস্য শীঘ্রং" কার্য্যটী এখন অবিলম্বে শেষ করিতে হইবে। বঙ্গভূমি অনেক চেঁচামেচি করিয়াছে, আর দুই দিন ঐরূপ করিয়া আপনা আপনি থামিয়া যাইবে। পুরাতন বঙ্গের কি সুন্দর ব্যবস্থা হইল—বিহার রহিল, উড়িষ্যা রহিল, ছোটলাটের ভ্রমণের জন্য দার্জ্জিলিং শৈলাবাস রহিল; আবার অনেক গুপ্ত-ধনের খনি সম্বলপুরও ইহাতে যুড়িয়া দিলাম। "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নূতন প্রদেশ হইল। ইহার জন্য নূতন নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যয় অনেক বাড়িল বটে, কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্টের ধনকোষ অক্ষয় ও পূর্ণ, এই সব ব্যয় অনায়াসে কুলাইবে।

(নেপথ্যে—বঙ্গবিভাগ সুশাসনের জন্য—মন্ত্রী বুঝিয়াছেন, বড়লাট বুঝিয়াছেন, ছোটলাট বুঝিয়াছেন, ষ্টেট্‌সেক্রেটারী কাগজ পত্র না দেখিয়াই বুঝিয়াছেন—তাঁহার পারিষদেরাও বুঝিয়াছেন আর স্বয়ং রাজ্যেশ্বর এডওয়ার্ড কি না বুঝিয়া যোড়া ছোট লাট মঞ্জুর করিয়াছেন? বঙ্গবাসীরা কেন বুঝে না? এখনও হুজুগ? পার্লেমেণ্টে আপিল? পার্লেমেণ্ট ভারতের কি ধার ধারে? পার্লেমেণ্ট না বসিতে বসিতে সব কাজ শেষ হইবে।)

সত্য-শতকম্।

(১৩০৯ সাল ৪৭১ সংখ্যা—২২৭ পৃষ্ঠার পর)

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সত্যধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে॥
সত্যধর্ম্মক্রিয়াহীন মূর্খ যে নির্দ্দয়,
ব্রাহ্মণ হ'লেও সেই চণ্ডাল নিশ্চয়।৫৮

সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
সত্যার্জ্জবপরো রাজন্ মিত্রকোষ-বলান্বিতঃ॥
সত্যবাক্য সাধু, সত্যসম কি ধরায়?
সত্যার্জ্জবে মিত্র-কোষ-বল বৃদ্ধি পায়।৫৯

সত্যং পালয়তি প্রীত্যা নিত্যং ভূমিং প্রযচ্ছতি।
পূজয়েদতিথীন্ ভৃত্যান্ স রাজধর্ম্ম উচ্যতে॥
সত্য রক্ষা ভূমি দান অতিথি-পোষণ,
ভৃত্যে তুষ্টি ধর্ম্মশীল নৃপের লক্ষণ।৬০

যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রোদতাম্।
তানি পুত্রান্ পশূন্ ঘ্নন্তি তেষাং মিথ্যাভিশংসনাৎ॥
মিথ্যা কথা ব'লে যারা অন্যেরে কাঁদায়,
পুত্র পশুধন তাহাদের নাশ পায়।৬১

যদি নাত্মনি পুত্রেষু ন চেৎ পৌত্রেষু নপ্তৃষু।
নহি পাপং কৃতং কর্ম্ম সদ্যঃ ফলতি গৌরিব॥
পাপ-কর্ম্ম ফল যদি সদ্য না লভয়,
পুত্রে পৌত্রে এক দিন ফলিবে নিশ্চয়।৬২

সত্যমেবানুবর্ত্তস্ব ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
সত্যে স্থিতাহি রাজানো জয়ন্তি পৃথিবীমিমাম্॥
সত্যাধীন হও, সত্য শ্রেষ্ঠতম ধন,
সত্য বলে পৃথ্বীজয় করে রাজগণ।৬৩

মৃষাবাদং পরিহরেৎ কুর্য্যাৎ প্রিয়মযাচিতঃ।
ন কামান্ন চ সংরম্ভান্ন দ্বেষাৎ সত্যমুৎসৃজেৎ॥
মিথ্যা বাক্য ত্যাগ কর, স্বতঃ প্রিয় হও,
কামে ক্রোধে দ্বেষে যেন মিথ্যা নাহি কও।৬৪

সাপরাধেত প্রশ্নেষু নাবিজ্ঞাষ্যাং প্রিয়ং বদেৎ।
ন বদেত ন চাসুয়েত্তথা সংগৃহ্যতে পরঃ ॥
প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলে বাক্য বঞ্চনা নিষ্ঠুর,
উত্তর হইবে সত্য গম্ভীর মধুর।৬৫
প্রাজ্ঞঃ শূরোধনস্তু স্বামী ধার্ম্মিক এব চ।
তপস্বী সত্যবাদী চ বুদ্ধিমাংশ্চাপি রক্ষতি ॥
প্রাজ্ঞ শূর স্বামী ধনী সত্যবাদী নরে,
ধার্ম্মিক তাপস বুদ্ধিমানে রক্ষা করে।৬৬
তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু প্রীতিমান্ ভব পার্থিব।
সত্যমার্জ্জবমক্রোধমানৃশংস্যঞ্চ পালয় ॥
সত্য সারল্যাদি গুণ করিবে ধারণ,
সর্ব্বভূতে প্রীতিমান্ হইবে রাজন্! ৬৭
অসংশয়ং সত্যশীলঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং।
ত্রিবিষ্টপে পুণ্যতমং স্থানং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
নিশ্চয় সুগতি পায় সত্যবাদী নর,
স্বর্গে পুণ্যতম স্থান পায় নিরন্তর। ৬৮
মিত্রদ্রুহঃ কৃতঘ্নস্য স্ত্রীঘ্নস্যানৃতবাদিনঃ।
চতুর্ণাং বয়মেতেষাং নিষ্কৃতিং নানুশুশ্রুমঃ ॥
কৃতঘ্ন অনৃতবাদী স্ত্রী-বান্ধবঘাতী,
শুনি নাই এ চারির কখনও নিষ্কৃতি।৬৯
সত্যেনাদিত্যস্তপতি সত্যেন ভাতি চন্দ্রমাঃ ॥
সত্যেন বাতি পবনঃ সত্যেনাগ্নিশ্চ তিষ্ঠতি ॥
খঞ্চ সত্যেন সত্যেন দেবাঃ সত্যেন যজ্ঞাঃ।
সত্যেন ভূর্দ্ধারয়তি সত্যেনাপস্তিষ্ঠতি ॥
সত্যে চন্দ্র সত্যে সূর্য্য সত্যে হুতাশন,
দেব যজ্ঞাকাশ সত্যে সত্যেই পবন।
সত্যবলে বসুমতী করিছে ধারণ,
জলের স্থিতির শুধু সত্যই কারণ ॥৭০
কস্য বশে প্রাণিগণঃ? সত্যপ্রিয়ভাষিণো
বিনীতস্য ॥
সংসারের জীবগণ কার বশে রয়?
সত্যবাদী প্রিয়ভাষী বিনয়ী যে হয় ॥৭১

সত্যেন শত্রুঞ্জয়তি ব্যাধিং সত্যেন নশ্যতি।
সত্যেন লভতে বিদ্যাং সত্যেন যুবতীং জনঃ ॥
সত্যে শত্রু জয় হয়, ব্যাধির নিধন,
সত্যে বিদ্যা—সত্যে তুষ্ট যুবতীর মন ॥৭২
বেদান্তং পঠতে নিত্যমনৃতঞ্চ পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে ॥
বেদ সাংখ্য পাঠ করে মিথ্যা নাহি কয়,
সে বিপ্রই বিপ্র ইহা জানিবে নিশ্চয়।৭৩
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনং পরমং স্মৃতম্।
সত্যমেব ন চৈবান্যদিতি দেবোঽব্রবীদ্ধরিঃ ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সত্যেই সাধন,
সত্য সম নাই অন্য হরির বচন ॥ ৭৪
সত্যেন প্রাপ্নুয়াৎ সৌখ্যং রূপং কান্তিযশোবলম্।
সত্যেন জয়মাপ্নোতি মুক্তিঃ সত্যেন লভ্যতে ॥
সত্যে সুখ সত্যে রূপ শক্তি যশঃ বল,
সত্যে জয়, সত্যে মুক্তি জানিবে কেবল।৭৫
অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গঞ্চাতিভাষণম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাৎ তৎপরিবর্জ্জয়েৎ ॥
অনায়ুষ্য অস্বর্গীয় রোগের কারণ,
ঘৃণিত মলিন ত্যজ মিথ্যা কুবচন।৭৬
কেয়ূরা ন বিভূষন্তি পুরুষং হারা ন চন্দ্রোজ্জ্বলাঃ
ন স্নানং ন বিলেপনং ন কুসুমং নালঙ্কৃতামূর্দ্ধজাঃ।
বাণ্যেকা সমলঙ্করোতি কৃতিনং যা সংস্কৃতা ধার্য্যতে
ক্ষীয়ন্তে খলু ভূষণানি সততং বাগ্‌ভূষণং ভূষণম্ ॥
কেয়ূরে সুন্দর হারে কুসুমে চন্দনে,
সুন্দর করে না স্নানে কেশ বিরচনে।
পবিত্র মধুর বাণী বদনে যাহার,
অক্ষয় ভূষণ তার অতি চমৎকার ॥ ৭৭
নহি সত্যাদৃতে কিঞ্চিদ্‌রাজ্ঞাং বৈ সিদ্ধিকারণম্।
সত্যে হি রাজা নিরতঃ প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ॥
সত্য সম ফলপ্রদ কিছু নাহি আর,
ইহ পরকালে সত্যে আনন্দ অপার। ৭৮

ঋষীণামপি রাজেন্দ্র সত্যমেব পরং ধনম্।
তথা রাজ্ঞাং পরং সত্যান্নান্যদ্বিশ্বাসকারণম্॥

সত্যই ঋষির ধন সকলের সার,
বিশ্বাসকারণ বটে সত্যই রাজার। ৭৮

লোকরঞ্জনমেবাত্র রাজ্ঞাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
সত্যস্য রক্ষণং চৈব ব্যবহারস্য চার্জ্জবম্॥

সারল্য সত্যের রক্ষা, লোকের রঞ্জন,
জ্ঞানবান্ নৃপতির ধর্ম্ম সনাতন। ৭৯

ন হিংস্যেৎ পরবিত্তানি দেয়ং কালে চ দাপয়েৎ।
বিক্রান্তো সত্যবাক্ ক্ষান্তো নৃপো ন চলতে পথঃ॥

হিংসাহীন, ভৃত্যে কালে যে দেয় বেতন,
নহে সেই সত্যবাদী রাজার পতন। ৮০

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ দ্বয়ং দেহে প্রতিষ্ঠিতম্।
মৃত্যুরাপদ্যতে মোহাৎ সত্যেনাপদ্যতেঽমৃতম্॥

মরণামরণ দেহে উভয়ের বাস,
সত্যেই অমর নর, অন্যথা বিনাশ। ৮১

ন সত্যাদধিকং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে।
সত্যেন প্রাপ্যতে স্বর্গঃ শ্রীঃ সত্যেনৈব লভ্যতে॥

সত্যের অধিক আর নাহি ত্রিভুবনে,
সত্যে স্বর্গলাভ, লক্ষ্মী সত্য আচরণে। ৮৩

নাস্তি বিদ্যা সমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্॥

বিদ্যা সম চক্ষু নাই, রাগ সম দুঃখ,
সত্য সম তপ নাই, দান সম সুখ। ৮৪

ঋতে সত্যমসত্যাজ্ঞাং সত্যে হ্যমৃতমাশ্রিতম্।
তস্মাৎ সত্যব্রতাচারঃ সত্যযোগপরায়ণঃ॥
সত্যাগমঃ সদা দান্তঃ সত্যেনৈবামৃতং জয়েৎ॥

অমিথ্যাই সত্য বটে সত্যে অমরণ,
মুক্তির কারণ কর সত্য আচরণ,
সত্যে জিতেন্দ্রিয় হও, শাস্ত্রে দেও মন,
সত্য বলে কর সুখে শমন দমন। ৮৫

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥

অম্বুযোগে গাত্র, মনঃ শুদ্ধ সত্যময়,
বিদ্যা তপে আত্মা, জ্ঞানে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। ৮৬

সত্যধর্ম্মঃ পরঃ সূক্ষ্মঃ সত্যজ্ঞানং হুতং তপঃ।
সত্যং স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ সত্যং সর্ব্বমিদং জগৎ॥

তপ যজ্ঞ স্বর্গ, জ্ঞান, সত্য সমুদয়,
সত্য মোক্ষ, সত্য ধর্ম্ম, সত্য বিশ্বময়। ৮৭

স্থিতা সদাহং কমলা বভাসে
সত্যস্থিতে ভূতহিতে নিবিষ্টে।
ক্ষমার্জ্জিতে ক্রোধবিবর্জ্জিতে চ।
নারীষু নিত্যং জিতেন্দ্রিয়াসু।
পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু॥

লক্ষ্মী কন "থাকি আমি সত্যবাদি-সনে,
সদা ফুল্ল মনে,
পতিব্রতা প্রিয়ংবদা,
জিতেন্দ্রিয়া স্ত্রীতে সদা;
আর থাকি ক্রোধহীনে, ক্ষমাশীলে
উপকারী জনে। ৮৮ ৮৯

কায়ক্লেশৈর্ন বহুভির্ন চৈবার্থস্য রাশিভিঃ।
ধর্ম্মঃ সংপ্রাপ্যতে সূক্ষ্মঃ সত্যহীনৈঃ সুরৈরপি॥

বহু ক্লেশে বহু অর্থ দিয়া দেবগণ,
সত্যবাক্য বিনা ধর্ম্ম না পান কখন। ৯০

অতিমাত্রগতাঃ সূক্ষ্মাঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাঃ
সত্যবাক্যেন গৃহ্যন্তে ন তর্কেণ ন চক্ষুষা॥

সূক্ষ্মতম শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পরম ঈশ্বর,
তর্কে চক্ষে নহে—শুদ্ধ সত্যের গোচর। ৯১

সত্যনিষ্ঠাঃ প্রতিষ্ঠাশ্চ ধর্ম্মাঃ সত্যেন কীর্ত্তিতাঃ।
তন্নিয়োগাদয়ং লোকঃ শুচিঃ স্যাদ্ধর্ম্মতৎপরঃ॥

সত্যই প্রতিষ্ঠা নিষ্ঠা ধর্ম্মের কারণ,
সত্যে ধর্ম্মশীল শুচি হয় নরগণ। ৯২

সত্যপত্নী সতী সূক্তৈঃ পূজিতা জগতীপ্রিয়া।
যয়া বিনা ভবেল্লোকো বন্ধুতারহিতঃ সদা॥

জগতের প্রিয়া 'সতী' সত্যের ললনা,
যারে ছেড়ে প্রেমে ঘটে বিবাদ লাঞ্ছনা। ৯৩

অধর্ম্মপত্নী মিথ্যা সা সর্ব্বধূর্ত্তৈশ্চ পূজিতা।
সত্যে অদর্শনা যা চ ত্রেতায়াং সূক্ষ্মরূপিণী॥
অধর্ম্মের পত্নী মিথ্যা ধূর্ত্তের সহায়,
সত্যে ছিল অদর্শনা সুজীর্ণা ত্রেতায়।৯৪
অর্দ্ধাবয়বরূপা চ দ্বাপরে চৈব সংবৃতা।
কলৌ মহাপ্রগল্ভা চ সর্ব্বত্র ব্যাপিকা বলাৎ॥
অর্দ্ধরূপে ছদ্মবেশে ছিল যে দ্বাপরে,
এবে সে প্রগল্ভা যায় প্রতি ঘরে ঘরে।৯৫
মহাপাতকিনো লোকা উপপাতকিনস্তথা।
যান্ লোকানধিগচ্ছন্তি যান্তি তান্ কূটসাক্ষিণঃ॥
মহাপাপী উপপাপী যে যে স্থান পায়,
মিথ্যাবাদী নরগণ সেই স্থানে যায়। ৯৬
অনৃতং তমসোরূপং তমসা নীয়তে হ্যধঃ।
তমোগ্রস্তা ন পশ্যন্তি প্রকাশং তমসাবৃতাঃ॥
অসত্যই তমোগুণ তমেই নিরয়,
তমোগ্রস্ত সত্যজ্যোতি অবগত নয়।৯৭
বৃষশ্চতুষ্পাদ ভগবান্ ধর্ম্মঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী সত্যেনৈব ধৃতাস্ত্যত॥
চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিভু সত্যে অবস্থিত,
পৃথিবী স্বর্লোকাকাশ সত্যে প্রতিষ্ঠিত।৯৮
সত্যে নামৃতমুক্তং সত্যে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
অবিকারিতমং সত্যং সর্ব্ববর্ণেষু ভারত॥
সত্যেই অমৃত জন্মে সত্যেই জীবন,
অবিকৃত সত্য সর্ব্ব বর্ণের স্বধন।৯৯
অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ বরং জিহ্বা দ্বিধা কৃতা।
নতু সত্যং পরিত্যজ্য বক্তব্যমনৃতং বচঃ॥
তীক্ষ্ণ অসি ধারে কর রসনা কর্ত্তন,
তবু সত্য ছেড়ে মিথ্যা ব'লনা কথন।১০০

ইতি "সত্যশতকম্" সমাপ্তম্।

বাড়ীভাগ।

(সাময়িক)

আছিল সেকালে, শতজনে মিলে, বড়
এক পরিবার ;
এখন তা' নাই, সব ঠাঁই ঠাঁই, হ'ল গৃহ
ছারখার।
মেয়েদের দোষ, দেয় করি রোষ, যত
অনিষ্টের মূল ;
নিজ-দোষে এত, হ'বে আরো কত, কেন
দোষ নারীকুল ?
কুশিক্ষার গুণে, কুজনের সনে, হত যত
শুভ আশা ;
নারীর শিক্ষার, অভাবে আঁধার, ভবন
ভূতের বাসা।
আছিল যা' কিছু, লাগি গ্রহ পিছু, করিতে
বসিল নষ্ট ;
ডাক ভগবান, হয়ে একপ্রাণ, থাকিবে
না, ভাই কষ্ট॥
অবোধ নির্ব্বোধ, নাহি মানে বোধ,
কাঁদিয়ে ব্যাকুল হল ;
সুবোধ যেজন, বিভুর চরণ, করিল সার
সম্বল॥

শ্রীন—

নারী-আদর্শ।*

১। জাহ্নবীর (বা প্রাস্কোরিয়ার) মত সুকন্যা হই।

২। সীতার মত সতী হই।

৩। সাবিত্রীর মত পতিপ্রাণা হই।

৪। গৌরীর মত স্বামি-সোহাগিনী হই।

৫। দ্রৌপদীর মত গৃহিণী হই।

৬। অরুন্ধতীর মত পতিকুলে অচলা হই।

৭। বিদুলার (বা কর্ণিলিয়ার) মত মাতা হই।

৮। যমুনার মত ভগিনী হই।

৯। গান্ধারীর মত ধর্ম্মপক্ষপাতিনী হই।

১০। কুন্তীর মত বিপদ্‌কে বন্ধু বলিয়া দেখি।

১১। সুভদ্রার মত আশ্রিত-বৎসলা হই।

১২। সুমিত্রার মত স্বার্থত্যাগিনী হই।

১৩। ভগিনী ডোরার মত বিশ্বসেবিকা হই।

১৪। অন্নপূর্ণার মত দানশীলা হই।

১৫। বেহুলার মত পতিসেবিকা হই।

১৬। ভিক্টোরিয়ার মত সাম্রাজ্ঞী হই।

১৭। লক্ষ্মীর মত সুরূপা ও শীলবতী হই।

১৮। সরস্বতীর মত গুণবতী হই।

১৯। দুর্গার মত বীরাঙ্গনা হই।

২০। পৃথিবীর মত ধৈর্য্যশীলা হই।

২১। তৃণের মত বিনীত হই।

২২। তরুর মত সহিষ্ণু হই।

২৩। সূর্য্যের মত তেজোময় ও চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ হই।

২৪। গঙ্গার মত পাবনী হই।

২৫। লজ্জাবতী লতার মত লজ্জাশীলা হই।

২৬। খনার মত জ্যোতিষী হই।

২৭। লীলাবতীর মত গণিতজ্ঞা হই।

২৮। দুর্গাবতীর মত তেজস্বিনী হই।

২৯। গার্গীর মত ব্রহ্মবাদিনী হই।

৩০। মৈত্রেয়ীর মত অমৃত-পিপাসু হই।

---

* হিন্দুসমাজে যদিও সুকন্যা, সুমাতা ও সুভগিনীর অদ্যাপিও অভাব নাই, কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে নামোল্লেখ করা যায় এ শ্রেণীর এমন আদর্শ নারী দুর্লভ। ভার্য্যাই হিন্দু নারীজীবনের আদর্শ-স্থানীয়, এজন্য পুরাণে শত শত সতীর নাম পাওয়া যায়। আমরা অগত্যা বিদেশীয় ও আধুনিক কয়েকটী নাম লইয়াছি। যাঁহারা এই অভাব পূরণ করিবেন, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের প্রেরিত নাম প্রকাশ করিব। বা, বো, স।

মোহিত ও স্তম্ভিত হইয়াছে। উভয় পক্ষের যেরূপ অক্লান্ত বল ও আয়োজন, তাহাতে বহু বৎসরেও এ যুদ্ধের অবসান হইত না এবং কোটি কোটি লোক-ক্ষয়ের সম্ভাবনা ছিল। উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন অসম্ভব বোধ হইতেছিল—রুস হারিয়া হারিয়া কোন্ লজ্জায় জাপানের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিবেন? জাপান বিজয়ী হইয়া সন্ধিপ্রার্থী হইয়া কেমন করিয়া দুর্ব্বলতার পরিচয় দিবেন? এই উভয়সঙ্কটস্থলে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মহাত্মা রুসভেল্ট কেবল ইহাঁদিগের নয়—সমুদায় জগদ্বাসীর যে হিতসাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনীয় নয়। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "শান্তিসংস্থাপকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া অভিহিত হইবে।" ধন্য ধন্য রুসভেল্ট—ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান, তোমার ও তোমার দেশের কল্যাণ হউক। যুক্তরাজ্যের পোর্টসমাউথ নগরে রুসিয়া ও জাপানের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া কয়েক দিন সন্ধি-সর্ত্ত সকল আলোচনা করেন। কিন্তু নানা বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হয়। রুসিয়া হারিয়াও আত্মগৌরব রক্ষা করিতে চান—ক্ষতিপূরণের টাকা দিবেন না, রাজ্যের ভাগ দিবেন না, মগ্ন জাহাজ সকলে শত্রুর অধিকার স্বীকার করিবেন না। এই সকল কারণে সন্ধিপ্রস্তাব ভঙ্গ হইতে পারিত। কিন্তু জাপান যুদ্ধক্ষেত্রে যে বীরত্ব ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন, সন্ধিক্ষেত্রেও তাহার অসাধারণ পরিচয় দিয়া বিশ্বজনকে অধিকতর মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছেন। জেতা জাপান উদারহৃদয়ে পরাজিত রুসের আবদারে সম্মত হইয়াছেন, তাই সন্ধিপত্র স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। এত সুবিধা ছাড়িয়া দেওয়াতে জাপান গবর্ণমেণ্টের প্রতি দেশবাসী অনেকে জাতক্রোধ হইয়া প্রবল প্রতিবাদ উত্থাপন করে, কিন্তু সুনিপুণ রাজমন্ত্রী গোলযোগের শান্তি করিয়াছেন। জাপানের ধৈর্য্য, ক্ষমা, উদারতা ও আত্মসংযম অতুলনীয়। "শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা" যে ঋষিবাক্য আছে, জাপান তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছেন। জাপানের জয়গৌরব-মুকুট দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়াছে!! ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে জাপান সর্ব্বতোভাবে আদর্শ দেশ হউক।

স্বদেশপ্রেম ও ত্যাগশীলতা।

বর্ত্তমান সময়ের একটি বিশেষ শুভ লক্ষণ এই যে, এ দেশের লোক ভারতকে স্বদেশ—মাতৃভূমি বলিয়া গৌরব করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং স্বদেশী বস্তুসকল প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাহার ব্যবহারে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেছে। যদিও বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে এই ভাবোচ্ছ্বাস অধিক দেখা যায়, কিন্তু ইহার পশ্চাতে বয়স্ক

বিজ্ঞ কৃতবিদ্য ধনী ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীরা রহিয়াছেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে বা বঙ্গদেশেই এই আন্দোলন বদ্ধ নহে—মাড়োয়ারি, মারহাট্টা, পঞ্জাবী সকলে ইহাতে যোগ দিয়াছেন এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত একটী সুন্দর স্বদেশানুরাগের স্রোত বহিয়াছে। কেবল পুরুষদের মধ্যে নহে—অন্তঃপুরিকাদিগের মধ্যেও ইহার তরঙ্গ প্রবাহিত। এ সময় স্ত্রীলোকদিগকে কসিয়া হাল ধরিতে হইবে, তরী যেন ঠিক্ পথে যায়। ভগবানের নিকট আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি এই ভাব আরও দৃঢ়ীভূত ও স্থায়ী হউক এবং ইহাদ্বারা ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণময় হউক।

স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে মহিলাদিগের অনেকগুলি পত্র ও প্রবন্ধ পাইয়াছি, বাহুল্যভয়ে কয়েকটী মাত্র প্রবন্ধ নিম্নে দিলাম। বামাবোধিনীর সকল পাঠিকা এবং ভারতবাসিনী সকল রমণী এ সময় নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া মাতৃভূমির কল্যাণসাধনে সংযম মহাব্রত ধারণ করুন, এই আমাদের একান্ত অনুরোধ। ভারতরমণীগণ আত্মত্যাগ, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্মব্রতপালনের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁহারা স্ব স্ব সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করিবার জন্য ব্রতধারিণী হউন্। দেবালয়, ভাণ্ডার-গৃহ ও রন্ধনশালা ত তাঁহাদিগের হস্তে। এ গুলিকে পবিত্রভাবে রক্ষা করিয়া সুনিয়মে নিয়মিত করুন্। তদ্ভিন্ন আপনাদের দেহসজ্জা, গৃহসজ্জা, বস্ত্রসজ্জা ও ভদ্রসজ্জাদিতে বিদেশীয় বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশীয় প্রাচীন সরল ভাব পুনঃপ্রবর্ত্তিত করুন্, তাহাতে অর্থও বাঁচিবে এবং প্রকৃত সুখস্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যদেশে স্ত্রীলোকেরা সমাজের পরিচালিকা। এ দেশের নারীগণেরও সমাজ পুনর্গঠন ও পরিচালনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, তাঁহারা স্বদেশপ্রেমিকা হইয়া ধর্ম্মপ্রাণা ও ত্যাগশীলা হইলেই হয়।

১। বঙ্গের এ দুর্দ্দিনে বঙ্গনারী জাগ্রত হও।

আমাদের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত। বড় লাট লর্ড কর্জন সাহেব বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, বিলাতের গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। ভারত-সচিব মহোদয় কর্ত্তৃক বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ায় সমস্ত বঙ্গভূমি গভীর দুঃখে মর্ম্মাহত, এবং শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত বঙ্গময় ঘোর হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইয়া আকাশ পাতালে নিনাদিত হইতেছে।

সমস্ত বঙ্গের একজন শাসনকর্ত্তা আছেন, তিনিই ছোট লাট। বড় লাটের মতে একা ছোট লাটের পক্ষে এত বড় বঙ্গভূমি শাসন করা নিতান্ত অসম্ভব। তাই তিনি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিলেন—বঙ্গের উৎকৃষ্ট অঙ্গ সকল বঙ্গ হইতে ছেদন করিয়া আসামভুক্ত করিয়া দিলেন। বঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত

হইল। ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, চট্টগ্রাম, পাবনা ইত্যাদি সমুদয় জেলা আসামভুক্ত হইল এবং এই নূতন প্রদেশ "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" নামে অভিহিত হইল। আসামের চিফ্ কমিশনার সাহেব মহাশয় এই সমস্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইবেন এবং "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের" লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর নাম প্রাপ্ত হইবেন। ঢাকা তাঁহার বাসস্থান হইবে। এই ভয়াবহ সংবাদে সমস্ত বঙ্গভূমি একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বঙ্গ দুইভাগে বিভক্ত হইল—বঙ্গের উত্তমাঙ্গ সকল ছিন্ন হইল, বঙ্গবাসী আসামী হইল, ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? বঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব রহিত করিবার জন্য বঙ্গবাসী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু লর্ড কর্জন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তিনি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব লইয়া ইংলণ্ড গিয়াছিলেন এবং তাঁহার শাসনকাল অতীত হইলেও তিনি পুনরায় আরও দুই বৎসরের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার এই অপ্রীতিকর ব্যবহারে সমস্ত বঙ্গে ঘোর ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইয়াছে। হতভাগ্য বাঙ্গালীর ক্রন্দনই সম্বল। কিন্তু তাহারা এবার বঙ্গভূমির উদ্ধার সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর। বাঙ্গালী অতি দুর্ব্বল, কিন্তু এবার তাহাদের দেহেও যেন বল আসিয়াছে। সান্‌কীন সাপ সাপের রাজা, কিন্তু রাগহীন। প্রবাদ আছে এই সাপ যন্ত্রণাকারীর শত দোষ মাপ করে, এমন কি লাঙ্গুল মর্দ্দন করিলেও ইহারা দংশন করে না, কিন্তু লাঙ্গুল ধরিয়া ঘুরাইলে ইহারা ক্রোধান্বিত হয় ও বক্রভাবে ফিরিয়া আঘাতকারীকে দংশন করে। বঙ্গবাসীও সান্‌কীন সাপের ন্যায় রাগহীন, লাঙ্গুল ধরিয়া টানিলেও ক্রুদ্ধ হয় না, কিন্তু এবার সরকার সাহেব তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া ভীমবেগে ঘুরাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কুপিত সান্‌কীন সাপ বক্র হইতেছে, জানি না এবার কি হইবে।

চারিদিকে বঙ্গবাসীর ভীষণ প্রতিজ্ঞার গভীর গর্জ্জন শোনা যাইতেছে। বঙ্গবাসী বঙ্গোদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, বঙ্গোদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা কখন বিলাতী বস্ত্র বা দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না। ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি সম্বন্ধে ইংরেজ জাতি উদাসীন। ইংরেজের এই উদাসীনতা দূর করিবার জন্য রাজা ও প্রজা, ব্যবসায়ী ও ব্যবহারাজীব, বালক বৃদ্ধ ও যুবা সকলে সঙ্কল্প করিয়াছেন—"যত দিন গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রত্যাহৃত না হয়, ততদিন আমরা বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করিব না।"

বামাবোধিনী পাঠিকা ভগিনীগণ! বঙ্গনারীগণ! বঙ্গের এ দুর্দ্দিনে তোমরা নিদ্রিত রহিয়াছ, না জাগ্রত হইয়াছ? ভগিনীগণ! জাগ্রত হও, উঠ—বঙ্গোদ্ধারের উপায় কর। জিজ্ঞাসা করিতে পার, কি করিব, আমরা সামান্য স্ত্রীলোক, বঙ্গোদ্ধারের জন্য কি করিতে পারি? কিন্তু সকলেরই জানা উচিত যে, চেষ্টা

করিলে ক্ষুদ্রও কার্য্যক্ষম হয়। তবে তোমাদের বেশী কিছু করিতে হইবে না, তোমরা প্রতিজ্ঞা কর এবং সমস্ত আলাপী ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞা করাও যে, বঙ্গচ্ছেদ রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা কেহই বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। ভগিনীগণ ! আমাদের দেশে কি নাই ? কোন্ দ্রব্যের অভাব ? বিলাতী লণ্ঠন ব্যবহার না করিয়া তৈল-বাতী ব্যবহার কর, বিলাতী বস্ত্র পরিধান না করিয়া দেশী বস্ত্র পরিধান কর, সাবান কালী কলম সমুদয়ই দেশের তৈয়ারী প্রাপ্ত হইবে। দেখিবে এখন স্থানে স্থানে দেশী জিনিষের দোকান বসিবে। তোমরা সকলে মনকে সংযত কর, বিলাসিতা ত্যাগ কর।

বঙ্গনারীগণ—বঙ্গোদ্ধার-ব্রত পালনের জন্য প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হও।

আমরা সকলেই ভারতসন্তান, বিলাতী দ্রব্যের উপর বিতৃষ্ণা জন্মান কি অসম্ভব ?

সঞ্জীবনী হইতে একটি কথা উদ্ধৃত করিলাম। যাহারা সঞ্জীবনী পড় নাই, তাহারা পড়িয়া দেখিও অদ্বৈতসন্তান শ্রীযুত চন্দ্রমোহন গোস্বামী হিন্দুদের ক্রিয়াকলাপে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার বিষয়ে কি বলিতেছেন।

"বোধ হয় আপনার পাঠকবর্গ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, আমার একজন বিশিষ্ট আত্মীয় দ্বারা ভাটপাড়া, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর ও বরিশালনিবাসী কোন কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করিয়া লিখিতেছি যে,—শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন, পূজা, তর্পণাদি কোনও প্রকার শাস্ত্রীয় কার্য্যে বিদেশজাত কাপড়, চিনি, ময়দা, চর্ব্বির বাতী, লবণাদি অব্যবহার্য্য ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তাঁহারা এই প্রকার পাঁতি লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।"

যাঁহারা হিন্দুসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন, তাঁহারা উক্ত ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিবেন।

বঙ্গনারীগণ ! আমিও তোমাদিগকে ঐ কথাই বলিতেছি,—বঙ্গের এ দারুণ দুর্দ্দশার দিনে বঙ্গনারীদের নিদ্রিত থাকা কিছুতেই উচিত নহে। এস আমরা সকলে একত্র হইয়া স্বামী পুত্রের সঙ্গে মিলিত হই। আদ্যা শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইলে পুরুষগণের বাহুতে ও মনে দ্বিগুণ বলের সঞ্চার হইবে।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

২। মাতৃপূজা।

এই যে দেশব্যাপী "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ" সম্বন্ধে গভীর আন্দোলন চলিয়াছে, ইহাতে আমাদের চিন্তা অথবা কার্য্য করিবার কি কিছুই নাই ? প্রাতঃস্মরণীয় নমস্য ব্যক্তিগণ মর্ম্মভেদী করুণগাথায় যে দুঃখকাহিনী প্রকাশ করিতেছেন, আমরা কি আমাদের বধির শ্রবণ ও অন্ধ নয়ন মেলিয়া তাহা দেখিব না ও শুনিব না ? আমাদের আলস্য-রচিত সুখশয্যার নিম্নে কি ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সর্ব্বনাশের বীজ নিহিত করিয়া যাইব ? আমরা রমণী-

জাতি কি ছাত্রগণ অপেক্ষাও চিন্তাহীনা? আমাদের এই নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট জীবন কি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে না? ছাত্রগণের সংসার-চিন্তা-বর্জ্জিত ফুল্ল হৃদয়ের পার্শ্বে যে ঘন বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, আমাদের কি তাহার শতাংশের এক অংশও হইবে না? ইহা কি আমাদের আশা ও সান্ত্বনার কথা নহে—ছাত্রগণ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, "যাহা স্বদেশে পাওয়া যায়, তাহা বিদেশী ব্যবহার করিব না।" "জননী জন্মভূমির নামে অশৌচ গ্রহণ করিব" ইত্যাদি। এই সমস্ত মহা-কার্য্যের মহৎ ভাব কি অন্তঃপুরের বাহিরে পড়িয়া থাকিবে? আসুন ভগিনী-গণ! নারী-হৃদয়ের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া আমরাও ছাত্রগণের পদানুসরণ করি, তাঁহাদের উচ্চারিত মহাবাক্য পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণের ন্যায় উচ্চারণ করি। বঙ্গ-মাতার চক্ষুর জলধারা মুছাইবার জন্য ভ্রাতার পার্শ্বে ভগিনীগণ যখন দাঁড়াইবেন, তখন ভারতে জীবনী শক্তি জাগিয়া উঠিবে।

স্তন্যসুধা পানের সঙ্গে সঙ্গে যে সন্তানগণ মাতৃহৃদয়ের মাতৃপূজার ভাব অধিকার করিবে, সেই ভবিষ্যৎ বংশ জননী জন্মভূমির চক্ষুর জল মুছাইতে শিখিবে। দেশের দুর্দ্দশা, জাতির শোচনীয় পরিণাম, অত্যাচারিতা, ভগ্নীগণের মর্ম্ম-ভেদী ক্রন্দন, এই সকল যদি অনুভব করিতে না শিখিলাম, তবে আর শিখিলাম কি?

জন্মভূমি।

কণা কণা রক্তবিন্দু দিয়া,
গড়েছ মা সন্তানের হিয়া,
তাই আজি শত কণ্ঠ হ'তে
তোমার দুঃখের গান
ভরিয়া দিতেছে প্রাণ
তপ্ত দিবা, ম্লান রজনীতে।

মা তোমার বক্ষ পরে
শত ধারে রক্ত ঝরে,
সন্তানে তা কোন্ প্রাণে সয়?
পরাজিত জাতি ব'লে
ভাসে শুধু অশ্রুজলে,
করুণ ক্রন্দন লয়ে মুখপানে চায়।

কেন মা হলে না, তুমি
মরুভূ পাষাণ?
শান্তিতে ঘুমাতে তুমি,
তা হ'লে শ্বাপদ দল
করিত না কোলাহল,
জননী জনমভূমি।

স্নেহ কোমলতা দিয়া
গঠিত তোমার হিয়া,
রতন-ভূষিতা রাণী রত্নপ্রসবিনী।
বিষে করি বিষক্ষয়
মা তোরে বাঁচাতে চায়,
হেন পুত্র নাহি কি মা তোর?
দৈন্য দুঃখ বহি বহি
আছ কত জ্বালা সহি
জননী জনমভূমি মোর।

সরলা দত্ত।

৩। আমাদের কর্ত্তব্য।

রত্নভাণ্ডার ভারতভূমির এরূপ দুর্দ্দশা কেন? এ কথার উত্তরে প্রত্যেকেই বলিবেন যে, ভারতের বুকের রক্ত ভারতে এক তিলার্দ্ধও স্থান পায় না, তাইত ভারতভূমি রক্তহীন! যে দেশ সমগ্র পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়, যে ভারতভূমি রত্ন-প্রসবিনী, "শস্যশ্যামলা", সেই ভারত আজ দুর্ভিক্ষের করাল কবলে নিপতিত। কোটি কোটি নরনারীর করুণ আর্ত্তস্বর ভারতবাসীর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে! হায়! হায়! আমাদের সাধের নন্দনকানন ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে! কিন্তু এ সকল কাহাদের জন্য হইয়াছে? আমাদের সোণার ভারত কাহাদের জন্য মাটি হইয়াছে? কেবল মাত্র আমাদিগের জন্য নহে কি? আমাদের বিলাসিতা, পাশ্চাত্য কুশিক্ষা প্রভৃতির বিষময় ফল কি ভারতভূমির অবনতির একমাত্র কারণ নহে? আমরা স্বদেশকে পদে দলিত করিয়া বিদেশকে বড় করিয়াছি; স্বদেশের অবমাননা করিয়া বিদেশের মান বাড়াইয়াছি। কাপড়, ছাতা, জুতা, সিগারেট্, বাসন প্রভৃতি যাবতীয় নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুই বিলাতি। প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের কত লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশের করতলগত হইতেছে, তাহা অনুমান করা সুকঠিন। আমরা বিদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতির যৎপরোনাস্তি সহায়তা করিয়াছি; কিন্তু, নিজের দেশের জন্য কি করিয়াছি? এ কথার উত্তরে সকলেই বলিতে বাধ্য "কিছুই না!" নিজের দেশকে উৎসন্ন দিয়াছি, নিজের দেশের উজ্জ্বল মুখ চির অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছি। হায়! আমরা কি নির্ব্বোধ!

আমরা বেশ সচ্ছন্দ-মনে ঘুমাইতে-ছিলাম! জানিনা কি শুভক্ষণে লর্ড কর্জন আমাদের দেশে পদার্পণ করিয়া-ছিলেন। কর্জনের গর্জ্জনে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে! আমরা নিজের পথ দেখিতে পাইয়াছি। মঙ্গলময় যাহা করেন, সমস্তই মঙ্গলের জন্য!

পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম কর্জন সাহেব আমাদের পরম শত্রু, কিন্তু এখন দেখিতেছি তিনি আমাদের পরম মিত্র! যাঁহার দারুণ কশাঘাতে অনন্ত-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাঁহাকে এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের ধন্যবাদ অন্তরের সহিত প্রদান করিতেছি।

আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! যে বাঙ্গালী জাতি পূর্ব্বে কথায় পটু ছিল, সে এখন কাজ করিতে শিখিয়াছে, যে বাঙ্গালী বিলাসিতার অলস তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল, সে এখন শ্রমশীল হইয়াছে। ধন্য বাঙ্গালী! এত দিনে জানিলাম—তুমি সম্পূর্ন জীবনহীন নও! কিন্তু ইহার মধ্যেও একটু আশঙ্কার কারণ আছে। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তাই ভাবিতেছি নিদ্রিত ভারতবাসী শীঘ্র অনন্ত-নিদ্রায় নিদ্রিত হইবেন না ত? ইহা হইলে আমাদের দুর্ভাগ্যের সীমা

নাই। কিন্তু আশা আছে ভারতবাসীর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের নামে শপথ করিয়া যখন হিন্দু ও মুসলমানগণ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, তখন এ প্রতিজ্ঞা যে চিরস্থায়ী হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতে আজ যুগান্তর উপস্থিত। যে হিন্দু ও মুসলমানে চিরবিরোধ, সেই হিন্দু ও মুসলমান একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। বাস্তবিকই আজ আমাদের আনন্দের দিন! এখন আর ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নয়। আশা করি, এ মিলনে আর বিচ্ছেদ হইবে না।

কাশীর জন কতক লোকের মুখে দুই একটা কথা শুনিয়া বাস্তবিকই প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন —"এ প্রতিজ্ঞা কখনই থাকিবে না। গবর্ণমেণ্টের শাসনে ইহা শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইবে। পূজার মরসুমে আমরা বিলাতি বস্ত্র সস্তা হইলে কিনিব।" বাস্তবিক এ সকল কথা যে ভারতসন্তানের মুখের অনুপযুক্ত, তাহা বলাই বাহুল্য।

বাঙ্গালী হইয়া যাঁহারা বঙ্গের হিতসাধনে অনিচ্ছুক, যাঁহারা দেশের জন্ত সামান্ত মাত্র স্বার্থত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ, তাঁহারা মানুষ বলিয়া মনুষ্যসমাজে গণ্য হইবার অনুপযুক্ত। যিনি ভারতমাতার অমঙ্গলের চেষ্টা করিবেন, তাঁহাকে ভারত-কুপুত্র ভিন্ন আর কি বলিব?

আমাদের দেশে কি না আছে? আমাদের ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যই আমাদের দেশে তৈয়ারি হইতেছে। প্রথম প্রথম বস্ত্রের একটু অসুবিধা হইবে, কিন্তু তা বলিয়া সে বিষয়ে উদাসীন হওয়া উচিত কি?

মাতৃদায় হইলে সকলেই নিজে নিজে প্রাণপণ চেষ্টায় সে দায় হইতে উদ্ধার হন। আমাদের সকলেরি মাতৃদায় উপস্থিত। এখন সকলেরি সাধ্যমত চেষ্টা, শ্রম ও কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক। আমাদের সকলেরি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, "দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?"

আমাদের দেশে সহস্র সহস্র জোলা তাঁতির বসবাস রহিয়াছে, উপস্থিত বিলাতি বস্ত্রের কাটতির দরুণ তাহাদের শ্রমশীল-হস্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে উৎসাহ দান করিলে, তাহাদিগকে সাহায্য দান করিলে শীঘ্রই প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র পাওয়া যাইতে পারে। কানপুরের জুতা আমদানী করিলে সহরের ও মফঃস্বলের লোকের সম্পূর্ণ অভাব মোচন হওয়া সম্ভব। কানপুরের জুতা দেখিতে সুন্দর, সুলভ এবং বেশ মজবুত।

দেশীয় পুরুষগণ যেরূপ সাহস, উদ্যম, উৎসাহ প্রভৃতির পরিচয় দিতেছেন, যেরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, দেশীয়া রমণীদিগেরও তৎপথাবলম্বিনী হওয়া কর্ত্তব্য। সত্য কথা বলিতে কি, শিক্ষিতা রমণীসমাজ এ বিষয়ে যোগ দিলে যে দেশের প্রভূত উপকার হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। দেশীয় রমণীগণের নিকট বঙ্গমাতা সম্পূর্ণ আশা করিতেছেন। অর্থ

দ্বারা, সামর্থ্য দ্বারা, বাক্য দ্বারা যিনি যেরূপে পারিবেন, তিনি সেইরূপেই মায়ের সেবা করিবেন। দেশীয়া ভগ্নীগণের নিজ নিজ সমাজের ভিতর চাঁদা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীজীবনবালা দেবী,
সোণারপুর—বেনারস।

৪। আবার তেমনি হব।

ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে ভুল আমরা জেগেছি
আজ
তুলিয়া লইতে শিরে আপন কর্ত্তব্য কাজ।
কেনই বা চিরদিন, পড়ে রব আশাহীন,
আমাদের পতিপুত্র সবাকার হেয় হয়ে,
অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য কেন চিরদিন রব সয়ে?
কেনই বা দাঁড়াইব দীন অবনতমুখে
হীনতা পাষাণ ভার কেন বা বহিব বুকে?
লভি সবে নব বল হোক হৃদি সমুজ্জল,
স্বদেশের হিত তরে করি সবে প্রাণপণ,
এক মহাদীক্ষা লয়ে এক সূত্রে গাঁথি মন,
আমরা দাঁড়াব পাশে তাঁদের উৎসাহ দিতে
মুক্ত করি দেহ মন পাশ্চাত্য বিলাস হ'তে।
মোরা—পুণ্যশীলা আর্য্যনারী আবার
হইব তাই,
এসো আজি সবে মিলে এ প্রতিজ্ঞা করি
ভাই।

জগত-পিতার কাছে চাহি এসো হৃদিবল,
চিরদিন রহে যেন এ সঙ্কল্প অচঞ্চল।
যেন স্বদেশের হিতে দেহ মন পারি দিতে।
শত প্রলোভনে যেন বাঁধা নাহি পড়ে মন,
রাখিতে প্রতিজ্ঞা স্থির পারি যেন
আজীবন।

বিলাস-বাসনা মোরা নিশ্চয় ত্যজিব সবে,
ভাবিব স্বদেশ-শিল্প কেমনে উন্নত হবে।
চারিদিকে প্রলোভন, করিলেও আকর্ষণ,
আমরা নয়ন মেলি সে সকল দেখিব না।
আমাদের এ সঙ্কল্প কভু মোরা ভাঙ্গিব না।
আমরা—গরীয়সী আর্য্যনারী হইব আবার
তাই,
এসো আজি এক সাথে এ প্রতিজ্ঞা করি
ভাই!

নবোৎসাহে বাঁধি মন, করি এসো
আয়োজন,
করেছি যে ক্ষতি মোরা পুনঃ পুরাইয়া দিব,
মোরা—কার্য্যপরা আর্য্যনারী আবার
তেমনি হব'।

শ্রীঅনুপমা দেবী।

গৃহকর্ম্ম।

ক্ষীরের লুচি।

ভাল ময়দা—/॥০, খোয়া ক্ষীর—/।০, চিনি /১, পেস্তা /০ ছটাক। আগে চিনির রস করিয়া রাখ, তাহার পর ক্ষীরটা বাটিয়া এবং পেস্তাগুলি বাটিয়া একত্রে মিশাও। তাহার সহিত ছোট এলাচ চূর্ণ ও একটু গোলাপী আতর মিশাইয়া রাখ। ময়দাগুলি বেশ করিয়া

ময়ান দিয়া মাখ, তার পর লুচির অপেক্ষা ছোট লেচি করিবে। লুচির মত একখানি বেলিয়া রাখিবে আর একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট করিয়া বেলিতে হইবে, তাহার উপর পুরু করিয়া ক্ষীর মাখাইয়া আগেকার লুচিখানি ঢাকিয়া দিবে। তৎপরে চারিধার মুড়িয়া ঘৃতে ভাজিবে। লুচির অপেক্ষা ভাজা কিছু কড়া হওয়া চাই। এক এক খানি করিয়া ভাজিয়া রসে ফেলিবে। রস প্রবেশ করিলে খাইয়া দেখিবে খুব উপাদেয়।

লাউয়ের পায়স।

খুব কচি লাউ বেশ মিহি করিয়া কুটিয়া রাখ, তাহার পর অল্প ঘৃতে আগে চড়াও। ঘৃত গরম হইলে তাহাতে লাউগুলি ছাড়িয়া দাও। অল্প ভাজা হইলে তাহাতে দুগ্ধ দিও। দুগ্ধ একটু বেশী দেওয়া আবশ্যক। দুগ্ধ ঘন হইলে তাহাতে বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, এবং চিনি দাও। পরে নামাইয়া ছোট এলাচের গুঁড়া ও একফোঁটা গোলাপী আতর দিয়া ঢাকিয়া রাখ। খাইবার সময় লাউয়ের পায়স খাইতেছি, তাহা বুঝা যায় না।

লড়কি।

কমলা লেবু ৬টা, দধি ৴॥০, গোলাপজল অর্দ্ধ ছটাক, চিনি ৴।০, এবং কিঞ্চিৎ লবণ। লেবুগুলি খোসা ছাড়াইয়া কোয়ার উপরকার ছাল ছাড়াইয়া কোয়া বাহির করিয়া একটী পাথরের পাত্রে রাখিবে। দধির সহিত চিনি ও লবণ মিশাইবে। লবণ আর চিনি দধির অম্লতা অনুসারে দেওয়া আবশ্যক। লেবুর কোয়াগুলি দধির সহিত মিশাইবে এবং গোলাপজল টুকুও দিবে। লেবুগুলি যেন গোটা না থাকে, ভালরূপে মিশাইয়া যায়। ইহা খাইতে মুখরোচক।

পাকা কাঁঠালের ডালনা।

কাঁঠালের মুসল্লা ভাল করিয়া ধুইয়া খোসা ছাড়াইয়া লইবে। মধ্য হইতে নরম নরম গুলি বাহির করিয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিবে। কিছু আলুর খোসা ছাড়াইয়া ছানার আকারে কাটিয়া লও। পরে উনানে কটাহ তুলিয়া অল্প জল দাও। আর ভিতরে আলুগুলিকে সিদ্ধ করিয়া নামাও। তৎপরে আধখানা নারিকেল পরিষ্কার জলে ধুইয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রাখ। উনানের জালে কটাহ তুলিয়া কিছু তৈল দাও। তৈলের গাঁজা মরিলে কয়খানা তেজপত্র জিরাফোঁড়ন দিয়া আলু এবং মুসল্লাগুলি ভাজিয়া লও। পরে আদা, জিরামরিচ, দুইটা লঙ্কা বাটা ছাড়িয়া দাও। পরিমাণ মত লবণ দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া জল দাও। পরে উপরি-উক্ত নারিকেল ছাড়িয়া দাও, কিছু ছোলা দিলে ভাল হয়। তরকারিগুলি সিদ্ধ হইলে অথ অল্প ঝোল থাকিতে একটু ময়দা দিয়া নাড়। বেশ থক্ থকে হইলে ঘি ও গরম মসলা দিয়া নামাও। ইহা খাইতে বড় ভাল লাগে।

নূতন সংবাদ।

১। আগষ্ট মাসে পার্লামেণ্ট মহাসভা ছয় মাসের জন্ত বন্ধ হইয়াছে। সম্রাট্ এডওয়ার্ড. এতদুপলক্ষে বক্তৃতা করেন, তাহাতে উল্লেখ আছে পৃথিবীর সকল রাজ্যের সহিত তাঁহার সদ্ভাব বর্ত্তমান। ভারত সম্বন্ধে কোনও উচ্চ বাচ্য করেন নাই।

২। আমেরিকার কর্ণওয়াল্ কৃষি-কলেজে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থ চারিটী যুবক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন :—বাবু হীরালাল দত্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ শীল ও অপূর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৩। আসামের চিফ্ কমিসনার ফুলার সাহেব শ্রীহট্ট পরিদর্শনকালে গবর্ণমেণ্ট আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় এক ঘণ্টা কাটাইয়া পুরস্কারাদি দান করেন। তত্রত্য কোনও বিদ্যালয়ের ভাগ্যে এরূপ সৌভাগ্য ঘটে নাই। কুচবিহারের মহারাজাও এই বিদ্যালয় দেখিয়া বালিকাদিগের জলখাবার ১৫৲ দিয়া আসিয়াছেন।

৪। গত ১৪ই আগষ্ট লেডী কর্জ্জন সিমলায় সুকুমার শিল্প প্রদর্শনী খুলিয়াছেন।

৫। গত ১৮ই আগষ্ট কলিকাতা অনাথ আশ্রমের বার্ষিক সভা হইয়া বালক-বালিকাদিগকে পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে।

৬। আমেরিকার পোর্টসমাউথ নগরে রুষ ও জাপানের সন্ধি-প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে :—(১) কোরিয়াতে জাপানের প্রাধান্ত, (২) রুষ জাপান উভয়েরই মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ, (৩) মাঞ্চুরিয়াতে চীনের আধিপত্য ও শাসন স্থাপন, (৪) চীনকে অটুট রাখা এবং তাহাতে সকল জাতির বাণিজ্য-দ্বার উন্মুক্ত রাখা, (৫) রুষিয়ার লেওটন্, পোর্ট আর্থার, ডাল্‌নি প্রভৃতি স্থান পরিত্যাগ। সাগেলিয়ানের ব্যবস্থা এবং জাপানের ক্ষতি-পূরণের টাকা লইয়া মতভেদ ছিল, জাপান উদার হৃদয়ে রুষের আবদার রক্ষা করিয়াছেন।

৭। বেনারস সংস্কৃত কলেজে কাশীর মহারাজা ৩০,০০০ ও মুন্সী মাধোলাল ২৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৮। পার্লামেণ্টের সভা স্যার ডাওনাগ্রি বঙ্গবিভাগে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করাতে কলিকাতার গোলদীঘীতে ৪।৫ হাজার লোক জুটিয়া মহাসমারোহে তাঁহার কুশপুত্তলী দগ্ধ করিয়াছে।

৯। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি লর্ড উল্‌সলীর কন্যা কুমারী ফ্রান্সিস উল্‌সলী বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ রমণী। তিনি উদ্যান প্রস্তুতির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল শিক্ষা করিয়া স্বয়ং উদ্যান-কার্য্যে অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করেন।

১০। আলিগড় কলেজের সম্পাদক নবাব মসিন-অল-মলক একটী মুসলমান বালিকা-বিদ্যালয়ের চাঁদা সংগ্রহার্থ ভারত-

ভ্রমণ করিতেছেন। ভূপালের বেগম এই ফণ্ডে ৩৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১১। গত ২৪এ আগষ্ট জাপানী অধ্যাপক ওমরীর অভ্যর্থনা আলবার্ট হলে হইয়াছিল, তাহাতে ব্রাহ্মমহিলারা বীণা বাদন, গান ও আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

১২। বঙ্গবাসীর সম্পাদক বাবু যোগেন্দ্র-চন্দ্র বসুর মৃত্যুসংবাদে আমরা সন্তপ্ত হইলাম। ইনি উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন এবং বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন।

১৩। ইংলণ্ড ও জাপানের বন্ধুত্ব নূতন সন্ধিপত্র দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। ইহাতে ইংরেজাধিকৃত ভারত অনেকটা নিরাপদ হইল।

১৪। ইটালিতে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে। এক কালেব্রিয়ায় ৩০০ লোক হত। রাজা বিকটর ইমানুয়েল বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক অনুসন্ধান ও বিপন্নদিগকে সাহায্য দান করিতেছেন।

১৫। স্বদেশী আন্দোলনের সফলতার কয়েকটী দৃষ্টান্ত—বিলাতী চুরোট বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বরের তুলনায় বিলাতী দ্রব্য যশোহরে ৩০০০০ টাকার স্থানে ২০০০, বগুড়ায় ১৭০০ স্থানে ২০৯, ঢাকায় ৫০০০ স্থানে ২০০০, আরায় ১৫০০ স্থানে ২০০, হাজারিবাগে ১০০০০ স্থানে ৫০০, নদিয়ায় ১৫০০০ স্থানে ২৫০০, মালদহে ৮০০০ স্থানে ১৩০০ এবং বর্দ্ধমানে ৬০০০ স্থানে ১০০০ টাকার দ্রব্য বিক্রীত হইয়াছে।

১৬। অতিবৃষ্টিতে পঞ্জাবের স্থানে স্থানে বন্যা হইয়াছে। কাশ্মীরও ভাসিতেছে।

১৭। মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখিয়া খৃষ্টান পাদরীরা কয়েকটী অন্নছত্র খুলিয়াছেন। ব্রাহ্মেরাও একটী অন্নছত্র খুলিবেন।

১৮। কুমারী ম্যানিঙের মৃত্যুসংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। বামা-বোধিনীর উন্নতিকল্পে সময় সময় তিনি যে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা চির-কৃতজ্ঞ। ভারতহিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টারের প্রদত্ত ভার গ্রহণ করিয়া সুদীর্ঘ কাল তিনি এদেশের নারীগণের এবং ইংলণ্ড প্রবাসী যুবকগণের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন্।

১৯। গত ২১এ সেপ্টেম্বর মিস্ কার্পেণ্টার হলে "স্বদেশী আন্দোলন" সম্বন্ধে কলিকাতাস্থ মহিলাদিগের এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে।

২০। গত ২২এ সেপ্টেম্বর টাউন হলে বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে ও স্বদেশী আন্দোলনের সপক্ষে পুনরায় মহাবিরাট সভা হয়, তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান ১৫০০০ লোক মিলিত হন।

২১। আগামী ৩রা নবেম্বর বোম্বাইয়ে নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টোর আসিবার কথা। লর্ড কর্জন তাঁহার হস্তে শাসন-ভার দিয়া ৪ঠা স্বদেশযাত্রা করিবেন। যুবরাজ-দম্পতীর এক সপ্তাহ পরে আগমনের সম্ভাবনা।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। **বঙ্গলক্ষ্মী**—মাসিক পত্রিকা, কাশীপুর প্র্যাক্‌টিকেল ইনস্‌টিটিউশন্ হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য উপহার-সহ ১৲ টাকা। বৈশাখ হইতে আষাঢ় সংখ্যায় শিল্প সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ দেখিলাম। পত্রিকাখানি সুন্দরাকারে সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হইতেছে। আমরা ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

২। **কৃষিভাণ্ডার প্রথম ভাগ**—ইহা বঙ্গলক্ষ্মীর উপহার এবং কাশীপুর কৃষিশালা হইতে প্রকাশিত। ইহাতে কৃষিসম্বন্ধে কতকগুলি খনার বচন আছে, বার মাসে ভিন্ন ভিন্ন চাষের ব্যবস্থা আছে এবং আবশ্যক তরি তরকারী ও অন্যান্য চাষের প্রকরণ আছে। গ্রন্থখানি সাধারণের উপকারে আসিবে।

৩। অনাথ আশ্রমের ১৯০৪ সালের কার্য্য-বিবরণ—এই আশ্রম ৬।৭ বৎসরের মধ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান ছাত্রসংখ্যা ৩৯ জন, তন্মধ্যে ২৬টি বালক ও ১৩টি বালিকা। এ বৎসর ১৫০০০৲ টাকার অধিক আয় হইয়াছে এবং এক বিঘা ৩ কাঠা জমির উপর একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। বদান্যবর কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর এই ভূমি দান করেন। গত ৬ বৎসর আশ্রমের জন্য ৭৫০০০ টাকার অধিক সংগৃহীত ও ব্যয়িত হইয়াছে এবং দুইটী অনাথ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। ইহার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন, পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ঈশ্বরকৃপায় আশ্রমটী চিরস্থায়ী হইয়া দেশের একটী মহৎ অভাব পূর্ণ করুক।

বামারচনা।

ঘোর পরীক্ষা-দিনে।

একটী পরাণ সঙ্গে আছেন আমার,
অতি স্নেহময় তিনি—অমিয়া-আধার।
আমাকে বাসেন ভাল হৃদয় ভরিয়া,
দুঃখ-কশাঘাত তাই যাই পাসরিয়া।
তাঁহার বিরহে কভু নাহি বাঁচে প্রাণ,
পৃথিবীর সুখ যত হয়ে যায় ম্লান।
তিনি ত আমাকে ছেড়ে না রহেন কভু,
যত ত্রুটি আছে মম জানেন সে প্রভু।
যত ক্ষত আছে এই নিভৃত কন্দরে
জানেন—রাখেন তাই অতি সমাদরে।
যখনি পরাণ পড়ে ধূলিতে লুটিয়া,
যখনি ঝটিকাহত এ ভগন হিয়া,

তখনি লয়েন সখা কোলেতে তুলিয়া,
মৃত দেহে আসে প্রাণ ও নাম জপিয়া।

প্রভো! চিরদিন জ্বাল ও দীপ তোমার,
দেখি নিত্যধাম-মৃত্যু-আঁধারের পার।

শ্রী—ভা।

সুখ।

'সুখ' 'সুখ' করি কেন কেঁদে মরি
সুখ ত রয়েছে হৃদয়মাঝে,
নিজে 'সুখী' বলে নিজেরে ভাবিলে
দূরে যায় যার যে দুখ আছে!
কেহ নাহি পারে সুখ দিতে কা'রে
না করিলে দয়া দয়াল হরি,
সুখ পরে দুখ, দুখ পরে সুখ,
রয়েছে নিয়ম ধরণী ভরি!

মোরা মূঢ়মতি বোধহীন অতি,
সুখ খুঁজে তাই পাই যে ব্যথা;
তলাঁসিয়া সুখ ভেঙ্গে যায় বুক,
না বুঝি সে সুখ বিরাজে কোথা!
হৃদয়-কন্দরে প্রাণের ভিতরে
গোপনে লুকায়ে রয়েছে সুখ;
আর না কাঁদিব, আর না ভাবিব,
আর না দেখাব মলিন মুখ!!

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

গেছে সব।

গেছে সাধ, গেছে আশা,
গেছে সুখ ফুরাইয়া;
বেঁচে আছি শুধু দেব,
বেদনা ভার বহিয়া।
অশান্তি সংসার মাঝে
থাকিতে চাহেনা প্রাণ,
কবে দেব, করিবে এ
জীবনের অবসান!
গণিয়া একটী দুটী
কেটে গেল কত দিন,
তবু তো হলো না প্রভো!
এ প্রাণ তোমাতে লীন।

অপরাধ করিয়াছি
ক্ষমা তার নাহি আর?
তাই প্রভো দিতেছ কি
অসহ্য যাতনাভার?
হৃদয়ের যত কিছু
হৃদয়ে লুকান থাক,
এ জগৎ হতে শুধু
নাম মোর মুছে যাক।
স্নেহের বন্ধনে নাথ!
বাঁধিও না মোরে আর।
ক্ষমা করি স্থান দাও
অভয় পদে তোমার।

শ্রীকাঃ দেবী।

৮৬৫ বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 507. Nov. 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪৩ বর্ষ।	কার্ত্তিক, ১৩১২। নবেম্বর, ১৯০৫।	২য় ভাগ।
৫০৭ সংখ্যা।		৮ম কল্প।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শুভাগমন ও শুভযাত্রা—আগামী ৯ই নবেম্বর যুবরাজ এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস সপত্নীক ও সদল বোম্বাই পৌছিলে লর্ড কার্জ্জন অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবেন। এই জন্য ইংলণ্ডেশ্বর ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, লর্ড কার্জ্জন ৩রার পরিবর্ত্তে ১৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থিতি করিবেন। এই দিন নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে শাসন-ভার গ্রহণ করিলে তিনি সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করিবেন। রাজ-আগমন ও রাজ-প্রতিনিধিদ্বয়ের গমনাগমন শুভ হউক।

লর্ড মিণ্টোর প্রারম্ভিক কার্য্য—তিনি ১৮ই নবেম্বর বোম্বাই পৌছিয়া সেই দিনই কলিকাতা যাত্রা করিবেন এবং ২০শে গবর্ণমেণ্ট হাউসে কাউনসেল লইয়া বসিবেন।

বঙ্গবিভাগ—১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। স্যার এণ্ডু ফ্রেজার বাঙ্গলার ছোটলাট রহিলেন, সার হেনরী ফুলার পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসামের ছোটলাট হইলেন। আপাততঃ সিলং পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী হইল।

অখণ্ড বঙ্গ ভবন—গত ১৬ই অক্টোবর লর্ড কার্জ্জন যেমন বঙ্গচ্ছেদ করিলেন, সেইরূপ সেই দিন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা আপনাদিগের মধ্যে স্থায়ী যোগ-বন্ধনের চিহ্নস্বরূপ "Federation Hall" (অখণ্ড বঙ্গ ভবন) নামে একটী গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ইহার স্থান কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যালয় ও ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে।

স্বদেশী আন্দোলন—গত মাসে বঙ্গের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে মহোৎসাহে এই আন্দোলন চলিয়াছে। এক এক সপ্তাহে শত শত স্থানীয় সভায় লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছে। সকলের

প্রতিজ্ঞা বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবে। গবর্ণমেণ্টের বঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থা হইতে স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের ফল—(১) প্রতি বৎসরবিজয়া দশমীর দিন কলিকাতার মাড়ওয়ারী বণিক্‌গণ বিলাতে লক্ষ লক্ষ টাকার বিলাতী দ্রব্যের অর্ডার দিত, এ বৎসর মোটে দেয় নাই। ইহাতে ম্যাঞ্চেষ্টার ও অন্যান্য স্থানের বিলাতী বণিক্‌গণের বিস্তর ক্ষতি হইল। (২) বিলাতী চুরুট একেবারে বন্ধ হইয়াছে। মদ্য বিক্রয় এত কম যে, যেখানে দিন ৫০ টাকা বিক্রয় হইত, সেখানে ৫ টাকাও হইতেছে না! (৩) দেশবাসীদিগের মনে স্বাধীনতার ভাব প্রবল হইয়াছে, তাহাতে নানাস্থানে দুর্ব্বলেরা সবলদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিতেছে। প্রথম বরণ কোম্পানীর ৩০০ কেরাণী একদিনে পদত্যাগ করে, পরে বেঙ্গল প্রিণ্টিং প্রেস ও ইণ্ডিয়া প্রেসের কর্ম্মকারকগণ কার্য্য স্থগিত করে, ইহার ফলে এক বুধবার কলিকাতা গেজেট সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। পরে ট্রামওয়ের কর্ম্মচারিগণ বিদ্রোহী হয়। ই আই রেলওয়ের গার্ড ও ড্রাইভারগণ ইহাদিগের পথানুসরণ করে। (৪) বাঙ্গালীদিগের জাতীয় জীবন গঠনার্থ রাখী বন্ধন। চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, ;আরও বা কি হয়!!

শুভ বিবাহ—গত ৪ঠা অক্টোবর বৈদ্যনাথ জংসনে লাহোর চিফকোর্টের সুবিখ্যাত উকিল শ্রীমান্ রামভূজ দত্ত চৌধুরীর সহিত স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দৌহিত্রী ও বাবু জানকীনাথ ঘোষালের কন্যা, ভারতীর সুপ্রসিদ্ধা সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবী বি, এর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। জগদীশ্বর বর কন্যাকে চিরসুখী করুন।

যোগ্যের সম্মান—বরাহনগরের সুনামখ্যাত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজসংস্কার ও দেশের দরিদ্র শ্রমজীবীদিগের উন্নতিসাধনব্রতে জীবনের উৎকৃষ্ট ভাগ ক্ষেপণ করিয়াছেন। তাঁহার সম্মাননার্থ ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা তাঁহাকে "সেবাব্রত" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

নানকের বংশধর—স্বর্গীয় বাবা ক্ষেম সিংহ বেদীর পদে তদীয় পুত্র বক্স সিংহ শিখগুরু হইয়াছেন।

বদান্যতা—লণ্ডনের এক নিলাম অফিসের সভ্য ই, জি, বডেন ২০লক্ষ টাকার সম্পত্তি সঞ্চয় করেন, তন্মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা সৎকার্য্যে দান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, স্ত্রীলোকগণ, দরিদ্রশ্রেণী এবং শিশুসন্তানগণ সকলেই ইহাদ্বারা উপকৃত হইবে।

মৃত্যু—গত ৩রা অক্টোবর গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু অন্নদাচরণ বাগচীর ৫৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান আর্টিষ্ট ছিলেন। ১৬ বৎসর বয়সে শিল্প ব্যবসা আরম্ভ করেন। লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার চিত্রিত ছবি দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হন যে তাঁহাকে পূর্ব্ব দেশের "রাফেল" বলিতেন এবং আর্ট গ্যালারী সম্বন্ধীয় বন্দবস্তের ভার তাঁহারই হস্তে প্রদত্ত হয়। ইহাঁর বিয়োগে বঙ্গ-মাতা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত।

ডাকের নূতন ব্যবস্থা—১লা অক্-

টোবর হইতে /০ আনার ডাক টিকিট রসিদ টিকিটের কার্য্য করিতেছে।

গোখলের কার্য্য—সার উইলিয়ম ওয়েডারবরণের আহ্বানে সুবিখ্যাত দেশহিতৈষী গোখলে ইংলণ্ডে গিয়া সামাজিক বক্তৃতাদি করিতেছেন, ডিসেম্বরে ফিরিয়া আসিয়া বেনারস কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিবেন।

হেগ কনফারেন্স—রুসিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট্ এই শান্তিসভার প্রতিষ্ঠাতা। রুস-জাপান যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কতকগুলি গোলমাল মীমাংসার্থ তিনি ইহার দ্বিতীয় সভা আহ্বান করিতেছেন। প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্ট এই কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছেন।

স্ত্রী আন্দোলনকর্ত্রী—গত ২৬এ সেপ্টেম্বর শ্রীমতী সরলা ঘোষাল (এক্ষণে দত্ত চৌধুরী) লক্ষ্ণৌ নগরে স্বদেশী আন্দোলনের সভা করেন, তাহাতে ৫০০ বাঙ্গালী একত্র হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দেন।

রুস পারস্য বন্ধুত্ব—রুসিয়া ও পারস্যের মধ্যে যোগবৃদ্ধির জন্য একদল রুসীয় ইঞ্জিনিয়ার পারস্যে আসিতেছে।

যুবরাজের ভারতভ্রমণ ব্যবস্থা—আগামী ৯ই নবেম্বর অপরাহ্ণে বোম্বাইয়ের আপলো বন্দরে যুবরাজ সস্ত্রীক পদার্পণ করিলে লর্ড কার্জ্জন তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে লইয়া যাইবেন এবং এক সঙ্গে আহার করিবেন। তাঁহার নানা স্থান ভ্রমণের দিন এইরূপ স্থির হইয়াছেঃ—বোম্বাই ৯—১৪ নবেম্বর, ইন্দোর ১৫—১৭, উদয়পুর ১৮—২০, জয়পুর ২১—২৩, বিকানির ২৪—২৭, লাহোর ২৮—১লা ডিসেম্বর, পেসওয়ার ২—৪, রাবালপিণ্ডি (সৈন্য প্রদর্শন) ৫—৮, জম্মু ৯—১০, অমৃতসর ১১, দিল্লি ১২—১৫, আগ্রা ১৬—১৯, গোয়ালিয়ার ২০—২৫, লক্ষ্ণৌ ২৬—২৮, কলিকাতা ২৯—৬ই জানুয়ারি, দার্জ্জিলিঙ্গ ৭—৮, কলিকাতা ৯, জাহাজে ১০—১২, রেঙ্গুণ ১৩—১৫, মাণ্ডালে ১৬—১৮, নদীবক্ষে ১৯—২০, রেঙ্গুণ ২১, জাহাজে ২২—২৩, মহীশূর ২৯—৪ঠা ফেব্রুয়ারি, বাঙ্গালোর ৫—৭, হাইদ্রাবাদ ৮-১৫, ট্রেণে ১৬, ইলোরা ১৭, বেনারস ১৯—২০, নেপাল ২১—৪ঠা মার্চ, আলিগড় ৬, সিমলা ৭—৯, ট্রেণে ১০—১১, কোয়েটা ১২—১৬, করাচি ১৭—১৯, করাচি হইতে যাত্রা ১৯শে মার্চ।

বোম্বাইয়ের মহিলারা টাউন হলে যুবরাজপত্নীকে অভিনন্দন করিবেন। অভিনন্দন-পত্র ইংরাজি, উর্দ্দু, মারহাট্টি, গুজরাটি, পার্সি ও কেনারিস ভাষায় লিখিত হইয়া একখানি এলবাম সহিত প্রদত্ত হইবে।

কলের হিসাব—ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত একশত একানব্বই টি সূতার ও কাপড়ের কল আছে। ইহার মধ্যে ৭৯টি বোম্বাই সহরে, ৫৪টি বোম্বাই প্রদেশে, ১১টি মান্দ্রাজ প্রদেশে, ১০টি বাঙ্গালায়, ৮টি যুক্ত প্রদেশে, ৭টি মধ্যপ্রদেশে, ৬টি পঞ্জাবে, ৪টি পণ্ডিচেরীতে, ৩টি রাজপুতনায়, ৩টি

হায়দ্রাবাদে, ২টি মধ্যভারতে, ২টি মহী-শূরে, ১টি বেরারে এবং ১টি ত্রিবাঙ্কুরে। এই কলগুলির মধ্যে ১৪১টির মালিক এদেশবাসী এবং এদেশবাসী কর্ত্তৃক উহারা পরিচালিত। অবশিষ্ট ৫০টি কলের মালিক ও পরিচালক বিদেশী। দেশের অভাব পূরণ জন্য আরও শত শত কলের প্রয়োজন।

ভারতহিতৈষিণী কুমারী ম্যানিঙ।

ভারতহিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টারের পরে যে ইংরাজ মহিলা ভারতের প্রধান বন্ধু ছিলেন, গত ১০ই আগষ্ট তিনি ৭৭ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল পীড়িত ছিলেন; এবং পীড়িত অবস্থাতেও তাঁহার অবলম্বিত ভারত-হিতব্রত পালন করিতেছিলেন; শেষে এককালে অক্ষম হইয়া পড়িলে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া রোগ-শয্যাগত হন। এত শীঘ্র তিনি চলিয়া যাইবেন, আমরা ভাবি নাই। যাহা হউক ভগবানের আহ্বান আসিলে আর কে থাকিতে পারে? ইঁহাকে হারাইয়া সাধারণতঃ ভারতবাসিগণ এবং বিশেষতঃ ভারত-রমণী ও ইংলণ্ডগামী যুবকগণ একজন পরম সুহৃদকে হারাইলেন। শান্তিদাতা মঙ্গলবিধাতা ইঁহার সুকৃতির পুরস্কার দান ও আত্মার চির-শান্তি বিধান করুন্ এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত নিম্নে প্রকাশিত হইল।

এলিজেবেথ এডিলেড ম্যানিঙ ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জেম্‌স ম্যানিঙ। তিনি সার্জিয়াণ্ট ম্যানিঙ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি একজন অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যবহারাজীব এবং মহারাণী বিক্টোরিয়ার "প্রাচীন সার্জিয়াণ্ট" ছিলেন। ১৮১৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়, তদবধি সে পদও রহিত হইয়া যায়। "ম্যানিঙ ও গ্রাঞ্জার" নামক আইন রিপোর্ট সকল তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। কুমারী ম্যানিঙ বাল্যকাল হইতে আড়ম্বরশূন্য ও শান্তস্বভাব ছিলেন। তিনি অবিবাহিত থাকিয়া সাধারণ হিতকর কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কুমারী মেরী কার্পেণ্টার শিক্ষাসম্বন্ধে যে সকল কার্য্য করেন, তিনি তাহার সহযোগিতা করিতেন। (Froebel society) ফ্রোবেল সোসাইটী নামক শিক্ষোন্নতি সমাজের তিনি সম্পাদিকা হন। উত্তরকালে কেম্ব্রিজ নগরে উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার জন্য যে গার্টন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাহার সংস্থাপকদের মধ্যে একজন। তাঁহার বিমাতা এই কার্য্যের নেত্রী ছিলেন এবং তিনি প্রথমে ইহার ছাত্রী হইয়া পরে অধ্যাপকদিগের সহায়তা করিতেন। এই বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইলে কুমারী এমিলী ডেবিস ইহার প্রধান কার্য্যভার

লন। মিস ম্যানিঙ তখন কলেজের অধ্যক্ষ দলের একজন হইয়া তাঁহার সহিত একযোগে ইহার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। চিরদিন এই বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল।

ভারতের প্রতি কুমারী ম্যানিঙের অনুরাগের এক কারণ কুমারী কার্পেন্টার, দ্বিতীয় কারণ তাঁহার বিমাতা বিবী ম্যানিঙ। এই রমণীর প্রথম স্বামী কার্য্যোপলক্ষে ভারতে বাস করিতেন। তিনি তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিয়া ভারতের অনেক বিষয় স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং "Ancient and Mediæval India" নামক ভারত-ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি মূল্যবান্ এবং ইহা পাঠ করিয়া ভারতের প্রতি মিস ম্যানিঙের অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। তাঁহার জীবনের শেষ ৩০ বর্ষ তিনি ভারতের সেবাতেই ক্ষেপণ করিয়াছেন। মিস কার্পেন্টার "The National Indian Association" জাতীয় ভারতসভা স্থাপন করিয়া অল্পদিন পরে (১৮৭৭ সালে) পরলোক গমন করেন। মিস ম্যানিঙ সেই সময় হইতে জীবনের চরম সময় পর্য্যন্ত তাহার সম্পাদকতা কার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। ইংলণ্ডে ইহার মূলসভার অভিভাবিকা বর্ত্তমান ইংলণ্ডেশ্বরী এবং তাহার কমিটীতে পার্লেমেণ্টের বড় বড় সভ্য ও অবসরপ্রাপ্ত ভারতের রাজপ্রতিনিধিগণ ও অন্যান্য পদস্থ লোকেরা ছিলেন। ইহার শাখা বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে বিস্তারিত হইয়াছিল। ইহার একখানি মাসিক পত্রে ভারতের হিতকর বিষয় সকল লিখিত হয় এবং কুমারী ম্যানিঙ তাহা অতি যত্ন সহকারে সম্পাদন করিতেন। ভারতে স্ত্রীশিক্ষা এবং ভারত-মহিলাদিগের পাঠোপযোগী কয়েকখানি পুস্তকও এই সভার উদ্যোগ ও ব্যয়ে প্রচারিত হয় এবং অন্তঃপুর শিক্ষার কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়। এই সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন বিলাতে অতি সমারোহে সম্পন্ন হইত। তদ্ভিন্ন কুমারী ম্যানিঙ অভিজ্ঞ ইংরাজ বা ভারতীয় বক্তা পাইলেই বিশেষ অধিবেশন আহ্বানপূর্ব্বক বক্তৃতা ও ভারতহিতকর প্রবন্ধের আলোচনা করাইতেন। বস্তুতঃ তিনি ভারতের সহিত একীভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চিন্তা, লিখন ও কার্য্য ভারতের জন্যই ছিল।

ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারত-যুবকগণের অনেকে অভিভাবকহীন হইয়া বড়ই বিপন্ন ও হীনচরিত্র হইয়া পড়িতেন। কুমারী ম্যানিঙ স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া ইহাঁদের তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণ করেন এবং মাতৃস্থানীয়া হইয়া ইহাঁদিগকে সদুপদেশ, সৎপরামর্শ ও সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান করিতেন। এই উপায়ে তিনি যে কি মহৎ অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিবার নয়। এই অজ্ঞাত বিদেশে ভারত যুবকগণ তাঁহার নিকট আসিয়া জ্ঞাতব্য সকল বিবরণ জানিতে পারিতেন, বাসস্থান ও আহারাদির সুব্যবস্থা করিতে পারিতেন এবং

প্রয়োজন হইলে অর্থ ঋণ লইয়া আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। এরূপ সাহায্য না পাইলে লণ্ডনের ন্যায় সহরে অনেককে উপবাসে মরিতে বা ঋণদায়ে জেলে বাস করিতে হইত। দুঃখের বিষয় কোন কোন দুশ্চরিত্র ভারত-যুবক মিস্ ম্যানিঙের দয়ার অপব্যবহার করিয়াছেন এবং টাকা ঋণ লইয়া আর পরিশোধ করেন নাই। এজন্য তিনি সময় সময় দুঃখ প্রকাশ করিতেন, তথাপি বিপন্ন ভারতবাসীদিগের বিপদুদ্ধারের ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার পেমব্রোক ক্রেসেন্টের গৃহদ্বার সকল ভারতবাসীর জন্য উন্মুক্ত ছিল। তিনি বন্ধুদিগের সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিতেন, আত্মোন্নতিসাধনে উৎসাহিত করিতেন এবং সাধ্যমত সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দানে প্রস্তুত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষার্থী এবং ডাক্তারী ও বারিষ্টারী শিক্ষার্থী শত শত ভারত-যুবক তাঁহার উপকার ঋণে ঋণী।

কুমারী ম্যানিঙ রাজনীতি ও ধর্ম্মান্দোলন হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিলেও, তিনি একেশ্বরবাদিনী ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ও সহকারিতা ছিল। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা ও যুবকদিগের নীতিশিক্ষা বিষয়ে ব্রাহ্মেরা যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি অর্থ ও পুস্তকাদি পারিতোষিক দ্বারা তাহার সাহায্য করিয়াছেন। আবার উইলে ব্রাহ্মসমাজের জন্য দান রাখিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল এবং তিনি তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন।

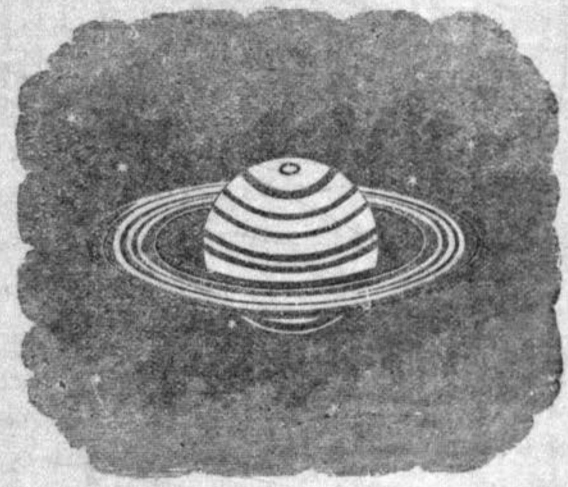
ভারতের প্রতি মিস ম্যানিঙের অনুরাগের বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শনার্থ তিনি বৃদ্ধ বয়সে (১৮৮৮ ও ৯৮) দুইবার এদেশ দর্শন করিয়া যান। তাঁহার শরীর অতি কৃশ ছিল, তথাপি তাঁহার হৃদয় যেরূপ প্রেমপূর্ণ এবং প্রাণ যেরূপ উৎসাহানলে প্রজ্বলিত, তদ্দর্শনে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। কলিকাতায় তাঁহার প্রথম আগমনসময়ে বঙ্গের বিভিন্ন জেলার স্ত্রীশিক্ষাবিধায়িনী ১০।১২টী সম্মিলনী সমবেত হইয়া মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন করেন। আর কোনও দেশীয়া কি বিদেশীয়া মহিলার ভাগ্যে এরূপ সম্মাননা ঘটে নাই। কলিকাতা, উত্তর পশ্চিম, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণকালে তিনি বালিকা-বিদ্যালয় সকল পরিদর্শন এবং স্থানীয় দেশীয় মহিলাগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহাদিগের প্রীতি ও উৎসাহবর্দ্ধন করেন।

কুমারী ম্যানিঙ বামাবোধিনীর গ্রাহিকা ও উৎসাহদাত্রী ছিলেন। তিনি ইহার উন্নতির জন্য পরামর্শ দিতেন এবং অল্পব্যয়ে বিলাত হইতে ছবি সকল সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেন। তাঁহার এ ঋণ আমরা কখনও ভুলিব না।

কুমারী ম্যানিঙের মৃত্যুতে ভারতের অনেক স্থান হইতে সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ ও স্ত্রী-

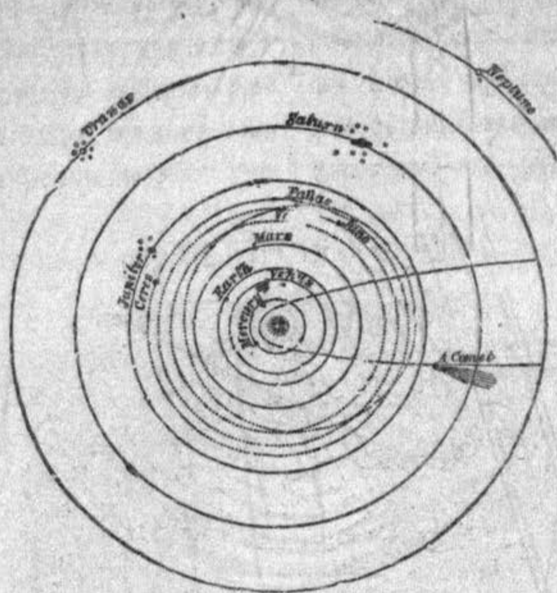
বিদ্যালয় সকল তাঁহার অভাবে আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে তাঁহার জন্ম প্রকাণ্ড সভা হইয়াছে। জগদীশ্বর ভারতহিতৈষিণী মিস কার্পেন্টারের স্থান মিস ম্যানিঙ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন, এখন ইঁহার স্থান কাহার দ্বারা পূর্ণ হইবে? বিবী আর্ণোল্ড্ ইঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া জাতীয় ভারত সভার সম্পাদকতা করিতেছেন, আমরা আশানেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

শনৈশ্চর বা শনিগ্রহ।



শনৈশ্চর একটী অত্যদ্ভুত গ্রহ। তাহার আকৃতি, পরিমাণ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অপূর্ব্ব উজ্জ্বল অঙ্গুরীত্রয় এবং দশটী চন্দ্র তাহাকে অতিশয় সুন্দর বেশে সজ্জিত করিয়াছে। আমাদের একটী চন্দ্র রজনীকে কেমন বিভূষিত করে, শনৈশ্চরের দশটী চন্দ্র ও অঙ্গুরী তাহাকে যে কিরূপ বিভূষিত করিয়া রাখে, যদি কোনও মানব ঐ গ্রহে বাস করিতেন, তাহা দেখিয়া কতই চমৎকৃত হইতেন!

শনৈশ্চরের সহিত তুলনা করিলে বৃহস্পতি ব্যতীত অন্য সকল গ্রহই কনীয়ান্ বলিয়া বোধ হয়। এই স্থলে আমরা সৌরজগতের প্রতিকৃতি দিতেছি এবং গ্রহদিগের মধ্যে কয়েকটী প্রধান গ্রহের বিবরণ সন্নিবেশ করিতেছি। সৌরজগৎ অর্থাৎ সূর্য্যকে লইয়া যে জগৎ। চিত্রের মধ্যস্থলে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য। তাহার চারিদিক্ যাহারা প্রদক্ষিণ করে, তাহারা গ্রহ। প্রথম গ্রহ (Mercury) বুধ, ২য় (Venus) শুক্র, ৩য় (Earth) পৃথিবী, ৪র্থ (Mars) মঙ্গল, ৫ম (Jupiter) বৃহস্পতি, ৬ষ্ঠ (Saturn) শনি, ৭ম (Uranus) ইউরেনস, ৮ম (Neptune) নেপচুন। এতদ্ভিন্ন অনাবিষ্কৃত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আছে।



গ্রহ	সূর্য্য হইতে দূরত্ব মাইল	ব্যাস মাইল	স্থূলত্ব ঘন মাইল	মেরুদণ্ড গতি ঘঃ মিঃ সেঃ	কক্ষ গতি দিন	আবিষ্কার সময়	আবিষ্কারক	পারিপার্শ্বিক সংখ্যা
বুধ	৩ কোটি	৩ সহস্র	১০ সহস্র	২৪-...-...	৮৮	প্রাচীন	"	"
শুক্র	৬ "	৭॥ "	২ লক্ষ	২৩-২১-...	২২৫	"	"	"
পৃথিবী	৯ "	৮ "	২॥ "	২৩-৫৬-৪	৩৬৫	"	"	১
মঙ্গল	১৩ "	৪ "	৪৮ সহস্র	২৪-৩৭-২৩	৬৮৭	"	"	"
বৃহস্পতি	৪৭॥ "	৮৪ "	৩৪ কোটি	৯-৫৫-২৬	৪,৩৩৩	"	"	৪
শনৈশ্চর	৮৭ "	৭০ "	২৪ "	১০-২৯-১৭	১০,৭৫৮	"	"	১০
ইউরেনস বরুণ	১৭৫ "	৩৩ "	২ "	{ ৭-৫-" / ৯৩০-" }	৩০,৬৮৭	খৃঃ অঃ ১৭৮১	হার্শেল	৪
নেপচুন	২৭৪ "	৩৭ "	"	"	৬০,১২৬	১৮৪৬	আডাম্প ও লাবরিয়ার	১
সূর্য্য		৮৮২ "	৪ নিখর্ব্ব					
চন্দ্র		২ "	৫ সহস্র					

শনৈশ্চরের অঙ্গুরীয় সম্বন্ধে নানা প্রকার মত দৃষ্ট হয়। হাইঘেন্স নামক জ্যোতির্ব্বিদ বলেন যে, উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রমণ্ডলী মাত্র। গালিলিও প্রথমে ঐ অঙ্গুরী আবিষ্কার করেন, কিন্তু তাহা মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হয় দেখিয়া তিনি স্বীয় দূরবীক্ষণকে অবিশ্বাস করিয়া ঐ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কারণানুসন্ধানে কিছুদিন

নিবৃত্ত রহিলেন। অবশেষে হাইঘেন্সের মতই গৃহীত হইল। তিনি গণনা করিয়া বলিলেন যে, যখন ঐ অঙ্গুরী পৃথিবীর সমসূত্র হয়, তখন তাহা অদৃশ্য হয়।

আমাদের পাঠিকারা যদি "Encyclopædia Britanica" গ্রন্থে Astronomy নামক অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে এই কথার অর্থ বুঝিতে পারিবেন। ঐ গ্রন্থে অঙ্গুরী কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা চিত্রদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বন্ড নামে দুইজন জ্যোতির্ব্বিদ্ অনুমান করিয়াছিলেন যে, অঙ্গুরীর দুই ভাগ আছে। ভাগদ্বয় ঐককেন্দ্রী; তন্মধ্যে একটী অপরাপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত। সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা হার্শেল বলিয়াছেন যে, ঐ অঙ্গুরী কঠিন পদার্থে গঠিত এবং শনৈশ্চর অপেক্ষা তাহার অঙ্গুরী উজ্জ্বল। যখন শনৈশ্চরকে দেখা যায় না, তখন অঙ্গুরী দৃষ্ট হয়। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন যে, অনেকগুলি অনুজ্জ্বল রেখা ঐ অঙ্গুরীকে বিভক্ত করিয়াছে। অঙ্গুরীতে কতকগুলি অনুজ্জ্বল দাগ অবলম্বন করিয়া হার্শেল সাহেব গণনা করিয়াছেন যে, অঙ্গুরী ১০ ঘণ্টা ৩২মিনিট ১৫.৪ সেকেণ্ডে আপনার কক্ষে ভ্রমণ করে।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে অঙ্গুরীর ভিতরে ধূম্রবর্ণ অৰ্দ্ধস্বচ্ছ আর একটী অঙ্গুরী দুইজন জ্যোতির্ব্বিদ্ এককালে আবিষ্কার করেন। মান্দ্রাজের মানমন্দিরের জ্যোতির্ব্বিদ্ কাপ্তেন জেকাব্স্ বলেন যে, ঐ ধূম্রবর্ণ অঙ্গুরীর মধ্য দিয়া শনৈশ্চরকে দেখা যায়। অটট্রুভ নামে জনৈক ফরাসিস পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ঐ অনুজ্জ্বল রেখা জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী জ্ঞাত ছিলেন এবং উহাকে বিষুব কটিবন্ধ (Equatorial belt) বলিতেন। তিনি হাইঘেন্স, কেসিনাই, হার্শেল, এন্কি প্রভৃতির গণনা অবলম্বন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, শনৈশ্চরের দুইটী উজ্জ্বল অঙ্গুরী আছে, তন্মধ্যে ভিতরের উজ্জ্বল অঙ্গুরীর অন্তর্ব্বর্ত্তী ভাগ শনৈশ্চরের ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে এবং উভয় অঙ্গুরী ক্রমশঃ প্রশস্ত হইতেছে।

শনৈশ্চরের বিষুবদেশ ও উক্ত কেন্দ্রের ব্যাস পরস্পরের অনুপাত ২২৮১ : ২০৬১ অর্থাৎ বিষুবদেশ কেন্দ্রদেশ অপেক্ষা পরিধিতে বড়।

শনৈশ্চর শব্দার্থ "আস্তে আস্তে যে চলে"। এদেশে প্রবাদ এই যে, শনৈশ্চর মন্দগতিতে আকাশপথে ভ্রমণ করে, এবং সে সূর্য্য ও সূর্য্যপত্নী ছায়ার পুত্র। সেইজন্য তাহার আর একটী নাম সৌরী; অপর নাম ছায়াত্মজ, ছায়াতনয় ইত্যাদি। তাহাকে নীলবস্ত্রে আচ্ছাদন করা হয়, তজ্জন্য তাহার নাম নীলবাসা ও নীলাম্বর।

শনৈশ্চরের দশটী চন্দ্র আছে। ঐ সকল চন্দ্র ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরে আমরা তাহার বিবরণ পাঠিকাদিগকে জ্ঞাত করিব। হাইঘেন্স-নামক জ্যোতির্ব্বেত্তা তাহার প্রথম চন্দ্র আবিষ্কারক। তৎসম্বন্ধে তিনি সেই

অজ্ঞকালোচিত একটী উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালে কেবল ছয়টী গ্রহ এবং ছয়টী চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল অর্থাৎ বুধ, বৃহস্পতি, পৃথিবী, মঙ্গল, শুক্র এবং শনৈশ্চর। পৃথিবীর ১ চন্দ্র, বৃহস্পতির ৪টী চন্দ্র এবং শনির একটী চন্দ্র। নেপচুন ও ইউরেনস তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। হাইঘেন্স স্বয়ংই কুসংস্কারাপন্ন হউন অথবা সেই কাল অজ্ঞানকাল বলিয়াই হউক—লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, সাত অপেক্ষা অধিক গ্রহ ও চন্দ্র থাকিতে পারে না, কেননা আমাদের মস্তক সন্নিধানে সাতটী মাত্র দ্বার আছে—চক্ষু ২, শ্রোত্র ২, নাসিকা ২, মুখ ১—সপ্তাহে সাতদিন আছে, ধাতু সাতটি মাত্র। সেই জন্ম তিনি অন্য গ্রহ ও উপগ্রহ আবিষ্কারের আবশ্যকতা নাই বলিয়া নিরস্ত হইলেন! যখন কেসিনাই শনৈশ্চরের আর চারিটী চন্দ্র আবিষ্কার করিলেন এবং হার্শেল আর দুইটী বাহির করিলেন এবং ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে হার্ভার্ড মানমন্দিরে আর একটী আবিষ্কৃত হইল এবং পরিশেষে ইউরেনাস ও নেপচুন আবিষ্কৃত হইল, তখন হাইঘেন্সের যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হইল।

এই স্থানে আমরা শনৈশ্চরের উপগ্রহ (চন্দ্র) গুলির বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিলাম। তাহাদের আবিষ্কার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, হাইঘেন্স প্রথম পারিপার্শ্বিক আবিষ্কার করেন; কেসিনাই চারিটী এবং ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে হার্শেল আর দুইটী এবং ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে হার্ভার্ড মানমন্দিরে একটী আবিষ্কৃত হয়।

শনৈশ্চরের পারিপার্শ্বিকদিগের বিবরণ।

	গতি দি-ঘ-মি	ব্যাস মাইল	আবিষ্কার সময়	আবিষ্কর্তার নাম
১	০-২২-৩৭	১০০০	১৭৮৯খৃ	হার্শেল
২	১-৮৫৩	...	ঐ	ঐ
৩	১-২১-১৮	৫০০	...	কেসিনাই
৪	২-১৭-৪১	৫০০	...	ঐ
৫	৪-১২-২৫	১২০০	...	ঐ
৬	১৫-২২-৪১	৩৩০০	...	হাইঘেন্স। এই চন্দ্রটী বুধগ্রহের তুল্য বৃহৎ।
৭	২১-৭-৭		১৮৪৮	বনড
৮	৭৯-৭-৫৩	১৮০০	...	কেসিনাই
৯	...	...	১৮৯৮	পিকারিং
১০	...	...	১৯০৫	ঐ

এখন শনৈশ্চর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাংশে উদিত হয়। পাঠিকাগণ শেষ রাত্রিতে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন। চক্ষু দ্বারা একটী ক্ষুদ্র গ্রহমাত্র দৃষ্ট হইবে, তাহার অঙ্গুরী দেখা যায় না।

ব, চ।

মহম্মদ ও ইসলাম ধর্ম্ম।

ইংরাজী ৫৭০ অব্দের ১০ই নবেম্বর (কাহার মতে ৫৭১ সালের ২০শে এপ্রেল) দিবসে কুরেশ-জাতীয় হাশেম বংশধর আবহুল্লার ঔরসে ও আমিনার গর্ভে আরবদেশস্থ মক্কানগরে মহম্মদের জন্ম হয়। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র। কুরেস জাতি আরবজাতীয়দের আদিপুরুষ ইস্মাইল হইতে আপনাদের উৎপত্তি কহিয়া থাকেন। বাইবেলমতে ইব্রাহিমের বিবাহিত স্ত্রী সারার গর্ভজাত পুত্র ইসাহাক হইতে য়ীহুদী জাতির আর তাঁহার স্ত্রীর দাসী হাগারের গর্ভজাত পুত্র ইস্মাইল হইতে উক্ত আরব জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। যাহাহউক বহু বাণিজ্যব্যাপারকুশল কুরেসজাতীয়েরা ধনাঢ্যতা ও সভ্যতা বিষয়েই যে কেবল বিখ্যাত ছিল এমত নহে, তাহারা আরব-জাতির সাধারণ প্রাচীন উপাসনাস্থান কাবার নিকট বাস করত পুরুষানুক্রমে তথাকার যাবতীয় কার্য্যের সম্পাদক ও অভিভাবক হইয়াছিলেন। পৌরোহিত্য-সম্বলিত সে স্থলের আধিপত্য দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের হস্তগত থাকাতেই তাঁহারা তথাকার একপ্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। অতি শৈশবাবস্থায় মহম্মদের পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং উক্ত কাবার প্রধান পুরোহিত নিজ বৃদ্ধ পিতামহ আবদুল মত্তলিবকর্ত্তৃক তিনি প্রথমে প্রতিপালিত হন। মত্তলিবের মৃত্যুর পর মহম্মদ কনিষ্ঠ পিতৃব্য আবু তালিমের আশ্রিত হইলেন। মহম্মদ খুল্ল-তাতের নিকট উত্তমরূপে বিষয় কর্ম্ম শিক্ষা করেন এবং তাঁহার সহিত অর্ণবযানে সুরিয়া, দামস্কস, বোগদাদ, বাসোরা প্রভৃতি অনেক দেশ পরিভ্রমণপূর্ব্বক বাণিজ্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশাচার, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-মত ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রকৃতির শোভা দর্শনে প্রভূত জ্ঞান লাভে সমর্থ হন। বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় মহম্মদ মহা-তীর্থ মক্কা যাত্রীদিগের পাথেয়-লুণ্ঠক অপ-হারক জাতিগণের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করেন। এইরূপ পরিভ্রমণ ও সমরাভিযানে তত্তৎ কর্ম্মে তাঁহার সাহস বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তাহাতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ বীরধর্ম্মের এক প্রকার অঙ্কুর হইয়াছিল। ইত্যবকাশে বিশ্রাম ও ধর্ম্মচিন্তার নিমিত্ত তাঁহার নির্জ্জন বাসের আবশ্যক হয় এবং স্বসমকালীন উপাসকগণ মক্কায় গিয়া যাদৃশ নিষ্ঠুরভাবাপন্ন পৌত্তলিক ধর্ম্ম ও অসঙ্গত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করেন, তদ্বিষয়ের বিশেষ তথ্য অবগত হইতে প্রয়াস পান।

মহম্মদ পঞ্চবিংশ-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে খাদিজা-নাম্নী ধনবতী বিধবা যুবতীর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি ক্রমাগত পঞ্চদশ বৎসর

কাল স্বীয় অভীষ্টসাধনে সযত্ন হইয়া বারংবার অদূরবর্ত্তী ভূধরের গুহাতে কখন বা সিরিয়া কখনও বা আরবের দক্ষিণাঞ্চলে গমনাগমন করিতেন। এইরূপ পরিভ্রমণসময়ে যতদূরসাধ্য সর্ব্ব বিষয়ের সমাচার লইতে তিনি ক্রটি করিতেন না। কথিত আছে যে, তিনি কিয়ৎকাল কতিপয় সুবিজ্ঞ য়ীহুদী ও খৃষ্টীয়ানের আনুগত্য করেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত রব্বি আবদুল্লা ইবন সোল্লম এবং তাঁহার শ্যালক-পুত্র রবকের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। য়ীহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে মহম্মদ য়ীহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অর্থাৎ বাইবেলের আদি ও অন্ত ভাগের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া চত্বারিংশ বর্ষ বয়সে আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে আপনার মত ও অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী খাদিজা এবং তাঁহার পিতৃব্যপুত্র আলিবিন আবু তালিব প্রভৃতি তৎপরিবারস্থ লোক সকল অবিলম্বে তদ্দত্ত উপদেশকে ধর্ম্মোপযোগী এবং তাঁহাকে প্রকৃতই ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বলিয়া স্বীকার করাতে তাঁহার উদ্যম সফল হইতে থাকে। পরিবারস্থ সকলকে স্বীয় মতে আনিয়াই তিনি হাসেমবংশীয় মান্য ব্যক্তিদিগকে নিজালয়ে আহ্বান করিয়া এই প্রচার করেন যে, জেব্রেলনামক পরমেশ্বরের দূত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে এই প্রত্যাদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, তুমি নিরতিশয় যত্ন সহকারে স্বদেশীয়গণকে জগদীশ্বরের অমূল্য প্রসাদ বিতরণ কর, তাহাতে তাহাদের পরম কল্যাণ হইবে। এই কথা ঘোষণায় কেবল আলী নামক একজন বালক মহম্মদের মত ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু অন্যান্য সকলেই তাঁহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলেন। আত্মীয় স্বজনের বাধায় ভীত না হইয়া বরং শতগুণ উৎসাহে মহম্মদ স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, তিনি মহাকবি নেবিদনামক জনৈক পণ্ডিতকে স্বমতে আনিয়া মহাসম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যক্তি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া ধর্ম্মকথা প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ইহাঁর বক্তৃতাবলে আকৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ অত্যল্প মাত্র লোক পুরুষপরম্পরাগত চির প্রচলিত ধর্ম্মক্রিয়াকলাপাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক মহম্মদের ধর্ম্মমত গ্রহণ করে। তদনন্তর পত্নী খাদিজার লোকান্তর হইলে মহম্মদ আবুবেকরের একমাত্র দুহিতা আয়েসার পাণিগ্রহণ করেন। তদুপলক্ষে শ্বশুর জামাতায় অতিশয় প্রীতি জন্মে। আবুবেকরের পরামর্শবলে আবু ও বৈষ্ঠ, হমজা, ওসমান ও উমার প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান ভদ্রসন্তান মহম্মদের প্রচারিত মত গ্রহণ করিলেন। দশ বর্ষ কাল মধ্যে এই নব ধর্ম্মের কিছুই উন্নতি হয় নাই। ফলতঃ যদি কুরেশজাতীয়েরা হাসেমবংশধরগণের প্রতিকূল না হইত, তাহা হইলে ইহার এক কালে লোপাপত্তি

হইবার সম্ভাবনা ছিল। মহম্মদের কতিপয় অনুচর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আবিসিনিয়া দেশে পলায়ন করিয়াছিল বটে, তথাপি তাহাদের মনে বিবাদানল প্রজ্বলিত ছিল। অবশেষে মক্কাস্থ যাবতীয় লোকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া মহম্মদের প্রাণসংহারে কৃতসঙ্কল্প হওয়ায় তিনি প্রচ্ছন্নবেশে যাতরের নগরে পলায়ন করেন। ঐ নগর পরে মদিনা নামে খ্যাত হয়। ইংরাজী ৬২২ সালের ১৬ই জুলাই এই ঘটনা হয় এবং ঐ পলায়ন দিবস হইতেই মহম্মদীয় হিজিরা-নামক অব্দ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মদিনাবাসীরা ক্রমশঃই তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইয়া এই নব ধর্ম্ম মত গ্রহণ করিল। মহম্মদ এই সুযোগে মদিনাবাসীদিগকে উপদেশ দিয়া কহিলেন "পৌত্তলিক-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা এই সনাতন ধর্ম্মের মতানুসারে যুক্তিযুক্ত; অতএব পৌত্তলিকেরা যাবৎ আমাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া না মানে এবং একেশ্বরবাদী কি অদ্বৈতধর্ম্মমতাবলম্বী না হয়, তাবৎ কাফেরদিগের অর্থাৎ পৌত্তলিকগণের শোণিতে স্ব স্ব করবাল আরক্ত করাই বিশেষ কর্ত্তব্য।" মদিনাবাসীরা মহম্মদের বশবর্ত্তী ও আজ্ঞাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই কুরেশ জাতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। উক্ত কুরেশ জাতি আবু সফিয়ানের অনুগামী হইয়া বেদরনামক এক পর্ব্বতের গহ্বরে মহম্মদের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে পরাজিত হইয়া স্ব স্ব অর্থ সম্পত্তি ফেলিয়া কে কোথায় পলায়ন করিল, তাহার নির্ণয় হইল না। এই পরাজয়ে অপমানিত হইয়া পর বৎসর হিজরি ৩ অব্দে আবু সফিয়ান তিন সহস্র যোদ্ধার একদল সমভিব্যাহারে লইয়া যুদ্ধার্থ মদিনা অভিমুখে যাত্রা করেন। ওহাদ পর্ব্বতের নিকট এই যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে মহম্মদ অত্যন্ত আহত হন। শত্রুপক্ষীয়েরা এই যুদ্ধে জয়ী হইল বটে, কিন্তু মহম্মদ অবিলম্বে বিচ্ছিন্ন সৈন্য সকল দল-বদ্ধ করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত আলীর সহায়তায় রণ-ক্ষেত্রে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন। এই সময় মদিনানগর ক্রমাগত দশ দিন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত থাকে। পরে উভয় পক্ষের ঐকমত্যে দশ বৎসর কাল যুদ্ধ বিগ্রহ স্থগিত রাখাই নির্দ্ধারিত হইল। ইত্যবসরে মহম্মদ কৈনকা, কোরৈধা, নধির ও কৈবার প্রভৃতি প্রধান প্রধান য়ীহুদীয় জাতিদিগকে পরাজয় করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। সংগ্রামানুপযুক্ত য়ীহুদীদিগের হস্ত হইতে দুর্গ ও নগরাদি অক্লেশেই অপহৃত ও লুণ্ঠিত হইল। দুর্ভাগা প্রজারা জেতার নবধর্ম্মাবলম্বনে অনিচ্ছু হওয়ায় অতি নিষ্ঠুরতাসহকারে দেশ হইতে দূরীভূত ও বিবিধ যাতনায় ক্লিষ্ট এবং হত হইতে লাগিল। এইরূপে সে দেশীয় জাতি সকলের দমনে মহম্মদের পরাক্রম ও মহিমার ইয়ত্তা রহিল না। কুরেশজাতীয় প্রাচীন-

ধর্ম্মাবলম্বীরা কিয়ৎকালের নিমিত্ত সমর স্থগিত রাখিবেক বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন না করায় মহম্মদ দশ সহস্র যোদ্ধা সংগ্রহপূর্ব্বক হিজরি ৮ অব্দে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিয়া বিনা বাধায় নগর জয় করিলেন। মহম্মদীয় অদ্বৈত ধর্ম্মের জয়পতাকা উত্তোলিত দেখিয়া মক্কানিবাসীরা যে ব্যক্তিকে ইতিপূর্ব্বে পৈতৃক বাসস্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, তাহাকে একবাক্যে মক্কার অধীশ্বর বলিয়া মানিয়া তাহার শরণাগত হইল। মহম্মদ যাহাদের হইতে পূর্ব্বে এত অপমানিত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে নিজমতাবলম্বী দেখিয়া তাহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। মহম্মদ তখন কাবার চতুর্দ্দিকস্থ ৩৬০ খানি দেব-প্রতিমা ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মের চিহ্নমাত্রও রাখিলেন না এবং ঐ সকল স্থান এক অদ্বিতীয় পরাৎপর পরমেশ্বরের ভজনালয়ে সুশোভিত করিয়া দিলেন। তদবধি ঐ স্থান মহাতীর্থরূপে খ্যাত হইয়াছে। তথায় যাত্রীরা যে সমস্ত ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে সকল তাঁহারই উপাসনা ও ভজনার অনুসরণ বলিতে হইবে।

মহম্মদ কর্ত্তৃক মক্কার পরাজয় ও তৈরফের দুর্দ্ধর্ষ-দুর্গের পতন দর্শন করিয়া আরবীয় সমস্ত পৌত্তলিকধর্ম্মাবলম্বী জাতি অবিলম্বে তাঁহার অধীন হইল। নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকলের প্রধানেরাও তাঁহার শরণাগত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিল। পারস্যরাজ খশ্রু পরবেজ ও আবিসিনিয়া দেশের রাজা হিরাক্লিটস প্রভৃতি তাঁহার প্রতাপে ভীত হইয়া তাঁহার অনুগত হইয়াছিলেন। এদিকে তিন সহস্র মোসলেম যোদ্ধা সংগৃহীত হইয়া প্যালেষ্টাইনের পূর্ব্বসীমা আক্রমণ করিল। ইহাতে পশ্চিমাঞ্চলের নানাদেশীয় বিবিধ জাতি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মহম্মদের বশ্যতা স্বীকার করিল। খ্রীষ্টানবর্গের উপর দয়া প্রকাশপূর্ব্বক মহম্মদ তাহাদের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ কর গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। এই সকল যুদ্ধ-যাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি আর একবার মক্কাতে গমনানন্তর মদিনায় প্রত্যাগমন করেন। তথায় দুই সপ্তাহ কাল জ্বররোগে পীড়িত হইয়া তত্রত্য শিষ্যগণকে মহা শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া পরলোক গমন করেন। ইংরাজী ৬৩২ অব্দের ৮ই জুনে এই ঘটনা হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর। মহম্মদের মরণানন্তর তাঁহার উন্মত্তবৎ শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারী ওমরের মনে দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, মহম্মদের মরণ কদাচ হইতে পারে না। যাহাহউক আবুবেকর যৎপরোনাস্তি প্রমাণ প্রয়োগ দর্শাইয়া তত্রত্য ক্ষিপ্তবৎ জনতা সন্নিধানে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, "তোমরা যাঁহাকে উপাসনা কর, তিনি কি মহম্মদ না মহম্মদের ঈশ্বর? অতএব যিনি মহম্মদের ঈশ্বর, তাঁহার মৃত্যু নাই।

মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু আমাদেরই মত হইবেক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

মহম্মদের বুদ্ধিবৃত্তি অদ্ভুত ও তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি এমন কৌশল করিয়াছিলেন যে, তৎপ্রণীত ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম অনুসন্ধান কি তদ্বিষয়ে কেহ কোন তর্ক করে নাই। সুতরাং শতাব্দীর মধ্যে সমুদায় আরব, সুরিয়া, আসিয়া-মাইনর, পারস্য, মিশর এবং আফ্রিকার কিয়দংশের মধ্যে তাঁহার জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইল। বর্ত্তমানে চিন হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ডে কোটি কোটি মহম্মদীয়মতাবলম্বী লোক লক্ষিত হইতেছে।

মহম্মদ-প্রণীত ধর্ম্মের নাম ইসলাম ধর্ম্ম। কোরাণনামক গ্রন্থে ঐ ধর্ম্ম সুব্যক্ত আছে। মহম্মদ স্বয়ং ঐ গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, জিব্রেলনামক ঈশ্বরের দূত তাঁহাকে প্রত্যহ এক এক অধ্যায়ের উপদেশ দিতেন। যাহাহউক এই ধর্ম্মের দুই অঙ্গ—"ইমান" ও "দীন"। মত-প্রকাশকের প্রতি যে বিশ্বাস, তাহার নাম ইমান; ও তৎপ্রণীত ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার নাম দীন। এই ধর্ম্মের মর্ম্ম এই যে, পরমেশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়, নিত্য, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী ও পরম কারুণিক। কেবল তাঁহার উপাসনাদি শ্রেয়ঃ সাধন ও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসারই তাঁহার স্রষ্টৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্বের একমাত্র নিদর্শন। তিনিই জগতের কর্ত্তা, পাতা, শাস্তা ও ভাগ্যাভাগ্যের নিয়ন্তা। এই ধর্ম্মের বীজমন্ত্র "লা ইলাহা ইল্লিল্লা মহম্মদ রসুল আল্লা" অর্থাৎ ঈশ্বর এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত। এই বাক্যে বিশ্বাস না করিলে কেহই মুসলমান হইতে পারে না। মহম্মদ প্রকাশ করেন যে, কুসংস্কার ও অবিশ্বাস বিনাশার্থ ঈশ্বর হইতে দুই লক্ষ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র পয়গম্বর বা রসুল এই জগতে প্রেরিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে আদম, নুহা, ইব্রাহিম, মুশা ও ঈশা এবং মহম্মদই প্রধান। তিনি আরও প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বর আদমকে ১০ খানা, আর ইনককে ৩০ খানা পবিত্র পুস্তক দান করেন; বিশেষতঃ মুশাকে তৌরত, ডেভিড্‌কে জাবুর, যীশু খ্রীষ্টকে ইঞ্জিল আর মহম্মদকে কোরাণ সরিফ গ্রন্থ প্রদান:করিয়াছেন।

মহম্মদের মত এই যে, মনুষ্যের আত্মা নিত্য। মরণানন্তর মানব শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভাগী হইবে। ধর্ম্মশীলেরা অনন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করিবে ও পাপাত্মারা অবিচ্ছিন্ন নরক-যাতনার দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। ইশলাম ধর্ম্ম এই প্রকাশ করে যে, পৃথিবীর শেষ দিবসে পরমেশ্বর এক মহাসভা করিয়া সমস্ত মনুষ্যকে সমাধি হইতে পুনরুত্থাপিত করতঃ প্রত্যেকেরই দোষ গুণ বিচারপূর্ব্বক যথাবিহিত পুরস্কার ও দণ্ড প্রদান করিবেন। ঐ দিবসের নাম

কিয়ামত অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন। ঐ চরম দিবসের প্রাক্কালে পশ্চিমদিকে সূর্য্যোদয়, ও পৃথিবী ধূমাচ্ছন্ন হইবে এবং মনুষ্য বাক্যভাষী হইয়া পশু পক্ষী প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অশুভ চিহ্ন প্রদর্শন করিবে। মহম্মদীয় স্বর্গ নরক তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত নহে। ইহার অধিকাংশ য়ীহুদী, পারসী ও হিন্দুদিগের আর কিয়দংশ খৃষ্টানদের মত হইতে তৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।

মুসলমানেরা স্বর্গকে ভেহস্ত ও জানাত, আর নরককে জাহান্নাম ও দোজক বলেন। কোরাণে স্বর্গ সপ্ততল বলিয়া বর্ণিত আছে। সর্ব্বোপরিস্থ সপ্তম তলের নিরতিশয় সুখময় ধামই মহম্মদের আবাসস্থান। মহম্মদীয়ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রত্যেকেই উপযুক্ত বাসস্থানে অপ্সরাগণের সহিত সুখ সম্ভোগ করিবে। বস্তুতঃ মহম্মদ স্বীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার জন্ত শিষ্যদিগকে এই প্ররোচনা দিয়াছেন যে, তাহারা অন্তে স্বর্গে গিয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন ও নানাজাতীয় অলৌকিক সুস্বাদু ফল ভোজন এবং অপ্সরাগণের সেবা-সুখ লাভে সমর্থ হইবে। কোরাণে অনেক প্রকার নরক বর্ণিত হইয়াছে। শিষ্যগণকে ভয়প্রদর্শনার্থ মহম্মদ পাপভেদে নরক-ভেদ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সকলের মধ্যে ন্যূনশাস্তি পাদুকা-বিহীন পাদ অগ্নিতে সংস্থাপন। তপ্ত-তৈল-পূর্ণ কটাহে প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভর্জ্জিত হওয়া নাস্তিকের দণ্ড। স্বর্গ নরকের মধ্যস্থানে আরাফ নামক এক লোক বিশেষ আছে। যাহাদের পাপ পুণ্য সমান, তাহারা ঐ লোকে গিয়া অবস্থিতি করিবেক। নরকের উপরিভাগ দিয়া পুল সেরত নামে এক সেতু আছে, তাহা কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং ক্ষুরধারাপেক্ষাও তীক্ষ্ণ। সকল মনুষ্যকে উহা অতিক্রম করিতে হইবে, কিন্তু যাহারা পাপিষ্ঠ, তাহারাই যাইবার উদ্যম করিবামাত্র ঐ সেতুর নিম্নস্থ অতলস্পর্শ মহা ঘোর নরকে পতিত হইবে।

ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ইতিকর্ত্তব্যতা-কলাপের মধ্যে প্রত্যহ পাঁচবার মসজিদে উপাসনা করাই মুখ্য কর্ম্ম। দেহশুদ্ধি ও ভূয়োভূয় আরাধনা ব্যতীত জীবনের মধ্যে একবারও মক্কায় যাওয়া কর্ত্তব্য। লোকেরা চারিটী বৈধ বিবাহ করিতে পারিবে। কোরাণে জ্ঞানকৃত বধ, লাম্পট্য, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, কুসীদগ্রহণ, দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, ও শূকরমাংস ভোজন নিরতিশয় পাপমধ্যে গণ্য।

মুসলমানদিগের মধ্যে সিয়া ও সুন্নি নামে দুই প্রধান সম্প্রদায় আছে। পারস্য-দেশীয় মুসলমানেরা সিয়া আর তুরস্ক-জাতীয়েরা সুন্নি। সিয়ারা আলীনামক মহম্মদের জামাতাকে মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া মান্য করেন, আর সুন্নিরা আবুবেকর প্রভৃতিকে মহম্মদের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করেন। কোরাণ ভিন্ন মুসলমানেরা হাদিস অর্থাৎ প্রবাদ-ব্যাকাদিও মান্য করে এবং ইজমা অর্থাৎ

প্রাচীন ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণের মতও গ্রাহ্য করে।

মুসলমানদিগের মধ্যে সৈয়াদ, সেখ, মোগল ও পাঠান এই চারি প্রসিদ্ধ জাতি আছে। মুসলমান সম্প্রদায় বিচারককে কাজী, আইন-প্রকাশককে মুফতি, ধর্ম্মাচার্য্যকে ইমান এবং চিকিৎসককে তাবিন ও হাকীম বলিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ইহাঁরা কোনও বিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষ পণ্ডিতকে মুকাফিক, ধর্ম্মশাস্ত্রা-ধ্যাপককে মুতাকালিম, ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতকে মৌলবী, আইনজ্ঞকে ফাকি, প্রবাদবাক্য-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে মুহাদিস, চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষকে মাদারিস এবং কোরাণের ভাষ্য-কারকে মুফাসিব বলেন। সাধুকে পীরওয়ালী বলা হয়। মুসলমানদিগের মধ্যে "মহরম" নামক একটী প্রসিদ্ধ মহোৎসব আছে। উহারা মাসের প্রারম্ভে ঐ মহোৎসব আরব্ধ করিয়া ক্রমাগত দশদিন আলী ও তৎপুত্র হাসান হোসেনের মৃত্যু স্মরণার্থ "মাতাম" অর্থাৎ শোক বিলাপ প্রকাশ করিয়া থাকে। সিয়া সম্প্রদায়েরা এই মহোৎসব বিশেষরূপে পালন করেন। সুন্নিরা কেবল দশম দিন অসুরাকে পবিত্র ভাবে পালন করেন, কেননা ঈশ্বর নাকি এই দিবসেই আদম ইভ, স্বর্গ নরক, জীবন মৃত্যু ও ভাগ্য ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মহরমের পূর্ব্বে ইমামবারা বা অসুরখানা নির্ম্মিত স্থানের মধ্যে একটী গর্ত্ত খনন করা হয় এবং উহাতে প্রজ্বলিত অগ্নি রাখিয়া রাত্রে বৃদ্ধ যুবা ও শিশুগণ লাঠী ও তরবাল লইয়া উহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করে, আর হাসেন হোসেন শব্দে চীৎকার করে। অবশেষে তাজিয়া ও তাবুত অর্থাৎ হাসেন হোসেনের গুম্বজ ও পতাকা প্রদর্শিত হইয়া দশম দিবসে উহা কোনও জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইলে মহোৎসব সাঙ্গ হইয়া যায়।

ম, রা, শ্রীত্রৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী।

সাধুবচন-সংগ্রহ।

আহারের পারিপাট্যে দিন করে ক্ষয়,
আত্মোন্নতি করিবার কোথায় সময়? ১
যে যত কথায় পটু, সে তত অসার;
শূন্য আর পূর্ণকুম্ভ নিদর্শন তার। ২
সংসার বিমল স্বচ্ছ বিশাল দর্পণ,
আপনি যেমন, ইহা দেখাবে তেমন। ৩
নীরবে তপন চলে, দেহে রক্ত বয়,
প্রকৃতির বড় কাজ নীরবেই হয়। ৪
করিতে জানে না 'ফুল' স্বযশ-ঘোষণ,
মধুকর তবু তার করে অন্বেষণ। ৫
সতীর প্রশংসা শুনি কার প্রাণ জ্বলে?
অসতী বলিয়া যারে নিন্দয় সকলে। ৬
নিরখি গুণীর গুণ কে হয় কাতর?
ঘৃণিত নির্গুণ যেই সমাজভিতর। ৭
পরের ঐশ্বর্য্যে কার নয়ন টাটায়?
আপন প্রকৃতি যার গঠিত হিংসায়। ৮

করিলে করিতে পারে অপরে উদ্ধার,
এইমাত্র ভরসায় দিও না সাঁতার। ৯
অনাদরে যেই বীজ দলিতেছ পায়,
হ'তে পারে পাবে শান্তি তাহারি
ছায়ায়। ১০
হাসিতেছ আজি যেই শিশুর কথায়,
হয়ত বাঁচিবে দেশ তার প্রতিভায়। ১১
যদি বাড়ে ধন মান নামের পসার,
হইতে স্বদেশ-প্রেমী আপত্তি কাহার? ১২
হাতী ঘোড়া ধন জন সব যায় বয়ে,
কালীর আঁচড় থাকে চিরজীবী হয়ে। ১৩
রোগ শোক অভাবের ছোট বড় নাই,
যখন যা উপস্থিত, অসহ্য তাহাই। ১৪
পোষা পাখী বিশ্বাসের উপযুক্ত নয়,
যখন যাহার হাতে, তারি কথা কয়। ১৫
কাননের বাঘ কিম্বা জলের কুম্ভীর,
আনিয়া যে পোষে ঘরে, মৃত্যু তার স্থির। ১৬
অজ্ঞানে করিলে পাপ ফলে না কি ফল?
শিশু কি মরে না প্রাণে খাইলে গরল? ১৭
খোলা ঘট পূর্ণ হয় কূপে নিমজ্জিলে,
রুদ্ধ ঘট শূন্য থাকে সমুদ্রে ডুবিলে। ১৮
অলসের হাতে যাহা কণ্টকের বন,
পরিশ্রমী করে তাহা নন্দনকানন। ১৯
কুকর্ম্মেতে কেবা কার পরামর্শ চায়?
পায়ধরা তোষামোদ যদি পড়ে দায়। ২০
সুখত চলিয়া যায় দিয়া মাত্র দেখা,
দুঃখটী রহিয়া যায় পাষাণের রেখা। ২১
যদি না থাকিত হায়! সুখের বন্ধন,
অনায়াসে হ'ত লাভ মুক্তি হেন ধন। ২২
জ্ঞানরত্ন কত আছে শাস্ত্রের সাগরে,
না ডুবিলে কেবা পায় সুধু বসি তীরে? ২৩
যেখানে সবাই বিজ্ঞ, সবাই প্রধান,
হিতকথা কভু সেথা নাহি পায় স্থান। ২৪
সহস্র ধাত্রীর সেবা হয় যদি লাভ,
তথাপি ঘোচে না এক মায়ের অভাব। ২৫
পুষ্পসঙ্গে উঠে কীট দেবের মাথায়,
কিন্তু তাই বলে তার কীটত্ব কি যায়? ২৬
স্বর্ণের পরীক্ষা হয় অনলে পাষাণে,
নরের পরীক্ষা হয় বিপদ-ঘর্ষণে। ২৭
মরিল দরিদ্র কবি পথ্য না পাইয়ে,
আজি মহোৎসব তার জন্মদিন নিয়ে। ২৮
বাঁচিতে সলিল-বিন্দু দিল না যে ছেলে,
শ্রাদ্ধে সে দানসাগর করে হেসেখেলে। ২৯
ব্যাকুল হৃদয়ে আসে ঈশ্বরের বল,
চাতকের পিপাসা নিবারে স্বর্গজল। ৩০

চ।

স্বদেশ-পূজায় বঙ্গমহিলা।

বর্ত্তমান ভারতব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনে ও মাতৃভূমির পূজানুষ্ঠানে বঙ্গমহিলারা যেরূপ সম্মিলিত এবং পুরুষদিগের কার্য্যের সহকারিতায় স্বতঃপ্রবৃত্ত, এরূপ দৃশ্য আর কখনও দেখা যায় নাই। পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সভাসমিতি করিয়া বঙ্গ-অঙ্গচ্ছেদে দুঃখপ্রকাশ এবং বিদেশীয় দ্রব্য

বর্জ্জন করিয়া স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেছেন। স্ত্রীলোকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য পুরুষের উত্তেজনা এখন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, কোন কোন মহিলা অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্য সভায় পুরুষদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন, আর গৃহে গৃহে তাঁহাদিগের প্রভাব প্রকাশ করিয়া স্বামী, ভ্রাতা ও সন্তানদিগকে মাতৃপূজা-ব্রতে দীক্ষিত করিতেছেন। ১৬ই অক্টোবরের "Federation Hall" সম্মিলন-গৃহের ভিত্তিস্থাপনে প্রায় ৫০০ মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। সুসময় বিধাতার বিশেষ কৃপায় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের রমণীগণ দেবালয়, রন্ধনশালা ও ভাণ্ডারের কর্ত্রী এবং অন্তঃপুরের সাম্রাজ্ঞী, তাঁহারা দৃঢ়ব্রত হইলে দেশের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ও সমাজের সংস্কারসাধন আশুসাধ্য। আমরা আর অধিক কথা না বলিয়া বর্ত্তমান আন্দোলনে কয়েকটী সহৃদয়া মহিলার উক্তি নিম্নে প্রকটিত করিতেছি এবং সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, স্ত্রীপুরুষের মণিকাঞ্চনী যোগে মাতৃভূমির সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হউক।

১। বন্দে মাতরম্।

জাগিয়াছে মা তোমার কৃতঘ্ন সন্তান।
মুছ মা আঁখির জল,
ভগ্ন বুকে বাঁধ বল,
হীনতা দীনতা যাবে, কর দৃষ্টিদান। ১
জাগিয়াছে মা তোমার কৃতঘ্ন সন্তান।
ডুবিয়া ঘুমের ঘোরে,
অনাচারে অত্যাচারে,
করিয়াছে বিধিমতে তব অপমান। ২
কিন্তু আজ জাগিয়াছে কৃতঘ্ন সন্তান।
আর তারা তোরে ছাড়ি
যাবে না পরের বাড়ী,
মাতৃপূজা মহাযজ্ঞে দিবে প্রাণ দান। ৩
করেছি প্রতিজ্ঞা সবে মাতৃপূজা তরে,
থাকে যদি শক্তিভক্তি,
মায়ের করিব মুক্তি,
বিদেশের বিলাসিতা ব্যূহ ভেদ করে। ৪
ভুল মা! সন্তানকৃত পূর্ব্ব অপমান,
আজি তারা অনুতপ্ত,
কামনা বাসনা মুক্ত,
প্রাণ ভরে গায় "বন্দে মাতরম্" গান। ৫
লভিয়াছে নিদ্রিতেরা নব-জাগরণ,
সঞ্জীবনী সুধা দিয়ে
তুলিয়াছে বাঁচাইয়ে
রাজলক্ষ্মী—মা তোমার সুতসুতাগণ। ৮
বহেছে নগরে গ্রামে প্রেমের তুফান।
মার দুঃখ দূর তরে,
ব্রত করে ঘরে ঘরে,
মায়েরে জড়ায়ে ধরে মার সুসন্তান। ৯
ছুটিয়াছে বঙ্গভূমে প্রেমের তুফান;
বাজিছে বিজয়-ঢাক,
ধ্বনিছে মঙ্গল-শাঁখ,
অধঃপতিতের আজি-স্বর্গেতে উত্থান। ১০
আট কোটি বাঙ্গালির অপূর্ব্ব মিলন!
দ্বেষাদ্বেষি আর নাই,
মিশিয়াছে ভাই ভাই,
বোনের করেছে বোন কণ্ঠ-আলিঙ্গন। ১১

বর্জ্জিব বিলাতী দ্রব্য কি দুর্জ্জয় পণ!
ধনী দীন ডাকে মাকে,
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে ডাকে,
চিরস্থায়ী হোক্ এই শুভ সম্মিলন। ১২
শ্মশানে এসেছে শিব বল বম্ বম্,
সন্তানের আত্মদান,
মাতৃপূজা অনুষ্ঠান,
কি সুন্দর কি পবিত্র বন্দে মাতরম্। ১৩
শ্মশানে এসেছে শিব বল বম্ বম্,
কাটুক মা অঙ্গ তোর,
ফেলিস্ না আঁখি-লোর,
প্রাণ ভরে শোন গীত বন্দে মাতরম্।১৫
আসামী হইনু সব বাঙ্গালী যাহারা,
তাহাও সার্থক ভাবি,
যদি মাতৃপদ সেবি,
ভ্রাতা ভগ্নীদের সঙ্গ নাহি হই হারা ১৫
আসামী হইনু মোরা বাঙ্গালী যাহারা,
তথাপি মায়ের ছেলে,
রহিব মায়ের কোলে,
মরিয়া বাঁচিব পুনঃ পিয়া স্তন ধারা ১৬
ভুলি পূর্ব্ব ভেদাভেদ বঙ্গবাসিগণ,
পাল সবে বিধিমত
মাতৃ-পূজা পুণ্য ব্রত,
বন্দে মাতরম্ গাও বন্দে মাতরম্। ১৭

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্ত।

২। ভগিনী আহ্বান।*

রজনী পোহাল, দিবস আসিল,
অরুণকিরণে দিগন্ত ভাসিল;
বহুদিন পরে ভারত-আকাশে,
কি অপূর্ব্ব জ্যোতি আজিকে প্রকাশে।
সে জ্যোতিতে আর কে ঘুমায়ে রবে?
পূজিতে মায়ের চরণ কমল,
যুড়িতে তাঁহার ক্ষত বক্ষঃস্থল,
দূরিবারে তাঁর যাতনা সকল,
বদ্ধপরিকর হয়েছে সবে।
মরি আজি কিবা মধুর মিলন,
বঙ্গজননীর প্রিয়সুতাগণ,
হয়েছে আজিকে এখানে মিলিত,
জননীর কষ্টে সবাই ব্যথিত,
সবাকার মুখে একই কথা।
আজিকে সবাই জাতি-ধর্ম্ম ভুলে,
হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম বৌদ্ধ মিলে,
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হ'তেছে সকলে,
ঘুচাতে মায়ের মরম-ব্যথা।
বঙ্গ জননীর প্রিয় পুত্রগণ,
বিলাস-বাসনা দিয়া বিসর্জ্জন,
ছাড়িতেছে সবে বিলাতী বসন,
ছাতা, ছড়ি, জুতা, সব ই) ছেড়েছে।
সৌখীন বাবুরা সিগারেট ছাড়ি,
ধরেছেন সবে স্বদেশীয় বিড়ি,
বিলাতী এসেন্স, বিলাতী সাবান,
কারো কাছে আর নাহি পায় স্থান;
স্বদেশী জিনিসে সবে মেতেছে।
আমরা ভগিনী অবলা বলিয়া,
থাকিব কি বসে নিশ্চেষ্ট হইয়া?
তাহা ত হবে না আমরাও তবে,
বিলাতী জিনিষ ত্যেয়াগিব সবে,
মার কষ্ট দূর করিতে হইবে।
করিতে দেশের কল্যাণ-সাধন,

* মহিলা সমিতির বৈঠকে পঠিত হইবার উদ্দেশে লিখিত।